অশোকা

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী

বিরচিত

কলিকাতা :

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৮

মূল্য ১॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থরচয়িত্রীর বিদেশে বাসবশতঃ ও প্রুফ উত্তমরূপে সংশোধিত না হওয়াতে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। স্বতন্ত্র শুদ্ধিপত্র দিয়াও বিশেষ ফল নাই। পাঠক পাঠিকাগণ সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে যাহাতে এরূপ ভ্রম না থাকে তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা যাইবে।

উপহার

প্রিয়তম,

এই নাও আদরের অশোকা তোমার!

এ শুধু তোমারি তরে   এনেছি যতন করে,

আমার মরম ব্যথা কে বুঝিবে আর!

কত সাধ ছিল মনে,   কি বুঝিবে অন্য জনে,

তুমি জান জীবনের ছিন্ন বীণা তার।

শুধু বিষাদের গীতি,   নাহি হাসি নাহি প্রীতি,

বসন্তের মাঝে হেথা বরষা সঞ্চার!

প্রভাতের হাসি রাশি   হেথায় জাগে না আসি,

সদাই কুহেলিময় সন্ধ্যার আঁধার।

বিধাতার বুঝি ভুল,   যেথায় ফোটেনা ফুল,

সেথায় ফুটিল কেন এ ফুল আবার!

তাহারে লইয়া কোলে,   দিব তব হাতে তুলে,

এই সাধ ছিল মোর দীন বাসনার!

হলনা হবেনা তাহা,   স্বর্গের কুসুম যাহা,

সদা দৃষ্টি থাকে বুঝি তাতে দেবতার!

মোর হৃদি শূন্য করি,   তাহারে লয়েছে হরি,

কি করে বাঁধিব হিয়া জানিনা এবার!

ও গভীর স্নেহ ভরে,   চাহিতে যাহার পরে,

তারি নামে এই লও মোর উপহার!

এ শুধু তোমারি তরে,   এনেছি যতন করে,

হৃদয়ের আদরিণী স্মৃতি অশোকার।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অশোকা আমার	১
আহ্বানগীতি	৫
আমার জীবন	৯
ভুলে যাওয়া	১১
শৈশব স্মৃতি	১২
অন্ধের কাহিনী	১৯
দু'দিনে	২২
স্বপনে	২৫
অতীত	২৭
সমাধি	২৯
চিঠির আশা	৩১
পত্র পাইয়া	৩৪
নব বিধবা	৩৭
অমিয়া	৩৯
শেষ	৪১
আবার	৪২
বঙ্কিমচন্দ্র	৪৩
জোৎস্না-নিশীথে	৪৮

বিষয় পৃষ্ঠা

হীরকাঙ্গুরী ৫০
একটী শিশুর প্রতি ৫৩
মা ৫৫
পাখী ৬০
নববর্ষ ৬২
জাগ্রত স্বপ্ন ৬৬
খোকার বিদায় ৬৯
একটি কথা ৭২
বিষাঙ্গুরীয়
আয়েসা ৭৩
একটি কিরণ ৭৫
বিলাপ ৭৬
চন্দ্রাবলী ৮৫
চ'লে যাবে ৮৮
ঘুমন্ত প্রকৃতি ৯১
আজি ৯৪
কবিতা ৯৭
সমীরের প্রতি যূঁথী ১০৫
শকুন্তলা ১০৮
অন্নপূর্ণা ১১০
স্মৃতিচিহ্ন ১১৩
একটী শৈশব সঙ্গিনীর প্রতি ১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাণী	১২২
আকাশ কুসুম	১২৬
অমিয়া	১২৭
কেন রে	১২৯
আমার স্বপ্ন	১৩০
মৃত্যু	১৩৩
একাদশী	১৪০
বঙ্কিমচন্দ্র	
কৃষ্ণকান্তের উইল	
গোবিন্দলাল	১৪৩
চন্দ্রশেখর	
প্রতাপ	১৪৪
চন্দ্রশেখর	১৪৫
বিষবৃক্ষ	
নগেন্দ্র	১৪৬
দেবেন্দ্র	১৪৭
কপালকুণ্ডলা	
নবকুমার	১৪৮
মৃণালিনী	
হেমচন্দ্র	১৪৯
পশুপতি	১৫০

বিষয় | পৃষ্ঠা

আনন্দমঠ

জীবানন্দ ১৫১
মহেন্দ্র ১৫২

দুর্গেশনন্দিনী

জগৎ সিংহ ১৫৩
ওসমান ১৫৪

দেবী-চৌধুরাণী

ব্রজেশ্বর ১৫৫

রজনী

অমরনাথ ১৫৬
শচীন্দ্র ১৫৭

সীতারাম

সীতারাম ১৫৮
বনবাস ১৫৯
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুন ১৬১
যেতে যেতে ১৬৫
অষ্ট বর্ষ ১৬৭
পরিত্যক্তা ১৭৩
গ্রাম্যপথ ১৭৪
দ্বিপ্রহরে ১৭৭
সন্ধ্যায় ১৭৮

বিষয় পৃষ্ঠা

পথের পথিক ১৭৯
পারুলের প্রতি ১৮১
বিদেশী কবিতা
P. B. Shelley
The Cloud ১৮৪
On a dead Violet ১৮৯
T. Moore
The light of other days ১৯০
Longfellow
The rainy-day ১৯২
T. Hood
The death-bed ১৯৩
C. Lamb
The Old Familiar Faces ১৯৫
Heine ১৯৮
Heine ১৯৯
Burns ২০০
Goethe
In absence ২০২
Byron
I saw thee weep ২০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
Frances Ridley Havergal	
Trust	২০৫
Frances Ridley Havergal	২০৬
A. L. Barbauld	২০৯
P. B. Shelley	
A dream of the Unknown	২১০
শকুন্তলা	২১৩
আঁখি	২১৭
পূর্ব্ব স্মৃতি	২১৮
একটী শিশুর প্রতি	২২০
রাজর্ষি জনক সীতার প্রতি	২২২
সন্তোষ	২২৩
নিদাঘ-মধ্যাহ্ন	২২৫
মাধবীকঙ্কন	২২৭
ভুলা যায়	২২৯
মতিঝরণ	২৩০
মাধবীলতা	২৩৪
ভুলনা আমায়	২৩৬
নদী তীরে	২৩৯
বিস্মৃত স্বপ্ন (কমলা)	২৪৩
ভালবাসা	২৪৬
গান শোনা	২৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমি ও তুমি … … …	২৫১
প্রশ্ন … … …	২৫২
কাল রাত্রি … … …	২৫৪
বুলু … … …	২৫৯
পিতৃস্নেহ … … …	২৬৩
কেন … … …	২৬৪
আঁধার … … …	২৬৬
আমার খুকি … … …	২৬৮
শূন্য প্রাণ … … …	২৭০
তুমিই শিখালে … … …	২৭২

THE CHERRY PRESS.

অশোকা

জন্ম ২২শে ডিসেম্বর : ৯৬।
মৃত্যু ৩০শে অক্টোবর ; ৯৭।

অশোকা আমার।

কে তোরে পাঠায়েছিল সোনার স্বরগ হ'তে,
ধরণীর ধূলিভরা এই মর ক্ষুদ্র পথে।
আসিয়া ছড়ায়ে গেলি স্বর্গের কুসুমহাসি,
এই শুষ্ক মরু-বুকে অনন্ত স্নেহের রাশি!
জাগাইয়া গেলি প্রাণে স্বর্গের অমৃতকণা,
বিশ্বাসের নবালোকে পাইলাম কি সান্ত্বনা!
তুই কি ধরার ছিলি? আমার নয়নতারা ;
পলকে প্রলয় হ'ত, না হেরিয়ে আত্মহারা।
আজ ত গেছিস চলে, সয়ে আছি দিনরাত,
পাষাণহৃদয়ে কত বহে যায় ঝঞ্ঝাবাত।
শুষ্ক-আঁখি ম্লানমুখে নিস্তব্ধ আকাশে চেয়ে,
একলা কত না নিশি জাগরণে যায় বয়ে।

চাহিয়া অসংখ্য ওই সোনার তারকা-ফুলে,
স্বর্গের সোনার রাজ্য, আঁখে যেন জাগে ভুলে।
মনে হয়, অত স্নেহ, সেই কচি-বুক-ভরা,
কি করে কাটায় দিন আজ মোরে হয়ে হারা।
সেই দুটি স্নিগ্ধ চোক, স্নেহের অমৃতখনি,
শেষ দৃষ্টি রেখে গেছ, আমার নয়নমণি।
ভুলিব কি কখনও?—স্বপনে না ভুলা যায়,
অশোকা! হারান ধন! থাক সুখে অমরায়।
আপন পুণ্যের বলে জননীরে ডাকিবে না?
মা-নাম শুনার সাধ এ জনমে পুরিল না।
যেথা আছ জানি তাহা, স্বর্গের কুসুম তুমি,
রাখিতে ত পারিল না এ দীন মরতভূমি।
আমাদের ভালবাসা, সোহাগ, যতন দিয়া,
বাঁধিতে কি পারিলাম সেই শুভ্র কচি হিয়া?
এ অমূল্য ধন পেয়ে, জানি না কি পাপে এসে,
মা হইয়া শিশুহীন রহিতে হইল শেষে!
শুভ্র কুসুমের মত, প্রভাতে ফুটিয়া, হায়,
পরশিলে রবিকর, অমনিই ঝরে যায়!

সভয়ে, কত না স্নেহে, এত লুকাইয়া রাখি,
কোথায় চলিয়া যায়, পলক ফেলিতে আঁখি!
কোন অভিশাপে আজি সয়ে আছি এ যাতনা?
তৃষিত হৃদয়তলে, সে ছিল অমৃতকণা,—
কে নিল রে কাড়ি হেন, আশার অমৃতখনি,
কে ছিন্ন করিল হেন সর্পের মস্তকমণি।
অন্ধের নয়ন হ'তে, কে নিল রে স্বর্গজ্যোতি,
দুঃখীর হৃদয় হ'তে এ সঞ্চিত সুখস্মৃতি!
শূন্য করে গেল মোর, পূর্ণ ছিল যেই প্রাণ,
কে করিবে দুঃখে শোকে গভীর সান্ত্বনাদান।
যারে হেরে হয়েছিল, সংসার সুখের ঘর,
যারে পেয়ে ভুলেছিনু, অবিশ্বাস, আত্ম-পর,—
কোথা সে সোনার মেয়ে? কি করে ফেলিয়ে যায়,
আমার স্নেহের লতা, পাষাণ হ'লি কি হায়!

অশোকা আমার!

আপন মনের দুঃখে, ভুলে গেছি সুধাময়ি,
কত পুণ্য-ভাগ্য-বলে পেয়েছিনু দণ্ড দুই!

স্বর্গের কুসুম যাহা, কে ফুটাবে মর্ত্ত্যে আনি ?
নিরমল শিশু-হিয়া, সুখে আছে তাহা জানি।
দশটি মাসের মেয়ে, কত খেলা, কত হাসি,
রাখিয়া গিয়েছে বুকে, অনন্ত অমৃতরাশি।
সেই স্মৃতি সুখ মোর, সেই হাসি জ্যোৎস্নাকণা,
এখন(ও) প্রাণের মাঝে, দেয় মোরে কি সান্ত্বনা !
যদিও দুর্ভাগ্যফলে, মা হইয়া শিশুহীন,
তবু মনে স্মৃতিসুখ রবে মোর চিরদিন।
পেয়েছিনু একে একে স্বর্গের কুসুম চার,
গিয়েছে অদৃষ্টদোষে, ইচ্ছা নাই বিধাতার
ফলে ফুলে শোভা করা, এ কথা কি হবে কয়ে,
সকলি সহিয়া আছি, শুধু তাঁরি নাম লয়ে।

অশোকা আমার !

যেথা আছে এই নাও, হৃদয়ের উপহার,
এ শুধু স্নেহের স্মৃতি, আদরিণী মা তোমার !

আহ্বানগীতি।

বাজ বীণা সুমধুর স্বরে!
পুরাণ বিস্মৃত গান,
ভরিয়া উঠুক প্রাণ
তোর এই করুণ ঝঙ্কারে।
গহন শৈলের বুকে,
নির্ঝর আপন সুখে,
বহিয়া আসিছে যেন ছুটে।
সুকুমার ফুলরাশি,
তাহার হিল্লোল আসি,
সারা দেহে উঠিতেছে ফুটে।
রাঙা অধরের ছায়
হাসিরাশি উছলায়,
সৌরভ জড়ায় তার বুকে।
প্রথমে মৃদুল স্বরে,
বাজ তুই ধীরে ধীরে,
আপনার অসীম পুলকে।

সহসা সে বাঁধ টুটি
সহসা উঠিবে ফুটি,
ঘন ঘন করুণ ঝঙ্কার।
যেন মত্ত পাগলিনী
ছুটিতেছে স্রোতস্বিনী,
বাধারাশি মানে না'ক আর!
কবিতা আহ্বান গান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
ডাক তারে সকরুণ স্বরে।
কোথা ইন্দ্রজালময়,
শোভিতেছে সমুদয়,
কোথা সেই কোন মেঘপুরে।
কবিতা চঞ্চলা মেয়ে
কি খেলা খেলিছে গিয়ে
কোন্ সুরবালিকার সনে?
সেথা সে কি এলোকেশে
ছুটিয়া বেড়ায় হেসে,
আঁখে জাগে স্বপন-আবেশ।

কোন্ হৃদয়ের ছায়
লুকাইয়া আছে হায়,
প্রাণে জাগে কার সুররেশ।
ফুটন্ত কুসুমদলে
একেলা বেড়ায় খেলে,
অথবা সে বিহগের গানে।
বাজ বীণা বাজ ধীরে,
তোর এই মধু সুরে
ডাক তারে করুণ আহ্বানে।
একেলা এ সন্ধ্যাবেলা,
ফুরায়ে গিয়েছে খেলা,
আসিবে তোমার হৃদি-ছায়।
খেলা-শ্রান্ত সুকুমার
ক্ষীণ দেহখানি তার
লুকাইও গোপন হিয়ায়।
মৃদুল গুঞ্জন-স্বরে,
কবে তারে ধীরে ধীরে,
মৃদু ঘুমপাড়ানিয়া গান।

তোমার হৃদয়-ছায়
ঘুমায়ে পড়িতে চায়,
চেয়ে চেয়ে শ্রান্ত হ' নয়ান।
তখন যা শিখিবার
দেখে সেই মুখ তার,
শিখে লবে তৃষিত পরাণে।
হৃদয়-বীণার তারে
শুধু সকরুণ-স্বরে
ফুটে গীত কাতর আহ্বানে।

আমার জীবন।

শুষ্ক মরুভূমি সম জীবন উদাস,
একটানা কোন স্রোতে হায়!
চলেছি ভাসিয়া যেন, অসীমা সাগরে
দিকহীন, কিনারা কোথায়?
এ নবীন বিশ্বমাঝে আনন্দের সম,
ছিল প্রাণ পুলকিত অতি।
সহসা দারুণ কোন ঝটিকা-পরশে
নিভিয়াছে আশালোকভাতি।

আমিও নবীন বিশ্বে তোমাদেরি মত,
গাইতাম আশাভরা গান।
যৌবন-পুলক মোর সমস্ত হৃদয়ে,
ছড়াইত তার নব প্রাণ।
শত শোভা হেরিতাম কুসুমের বুকে,
বুঝিতাম মাধুরী তাহার,
এখন জেনেছি হায়, এ কর-পরশে
শোভারাশি থাকে না ক আর।

তাই এ নবীন প্রাণে বিষাদরাগিণী
ফুটে উঠে মর্ম্মভেদ করি।
এ শুধু দুঃখের গীত, অশ্রুজল যেন
হৃদয়ের শোণিতলহরী।
ছিল সাধ, ছিল আশা, হায় কি দুরাশা,
সে সব গিয়েছে কোথা হায়,
এখন ভগনপ্রাণে যেন ভাঙ্গা তরী
চলিয়াছি, কিনারা কোথায়!
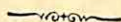
ভুলে যাওয়া।

মনে করে ভুলে গেছি, নেই মনে আর,
যদিও ভাঙ্গিয়া গেছে কুহক-স্বপন,
শুভ্র গগনের বুকে প্রভাত মাঝার
সোনালী ঊষার সেই রঞ্জিত বরণ।
ভুলে গেছি, একখানি শুভ্র আবরণ
স্থির সলিলের বুকে পড়িয়াছে ধীরে,
দুরন্ত হিমানীকালে কুয়াসা মতন
ঢাকিয়াছে শরতের দীপ্ত শশধরে।
মাঝে মাঝে ভাঙ্গে ঘোর, বসন্ত-বাতাস
জাগায় প্রাণের মাঝে হারান বাসনা,
কোন কুসুমের সেই মধুর সুবাস
মরমে জড়িত হয়ে হারায় আপনা।
আমি কোন সুধা পিয়ে মদিরনয়নে,
তুলিতে কুসুম বিধে কণ্টক চরণে।

শৈশবস্মৃতি।

সহসা কেন গো আজি এ বাদল-বায়,
শৈশবের শত কথা জাগিছে হিয়ায়।
এমনি বরষা-দিন আসিত গো সুখে
নিদাঘ-উত্তপ্ত এই ধরণীর বুকে;
শ্যাম শষ্পরাশি আর নবীন পল্লব,
উড়ে ঝরে পড়ে যেত শুষ্ক পাতা সব।
তেমনি ঘটনাচক্রে উড়িয়া ঝরিয়া
কোথা কোন দূরদেশে পড়েছি আসিয়া।
শৈশব-ঘটনাগুলি অতীতের বুকে,
চিত্রিত ছবির মত পড়ে আছে সুখে।
মাঝে মাঝে সংসারের দারুণ আঘাতে,
বুক ফেটে অশ্রুজল আসে আঁখিপাতে।
নাহি এই তৃষাময় যৌবন মাঝার,
দুঃখহীন স্থানটুকু শুধু জুড়াবার।
এ শুধু অতৃপ্তিময় উত্তপ্ত জীবন,
রচিছে মানসপুরে সুখের স্বপন।

তাই যবে ধরণীর তীব্র দুঃখ-বায়
হৃদয় কাতর হয়ে করে হায় হায়,
তখনি সে বিস্মৃতির আবরণ তুলি,
কে যেন দেখায়ে দেয় সে কাহিনীগুলি।
ভুলে যাই দুঃখ, ব্যথা, মুহূর্ত্ত হৃদয়
সেই অতীতের বুকে হয়ে যায় লয়।
এমনি সে বরষার বাদল-বাতাসে
ভাই বোনে ছাদে বসি খেলা মনে আসে।
অন্ধকার করি' ঘর দিনের বেলায়
লুকোচুরি খেলা সেই মনে পড়ে যায়।
ছুটোছুটি খেলা হ'ত, সেথায় আদরে,
বসা'তাম জননীরে মোদের মাঝারে।
শুধু খেলা, শুধু হাসি, নিতি সুখ নব,
সে সব হারায়ে আজি কেন গেল সব!
মনে পড়ে মার সেই হাসিমাখা মুখ,
ঝাঁপায়ে পড়িয়া কোলে কত হ'ত সুখ।
গিয়েছে শৈশব হায়! সাথে করে সব,
লয়ে গেছে আপনার আনন্দবিভব।

মাতৃহারা করে গেছে, লয়ে গেছে মায় !
শুধু সে শৈশব বুকে চিরাঙ্কিত হায় !
ছিল যারা আপনার হৃদয়ের ধন,
কে কোথায় আছে বল কে জানে এখন ?
যারে না মুহূর্ত্ত হেরি জীবন বিফল,
মনে হ'ত ছায়াসম বুঝি এ সকল।
কেহ আছে দূরদেশে, কারো বা মরণ
লয়েছে হরিয়া সেই অমূল্য জীবন।
এ জনমে যারা সবে চলে গেছে একা,
পর-জীবনের পারে পাব বুঝি দেখা—
এই ভেবে চাহিতাম নক্ষত্র মাঝার
কোনটি তাহার মাঝে আঁখি দুটি কার।
কে কোথায় বলেছিল তবু জন্মান্তরে
তারা হয়ে চেয়ে রবে চিরস্নেহভরে।
আজিকেও প্রাণ তাই সহসা ভুলিয়া,
নিবিড় নক্ষত্রময় আকাশে চাহিয়া,
চেয়ে দেখে,—যদি তায় কোন স্নেহ-আঁখি
বরিষে স্নেহের ধারা মোর মুখে রাখি।

শৈশবের খেলা ধূলা সব অবসান,
তবু এ স্মৃতির ছায় ভরে যায় প্রাণ।
প্রাণ যেন দেহ ছাড়ি বালিকার বেশে,
মুহূর্ত্ত শৈশবখেলা খেলাইছে এসে।
চঞ্চল চরণ মুক্ত স্বাধীনতাভরে,
পথে, মাঠে, গৃহদ্বারে যেন খেলা করে।
পিঞ্জর হইতে মুক্ত কাননের পাখী
বেড়ায় গগনদেশে নিজ স্বপ্ন আঁকি,
তেমনি উধাও হয়ে শৈশবের কূলে
একবার দেখে আসে, চেয়ে থাকে ভুলে।
ছিল যারা, তাহাদের নাম ধরে ডাকে,
কেহ কি দিবে না সাড়া যদি কেহ থাকে?
তেমনি আসিয়া ছুটে চাহিবে না মুখে,
তেমনি হৃদয়ভরা অসীম পুলকে?
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, তাই ভুলে যায়,
উন্মত্ত তটিনী সম শৈশববেলায়।
একবার ভেসে যায় যদি পায় দেখা,
কেহ কি তাহার লাগি কাঁদিছে না একা?

প্রাণের সঙ্গিনী ছাড়ি কোন সাথী তার?
ফিরে কি শৈশব পানে চাহেনাক আর।
সে কথা স্বপন সম কোন মায়াদেশে
একখণ্ড মেঘ সম বেড়াইছে ভেসে।
মাঝে মাঝে বিস্মৃতির তুলি আবরণ,
আমারি স্মৃতির এই কনককিরণ
পড়িছে মুখেতে তার, আর কেহ হায়!
ভুলে কি তাহার পানে ফিরেও না চায়?
কোথা গেল সেই হাসি, প্রাণভরা কথা,
যাহাতে কাহারো প্রাণে দেয় নাই ব্যথা!
হাসি মুখ, দেখ, হাসি বলে সব জনা,
একটি সুখের যেন বিজলির কণা
আমাদের অন্ধকার মরুময় বুঝে
উজলি খেলিয়া শুধু বেড়াইছে সুখে।
বিষাদগম্ভীর এই মলিন আনন,
আর কি তাদের চোকে পড়িবে কখন,
তখন কি বুঝিবেক সে হাসি কোথায়,
বজ্রদগ্ধ একটি গো লতিকার প্রায়

রয়েছি পড়িয়া, হেথা যৌবনের কূলে
কত তৃষাভরা আশা দু' কূলে উছলে।
তবুও ত শুষ্ক, তবু কেন ম্রিয়মাণ
হায় কে বলিবে কেন জুড়ায় না প্রাণ।
প্রত্যেক তরঙ্গে তার কি তুফানরাশি
একেবারে ছিন্নপ্রায় করিতেছে আসি।
শুধু ব্যথা, শুধু দুঃখ, মানব পাষাণ,
তাই এখনও বুঝি সয় এত প্রাণ।
ভুলিবারে বর্ত্তমান প্রাণের বেদনা,
মাঝে মাঝে স্মৃতি-বুকে হেরিতে বাসনা,
শৈশবের সেই খেলা, সেই হাসি গান
ছাইয়া ফেলুক মোর এ বিষণ্ণ প্রাণ।
হৃদয়ের শূন্য এই ভাঙ্গা ভিত্তি পরে,
অঙ্কিত তাহার ছায়া হোক ধীরে ধীরে।
বিজন বনানী মাঝে ভগ্ন-গৃহ-ছায়,
সুধাকর সুধাধারা যেন বরিষায়,
তেমনি উঠুক ফুটে তারি পুণ্যস্মৃতি
আকুল বারিধি সম এ হৃদয় মথি।

ভুলে যাই মুহূর্ত্তও বিষাদের তান
হরষ-হিল্লোল-ভরা শুনি সেই গান;
একবার মনে হোক এ ধরণী সব
শুধু হাসি, খেলিবার আনন্দ বিভব।
আমারও পরাণে নাই দুঃখ ব্যথা, হায়,
হরষে রয়েছি ভোর শৈশব-মায়ায়।
আর শৈশবের স্মৃতি অমূল্য রতন,
উজলি উঠুক মোর আঁধার ভবন।
তারি মাঝে ভুলে যাই বিষাদের সুর,
নয়নে উঠুক জেগে নব সুরপুর।

অন্ধের কাহিনী।

[কোন ইংরাজী কবিতার ছায়া-অনুকরণে]

অন্ধ আমি, জানিনাক সুন্দর জগতে
দেখিবার কি আছে মাধুরী।
জানি না কি শোভা ফুটে উষার আলোতে
শান্ত স্তব্ধ নীলাকাশ'পরি।

আমি আছি আপনার অন্ধকার মাঝে,
স্তব্ধতার শুনি মৃদু গান।
সৌন্দর্য্য শোভা যা কিছু নিখিলে বিরাজে,
তাহে মোর জুড়ায় না প্রাণ।

বলে সবে—শোভাময়ী শ্যামলা ধরণী,
বসন্তের বিকশিত ফুল।
দিন আসে হাসিময় কনকবরণী,
নিশীথের জ্যোছনা অতুল।

স্নেহময় আপনার প্রিয় পরিজন,
মুখগুলি শুধু হাসি-মাখা।
জানি না তাদের মুখ, তাহারা কেমন,
এ জগতে আসিয়াছি একা।

ফেল না আমার তরে নয়নের জল,
কিছু দুঃখ নাহিক আমার।
আঁধার নয়নপ্রান্তে জাগিছে কেবল
নিশিদিন চির অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে যেন দেখিতেছি, হায়,
কোন এক নবীন ভুবন।
জাগিছে শতেক সুখ আঁখির ছায়ায়,
নাহি কোন অভাব বেদন।

গাহিতেছি গীতগুলি প্রাণের হরষে,
নাহি মোর নাহিক বেদনা।
নাহি সুখ, নাহি আশা, এ জগতে এসে
নাহি কোন অপূর্ণ বাসনা।

তোমরা মগন থাক আলোক আঁধারে,
আমি থাকি আপন ছায়ায়।
তোমরা সুন্দর ছবি দেখ রবি-করে,
বিশ্বরূপ আমার হিয়ায়।

দু'দিনে।

কি ক'রে দু' দিনে ভুলা যায়,
আমি কেন পারি না ভুলিতে ?
নিশীথের স্বপ্নপ্রায়, দু' দণ্ডে মিলায়ে যায়
হেরি রবি গগনের পাতে।

সবি হয় দু' দিনে মলিন,
শোক দুঃখ সবি সয়ে যায়।
চোকের আড়াল হ'লে, তাই সবে যায় ভুলে,
পুরাতনে কেহ নাহি চায়।

পুরাতন চাহেনাক তারা,
এ কি সুর লাগে না মধুর।
অনন্ত বিশাল হৃদি, একই ছবি রবে যদি,
কিছুই হবে না ভরপুর।

নিতি চাই নব নব সুখ,
নবীনতা আনন্দ-আলয়।

অতুল মঙ্গলস্পর্শে, পূর্ণ হিয়া নব হর্ষে,
চির নব পুরাতন নয়।

আমি চাই পুরাতন সব,
যাহা গেছে আসিবে না আর।
সেই ত জ্যোছনা আলো, নয়নে না লাগে ভালো,
ছিল যাহা, নাহিক তা আর।

পুরাতন ব্যথা, দুঃখ, সুখ
লুকাইয়া রেখেছি গোপনে ;
মধুর জ্যোছনা-রাতি, কেহ কোথা নাহি সাথী,
একেলা চাহিয়া আনমনে।

শূন্যে চেয়ে তারকা বিহ্বল,
ওরা মোর সাথী পুরাতন।
চেয়ে চেয়ে মোর পানে, কি সুধা ঢালিছে প্রাণে,
ওদের কি ভুলিব কখন ?

বহিতেছে বসন্ত-সমীর,
কোথা হ'তে আসিছে ভাসিয়া—

ওরি সাথে কহি কথা, জাগাই পুরাণ ব্যথা,
পুরাতন যায় নি ভুলিয়া।

এ হৃদয় চির-পুরাতন,
নবীনতা নাহি কোন কালে।
চোকের আড়ালে, হায়, যদি সবে ভুলে যায়,
আমি কেন যাব তারে ভুলে।

স্বপনে।

আজিকে ঘুমের মাঝে স্বপনে হায়,
হারান বিস্মৃত কে সে দেখিনু তায়।
আঁখি দুটি ছল ছল,
গোলাপের রাঙাদল,
সে অধর সুকোমল,
কাঁপিছে হায়!
তেমনি আকুল চোখে যেন সে চায়।

কথনও দেখি সে তার মু'খানি ভুলে,
কথনও চাহিয়া থাকি এলান চুলে।
কভু তার হাতখানি,
থুই এ বুকেতে আনি,
কথন দুইটি বাণী,
হৃদয়-কূলে,
বলা হ'ল নাক, শুধু রহিনু ভুলে।

সে শুধু আকুল চোখে মুখেতে চায়,
অধরে ফোটে না বাণী প্রতিমা-প্রায়।

কত দূরে আছে কোথা,
ভুলে নি আমার কথা,
আমারি বিরহ-ব্যথা,
পরাণে ভায়,
তাই কি দেখাতে মোরে এসেছে হায়!

আয়, প্রাণে আয় মোর স্বপনবালা!
তোমারি রূপের এই লহরী-লীলা।
হৃদয়ের চারি পাশে,
দেখ, শুধু পরকাশে
ওই হাসিটুকু ভাসে
করিয়া খেলা,
আয়, প্রাণে আয় মোর স্বপন-বালা।

অতীত ।
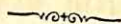
মনে পড়ে অতীতের সুখের কাহিনী,
মনে নেই মাঝে কিছু দুঃখ ছিল তার।
পুলক-কম্পিতস্রোত হৃদয়-রাগিণী,
উছলি মানস-পুরে পড়ে চারি ধার।
মনে পড়ে হাসিগুলি সরল বিমল,
শুভ্র প্রভাতের বুকে রবির কিরণ।
আনন্দপ্রেমেতে ভরা আঁখি ছল ছল,
দীর্ঘ বিরহের পরে ক্ষণিক মিলন।
মনে নেই বিদায়ের অশ্রুজলরাশি,
মনে আছে দেখা হ'লে চঞ্চল নয়ন।
কম্পিত অধর-ছায় শুধু সেই হাসি,
জাগায় হৃদয় মাঝে সুখের স্বপন।
তাই সেই দুঃখহীন সুখের ছায়ায়,
মাঝে মাঝে হিয়া মোর হারাইয়া যায়।

২

মনে নেই, কিন্তু সুখ ছিল মাঝে তার,
দীর্ঘ বিরহের পরে ক্ষণিক মিলনে।

এখনি যাইতে হবে বেলা নাহি আর,
দেখিবার সাধ যেন মিটে না নয়নে।
কথা বলিবারে গেলে বেধে যায় মুখে,
হাসিবারে ব্যথা পায় কোমল অধরে।
কি রুদ্ধ আবেগস্রোত উছলিছে বুকে,
মাঝে মাঝে আঁখিকোণে অশ্রুজল ঝরে।
কিছু বলা হ'লনাক, সবি হায় বাকি,
কত কথা যেন সব ছিল বলিবার।
দেখা হল, তবু কেন তৃপ্ত নয় আঁখি,
সবি যেন ছায়া ছায়া অশ্রুর মাঝার।
এখন হতেছে মনে সেও ভাল হায়,
দেখিয়া যা ডুবিতাম বিষাদ-ছায়ায়।

সমাধি।

এই জাহ্নবীর তীরে সমাধি হয়েছে তার,
ঘুমায় সে নিরজনে, চাহে না সংসারে আর।
কত শোক অশ্রুজল, পড়িয়াছে ভস্ম মাঝে,
সে তখন ঘুমে শ্রান্ত, সৈকতে ঘুমায়ে আছে।
নাহি প্রিয়জন সেথা, নাহি আপনার কেহ,
গভীর স্তব্ধতা মাঝে, তাহার সাধের গেহ।
নিদাঘের রবিকর বরষে কিরণধারা,
বরষায় স্নিগ্ধ হয় তার সে হৃদয় সারা।
শরতের সুবিমল চাঁদের কিরণরাশি,
শ্যামল সমাধি'পরে ধীরে ধীরে পড়ে আসি।

হেমন্ত কুয়াসা দিয়ে তনু তার ছায় ধীরে,
শীতের নীহাররাশি খেলে আসি তার 'পরে।
বসন্ত মধুরবেশে আসি তার দগ্ধ বুকে,
বনের কুসুমগুলি সাজাইয়া দেয় সুখে।
এমনি আপন ভাবে বিজন-সমাধি-ছায়,
রয়েছে ঘুমেতে শ্রান্ত যুঝি এ সংসার হায়।

স্বরগের পরী মেয়ে ধীরে ধীরে গায় গান,
অলক্ষ্যে আসিয়া তাহা পরশে তাহার প্রাণ।
অনন্ত যশের আলো রবির কিরণ প্রায়,
আলোকিত করে আছে তার সে সমাধি-ছায়।
এমনি সে শ্রান্তভাবে বিজন সমাধি'পরে,
ঘুমাইছে শ্রান্তভাবে, চাহেনাক এ সংসারে।

চিঠির আশা।

রোজি আশা পথ চাই, চিঠি কই আসে নাই,
আজ যদি নাহি পাই, ভাবি পাব কাল,
দিন আসে, দিন যায়, কত চিঠি আসে যায়,
বুঝিতে পারি না হায়, তোমার খেয়াল।
নবীন স্বপনে কোন, মগন রয়েছ যেন,
তাই অবহেলা হেন, করিতেছ বুঝি!
প্রভাতে চিঠির আশে কাজ ফেলে থাকি বসে;
এরি মাঝে যদি আসে, তাই ভেবে খুঁজি।
তুমি ত নবীন প্রাতে, বসিয়া রয়েছ ছাতে
আকুল হিয়ার পাতে নবীন কল্পনা।
সমুখে সরসীজলে, কনক কিরণ জ্বলে
তাহারই গভীর তলে, ভাসিছে বাসনা।
ছাদের উপরে আসি, ঘন তরুশাখারাশি,
ছায়াময় করে আসি, মধ্যাহ্ন ভীষণ,
তুমি চেয়ে আন-মনে, দেখিছ কি ফুলবনে,
অথবা কাহার ধ্যানে হৃদয় মগন।

অশোকা

আর আমি হেথা হায়,
এ নবীন বরষায়,
হৃদয়ে বিরহ ভায়,
পথ চেয়ে থাকি।
দেখা শোনা হবে না ত
চিঠি পাই খানকত
তাহে পূর্ণ মনোরথ
তুমি বুঝিবে কি ?
তার পর বেলা যায়,
চিঠি আসেনাক হায়,
পূর্ণ হৃদি নিরাশায়,
থাকি আনমনে।
দুটি ছত্র লেখা, তা কি
লিখে করিবে না সুখী ?
বুঝেছি সকলি ফাঁকি
ঢাকা আবরণে।
নিঝুম মধ্যাহ্নকালে,
একেলা নদীর কূলে,
ঘন সেই তরুমূলে
শুধু বসে থাকি।
উপরে সুনীলাকাশে,
শুভ্র মেঘছায়া ভাসে,
কোন স্বপ্নে মগ্ন শেষে
এ অলস আঁখি।
চেয়ে দেখি পর পারে
ঘন নীল শৈল পরে,
কনক কিরণ থরে,
সাজাতেছে রবি।
গাছ পালা উপবনে,
ঘন অশ্রুবরিষণে,
বরষা জাগাল প্রাণে,
মুকুতার ছবি।
আর সেই নদীতীরে,
বায়ু বহে ধীরে ধীরে,
জাগায় প্রাণের পরে
অলস কল্পনা।

যেন সেই মেঘস্তরে
ভাসিয়া যাইব ধীরে
তোমার প্রাসাদ পরে
মিটাতে বাসনা।
লুকায় সে তরু ছায়,
দেখিয়া আসিব হায়
কি ভাব হিয়ায় ভায়
কি ভাবে মগন।
সহসা কি মুখ তুলে,
চাহিয়া দেখিবে ভুলে
সহসা আঁখির কূলে
সকল স্বপন।
এমনি মধ্যাহ্নে হায়,
কত আশা প্রাণে ভায়,
ভুলে যাই নিরাশায়
সবি যাই ভুলে।
নবীন কল্পনা-দেশে,
একেলা বেড়াই ভেসে
কোন স্বপ্নরাজ্য এসে
জাগে আঁখি-কূলে।
প্রভাতে সে ঘোর যায়
পূর্ণ প্রাণে নিরাশায়,
চিঠি আসিবে না হায়,
পথ চেয়ে থাকি।
একটি একটি করে,
চিঠিগুলি লয়ে করে
খুঁজে গো আশার ভরে,
এ তৃষিত আঁখি।
দুটি ছত্র লেখা, তা কি
লিখে করিবে না সুখী,
বুঝেছি সকলি ফাঁকি
ঢাকা আবরণে।
মধুর প্রভাত হায়
চিঠির আশায় যায়
কাল তো পাবই তায়
এই আশা প্রাণে।

পত্র পাইয়া।

প্রতিদিন চেয়ে থাকি পত্রের আশায়,
দিন পর আসে নব দিন;
প্রভাতের নব রবি মেঘেতে মিলায়,
আশা হয় মনেতে বিলীন।
দিবানিশি ঘোর ঘটা গগনের ছায়,
ঝম ঝম পড়ে বৃষ্টিধারা।
আমি জানি, আজ নয় কাল পাব তায়,
এইরূপে কাটে দিন সারা।

সহসা আজিকে এই মধুর প্রভাতে,
কোথা হ'তে এল লিপিখানি।
কি যে মধু ঝরিতেছে প্রত্যেক লেখাতে,
কি সে হর্ষ পরাণে না জানি।
একবার দুইবার পুন আর বার
পড়ে তারে রাখিনু যতনে।
সে যে গো নিঠুর অতি নহে পুন আর
কাঁদাইতে সাধ যায় মনে।

আছে তার বহু কাজ, আছে প্রিয়জন,
তার মাঝে আমি ক্ষুদ্র হায়।
তাহার পরাণ আছে কি ভাবে মগন
কত স্বপ্ন সে মধু হিয়ায়।
সে কি জানে এই তার ক্ষুদ্র লিপিখানি,
এনেছে সে পরশ তাহার।
একটি অক্ষর যেন তার মধু বাণী
ঢালে সুধা পরাণে আমার।

নব বরষার এই বাদল বাতাসে,
জেগে উঠে স্মৃতির স্বপন।
ঘন অন্ধকার এই অসীম আকাশে,
চেয়ে থাকে দুইটি নয়ন।
বিরহের তীরে যেন একেলা উদাসী,
ফিরিতেছে কাহার আশায়।
কার সেই মুখখানি আর মধু হাসি,
জাগে এই অশান্ত হিয়ায়।

নয়নের অন্তরালে সবে ভুলে যায়,
তাই এত লেখার সাধনা।
মনে আছে কি না আছে সন্দেহেতে হায়,
দেখিবারে লেখার বাসনা।
সেই "ভালবাসা জেনো" কথার মাঝার
হেরি যেন সে প্রেম-আনন।
এটুকু অদেয় সখি! আজিকে তোমার,
তাই যাচি ভিখারী মতন।
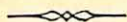
নব বিধবা।

১

বিধবা সে, এখনও কচি দুটি হাতে
সোনার বলয় আর লোহাগাছি তার,
কে এমন নিকরুণ আছে এ ধরাতে
খুলে লবে চিহ্নটুকু রাখিবে না আর?
এখনো ললাটে ক্ষুদ্র সিঁথির মাঝারে,
সধবার চিহ্ন শোভে রক্তিম সিন্দূর।
কে এমন দয়াহীন আছে ধরা 'পরে,
খুলে ল'য়ে কেশরাশি করিবে তা দূর?
এখন(ও) বালিকা, সবে বসন্ত-মুকুল,
এই সবে যৌবনেতে হয় ফুটি ফুটি,
এই সবে ভরা নদী ভাসাবে দু' কূল—
এরি মাঝে সুখ-স্বপ্ন গেল হায় টুটি?
ক্ষুদ্রলতা তরুবুকে জড়ায় আদরে
দারুণ ঝটিকা এসে ফেলে ধূলি 'পরে।

২

বলে দাও ভগবান্ করুণা-নিদান,
কার মুখপানে চেয়ে জীবনতরণী—

বহে যাবে, কারে হেরে জুড়াইবে প্রাণ,
বঙ্গবধূ, স্বামী তার নয়নের মণি।
শিশু বালা বয়সের সে জানে না পথ,
জননী নিজেই শিশু রহিবে কেমনে।
কে তাদের হাতে ধরে দেখাবে জগৎ ?
অভাগীর সব সুখ মিশাল স্বপনে।
এই জগতের সুখ কোথা ভগবান,
শুনিছ কি অবিরত দুঃখীর ক্রন্দন,
বুঝিছ কি, কি দুঃখেতে ফেটে যায় প্রাণ ?
তোমারেই অবিরত করিছে স্মরণ।
পতিহীনা বালিকা সে কর হানি' বুকে,
অশ্রুজলে ভাসে, তবু ডাকে তোমা দুখে।

অমিয়া।*

খেলাতে গিয়েছে মেয়ে, আসে নাই ঘরে,
কোথা গেল সবে চায়— পথ ঘাট দেখে যায়,
দেখিতেছে প্রতি সেই কক্ষের ভিতরে।
কোথায় লুকায়ে আছে, এখনি আসিবে কাছে,
এখনি জাগিবে কক্ষ হাসির লহরে।
বিধবার জুড়াবার সে বিনে নাহিক আর,
বেঁচে আছে দুই মাস তারে বুকে ক'রে।

সকলে ব্যাকুল হয়ে চারি দিক চায়,
দাস দাসী পরিজন, সবার আকুল মন,
অমঙ্গল-ছায়া যেন চারি দিকে ভায়।
মা তাহার আত্মহারা, চাহিছে পাগলপারা,
নয়নের জ্যোতি তার নিভে বুঝি যায়।
তৃষায় ব্যাকুল হয়ে একজন দাস গিয়ে
তুলিতে গিয়াছে জল উদ্যানে কুয়ায়।

---

* আমার স্নেহের বোন ৺ অম্বুজ ১৭ বৎসর বয়সে আষাঢ় মাসে বিধবা হয়। ভাদ্র মাসে তার সর্ব্বস্বধন বালিকাটি কুয়ায় ডুবিয়া যায়। সেই শোকে সেও আর নাই।

হাহাকার করি সে যে পড়ে ধরা'পরে,
ছুটিয়া আকুল হয়ে, সকলে দেখিল চেয়ে
গৃহস্থের সরবস্ব সলিল ভিতরে।
তুলি সে কনক-কায়, বাঁচাবারে সবে চায়,
কচি প্রাণ কোথা দিয়ে গেছে স্বর্গপুরে।
সতের বৎসরে হায়, বিধবা সে এ ধরায়,
বুকচেরা ধনটুকু কে নিল রে হরে!

অমিয়া মা আমাদের হৃদয়-রতন!
সোহাগের নাম ধরে, দু' দিন ডাকিনি তোরে,
কোথায় চলিয়ে গেলি মেলিতে নয়ন?
দুটি বছরের তরে, এসেছিলি ধরা'পরে,
দেখাবারে সে মাধুরী স্বরগশোভন।
সেই কাল চোখ দুটি, মরমে রয়েছে ফুটি,
সেই চারু হাসিরাশি স্বপন যেমন।

শেষ।

সকলি ফুরাল,
জীবনের পূর্ণ দিনে ঝরিয়া পড়িল,
কোথা বসন্তের কালে, আলো করা ফলে ফুলে,
জ্যোছনার দীপ্ত আভা মেঘেতে ডুবিল।
ললিত লতিকা ধীরে, ঘিরে ছিল তরুবরে,
আহা সে তরুরে তার কে ছিন্ন করিল?
ধূলিতে আছিল পড়ে, ক্ষুদ্র ফুল বুকে ধরে,
নিঠুর কালের স্পর্শে সেও যে ঝরিল।
কত সবে কচি বুকে, মলিন শুকায় দুঃখে,
একে একে সাধ আশা অকালে নিভিল।
সেও তাই ভগ্ন-প্রাণে, মিলিতে তাদের সনে,
চলে গেল, বুঝি তার হৃদি জুড়াইল।

আবার।

তুমি কেন ডাকিলে আবার?
ভুলেছিনু হৃদয়ের সুর,
আবার নবীন প্রাণে, চেয়ে মোর মুখপানে,
জাগাইছ কোন মায়াপুর।

চলে যাই আপনার মনে,
কেন তুমি ডাকিছ আবার—
নবীন পুলক ভরা, তোমার হৃদয় সারা,
আজ পুনঃ হবে কি আমার?

হবে কি সে নবীন ভুবন,
তেমনি আশার আলোময়,
শুকান তরুর মূলে, পুনঃ কি ছাইবে ফুলে,
হাসি ভরা হবে সমুদয়?

থাক তবে তা যদি না হয়,
ভাঙ্গা প্রাণে থাকিব একেলা।
শুধু দু' দণ্ডের তরে, চাহিবে মুখের পরে,
নিমেষেই ফুরাইবে খেলা।

বঙ্কিমচন্দ্র।

নাহিক বঙ্কিম আজি সহসা শুনিনু হায়,
পথে ঘাটে এ কি কথা সমীরে ভাসিয়া যায়।
জরা-জীর্ণ অবসন্ন তেয়াগিয়া ছার তনু,
পবিত্র অনল-স্পর্শে হ'ল অণু পরমাণু।
বিমল পুণ্যের সম পূত জাহ্নবীর ধারা,
লয়েছে হরষে বুকে সেই ভস্মরাশি সারা।
প্রদীপ্ত চিতার বুকে অনলশিখার প্রায়,
দেহ ছাড়ি আত্মা তাঁর স্বর্গ মুখে আজি ধায়।
একটি জ্যোতির কণা স্নিগ্ধ রবিকররাশি,
যশের আলোকে ভরা মুখে পুণ্য প্রীতি-হাসি।
ধরণীর ধন রত্ন প্রিয়জন আপনার,
সকলেই আছে পড়ে মলিন ধূলাই সার।
হাতে লয়ে অতি প্রিয় সাধের সে বীণাখানি,
সঁপিয়াছিলেন যাহা সাদরেতে বীণাপাণি।
শুভ্র কেশরাশি আর উন্নত ললাট ছায়,
মহত্ত্ব গরিমা তাঁর ফুটিতেছে প্রতিভায়।

অশোকা

আয়ত নয়ন সেই
আপনার কল্পনায়
এখনও দীপ্তিময়
জ্ঞান-অন্বেষণে যেন
শুভ্র রবিকরে গাঁথা
একটি জ্যোতির কণা
শুনি এ বিষাদগাথা
কেন হাহাকার করি
এ যে গো পঙ্কিল শুধু
দেব-আত্মা তাই যায়
নাহিক বঙ্কিম, চেয়ে
শত শত ছায়াপথ
শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি
শুনাতে যেতেছে যেন
তারকা রয়েছে চেয়ে
কি যেন বিস্ময়ে ভরা
স্বর্গের দুয়ারে তারা
গাহিছে মধুর স্বরে

বিশাল সাহিত্যাকাশে
যে শকতি পরকাশে।
তেমনি নয়নতারা
খুঁজিবে স্বরগ সারা।
বিচিত্র বসন গায়,
চলিলেন অমরায়।
চোকে কেন আসে জল,
কাঁদে হৃদি দুবরল ?
হয়েছে ধরণী সারা,
ছাড়িয়া সে দেহ-কারা।
দেখিলাম নীলাম্বরে,
সাজাইছে থরে থরে।
বনের বিহগ পারা,
আনন্দহিল্লোলধারা।
ক্ষুদ্র দেববালাগুলি,
আকুল নয়ন মেলি,
মুখে ভরা পুণ্য প্রীতি,
সেথা আবাহনগীতি।

সহসা অনলশিখা গগন পরশে ধীরে,
একটি জ্যোতির কণা ভেসে আসে তার 'পরে।
মেঘেরা সুখেতে সারা যতনে লইল বুকে,
চলিল উধাও হয়ে সুদূরে স্বরগ মুখে।
হাতে লয়ে পুষ্পরাশি ছড়াইয়া ছায়াপথে
আবাহনগীতি গেয়ে দেববালা চলে সাথে।
সহসা খুলিয়া গেল স্বরগ-প্রবেশ-দ্বার
দেববালা দেবশিশু ঘিরে তার চারি ধার।
দেখেন বিস্ময়ে চেয়ে স্বরগ স্বপন একি
অথবা কল্পনা মুগ্ধ মানস স্বপন দেখি।
বিচিত্র কুসুমে ঘেরা চারু বনপথ তার,
বিকশিত পারিজাত ফুটে আছে চারিধার।
কুসুম সুরভিরাশি আদরে লইয়া বুকে
মলয় অধীর হয়ে ছুটিছে আকুল সুখে।
দূরে বাজে দেববীণা গীতধ্বনি অপ্সরার
সমীর পরশে যেন বাজিছে হৃদয়ে তাঁর।
বসন্তের বিকশিত ফুলময় উপবনে,
আনন্দহিল্লোলধারা জাগাইছে দু' নয়নে।

অশোকা

অজানা কি ভাব-ভরে যেন হৃদি মাতোয়ারা,
অমৃত পরশ যেন জেগেছে পরাণে সারা।
দেখিছেন ভাবে ভোর কোন্ পথে লয়ে যায়,
বিকশিত উপবন শোভিতেছে তরুছায়।
ঘন শ্যাম পুষ্পরাশি তাহার কোমল বুকে,
ফুটিয়া কুসুম কত হাসিছে আকুল সুখে।
প্রতি ফুলে যেন ক্ষুদ্র মুখগুলি শোভা পায়,
স্বরগের ফুলে বুঝি খেলে দেববালিকায়।
শত রবি শশী জিনি দীপ্তিময় উপবন,
স্নিগধ আলোকধারা পরশিছে দু' নয়ন।
তারি মাঝে শোভা পায় মানস সরসীখানি,
কমল-আসন 'পরে বসেছেন বীণাপাণি।
কনককমল দলে ছেয়েছে সরসী-বারি,
প্রতি ফুলে এক এক মানস-কুমার তাঁরি।
যেন সেই নিরজনে আপন মাধুরী লয়ে,
দিয়েছেন একে একে তাদের সকলে ছেয়ে।
আজিকে হরষে রাণী চাহিছেন পথ ছায়,
মানস-কুমার তাঁর আসিছেন অমরায়।

সহসা সমীরস্রোতে
ভেসে আসে গীতধারা,
পুলকে উঠিল কেঁপে
তাঁহার হৃদয় সারা।
কত বরষের সেই
হারাণ কুমার তাঁর
আসিছেন গৃহে ফিরি,
চোখে বহে অশ্রুধার।
"এসেছে বঙ্কিম, দেখ,
চেয়ে দেখ বীণাপাণি,
যার পথ চেয়ে তুমি
এত দিন ছিলে রাণি।"
আসিছে মধুর গীতি
দেববালা চারিধার,
মাঝেতে জ্যোতির কণা
মানস-কুমার তাঁর।
ছুটিয়া জ্যোতির বিন্দু
মিশিল জ্যোতির বুকে,
যেন আপনার গৃহ
চিনিল অসীম সুখে।

জ্যোস্না-নিশীথে।

১

নীরবে চাহিয়া আছি মুক্ত বাতায়নে,
উজল জ্যোছনা-ধারা
রজতের স্রোত পারা
ঢলিয়া পড়েছে যেন ধরণী-শয়নে,
বিকশিত তারাফুল গগনপ্রাঙ্গনে।

২

থেকে থেকে পুলকিত বসন্ত-সমীরে,
কি সুবাস নেবু ফুলে,
চেয়ে যেন আছি ভুলে
কার হাসি কার মুখ স্মৃতির দুয়ারে!
ঘুমন্ত কোকিল দূরে ঝঙ্কারে মধুরে।

৩

দূর হ'তে বহি আসে মৃদু কলধ্বনি,
নদীর অলস প্রাণ
ঘুমপাড়ানিয়া গান
প্রকৃতির লাগি বুঝি গাহিছে অমনি,
থেকে থেকে ভেসে আসে মৃদু কলধ্বনি।

৪

স্বপনের মত কোন মধুর আবেশে,
চলে যাই কত দূরে
কোন মধুময় পুরে
আম্রচ্ছায় ঘেরা সেই ছাদের পারশে,
এখনো তেমনি সে কি আছে মোর আশে ?

হীরকাঙ্গুরী।

(উপকথা হইতে)

একটি অঙ্গুরী শুধু চেয়ে আছি তার পানে,
অতীতের শত কথা সবি শুধু এই জানে।
জানি না কেমন বিয়ে, মিলে নাই চোকে চোকে,
হাতে হাত মালা দিয়ে কে সে জানিনাক তাকে।
সেই অপরূপ স্পর্শে হেরিলাম রূপ কার,
প্রেমের মন্দিরে মোর একমাত্র দেবতার।
বসনে নয়ন ঢাকা তবু দেখিলাম তায়
সেই দুটি স্নিগ্ধ চোকে যেন মোর পানে চায়।
কে বলিবে কেমন সে বাসরেতে জাগরণ
একেলা রহিনু হায়— দেখিলাম স্বপ্ন কোন্।
যেন সেই ফুলে ঘেরা সুকোমল শয্যাপরে,
শোভিতেছে গৃহ আজি সুবাসিত দীপ থরে,
কে আমার হরষেতে চাহিছে মুখের পানে,
এমনি সে বাসরেতে কাটে নিশি জাগরণে।
তার পর দিন যায় মাস যায় বর্ষ যায়
প্রভাতের পরে আসে নূতন প্রভাত হায়!

একেলা কাহার আশে চেয়ে আছি পথ পানে
মরম-বারতা মোর শুধু এ অঙ্গুরী জানে।
মানবের সাথে মোর হয় নাই পরিণয়,
অঙ্গুরী আমার প্রাণ ঘিরে আছে সমুদয়।
কে জানে কেমন বিয়ে, প্রণয় দেবতা কে সে,
কবে জানিনাক হায় দাঁড়াবে নিকটে এসে।
সেই যদি আসে শেষে, আহা যেন তাই হয়,
যাহার মধুর রূপে ভরে আছে সমুদয়।
এখন আশার আশে যায় বুঝি এ জীবন,
বুঝি গো পলকে মোর ভেঙ্গে যাবে সে স্বপন।
সে যদি না হয় তবে আর কেহ নাহি আসে,
তাহারি ধ্যানেতে মোর এ জীবন যাবে শেষে।
স্বরগের দেবতা সে স্বরগেতে তার বাস,
কি করে ধরার মাঝে হইবে সে পরকাশ।
আমি দীন ক্ষুদ্র নারী হৃদি ভরা আকাঙ্ক্ষায়
তাহার চরণ দুটি পূজিতেছি কল্পনায়।
আর কেহ এসে যেন ভাঙ্গেনাক স্বপ্ন মোর,
কাজ নাই সুখে আর, স্মৃতিতে রহিব ভোর।

প্রেমের মন্দিরে মোর দিবানিশি অশ্রু ধরে,
জাগাব তাহার মূর্ত্তি পাষাণ হৃদয়পরে।

একটি শিশুর প্রতি।

এই সবে ক' মাসের, তবু এত জোর,
ধরিয়ে চুলের মুঠি, হেসে হয় কুটি কুটি,
ডাকাতের মত যেন উপদ্রব তোর।
সহসা দাঁড়ালি এসে, লুঠে নিলি অবশেষে
যাহা কিছু অবশিষ্ট আছিল রে মোর।
সমস্ত হৃদয় যেন তোমারি রাজত্ব হেন,
নহিলে এ ক' মাসেতে কেন এত জোর!

এখনো ফোটেনি কথা, আধ আধ স্বরে,
বনের বিহঙ্গ পারা, গেয়ে গেয়ে হয় সারা,
অফুট কাকলী মাঝে কত সুধা ঝরে।
তাই তাই দুলে দুলে, চলিতে চরণ টলে
মাতালের মত গতি টলমল ক'রে।
কুঞ্চিত কেশের রাশি, মুখে চোকে পড়ে আসি,
কত হাসি শোভে রাঙা দুইটি অধরে।

বুঝিতে পারিনে আমি তোদের জীবনে,
এই কাঁদে এই হাসে, রোদে বৃষ্টিধারা ভাসে,
ইন্দ্রধনু শোভা যেন শোভিছে গগনে।
কোন সুরপুর হ'তে আসিলি এ ধরাপথে,
তাইতে "সুরেন" নাম রাখিনু যতনে।
আশীর্ব্বাদ করি তোরে যেন .চির দিন তরে
লেখা থাকে তোর নাম অক্ষয় লেখনে।

মা।

কোন পুণ্যময়ী সেই শান্ত অমরায়,
জগৎ-জননী-কোলে শান্তির ছায়ায়,
আজি কে রয়েছ মাগো কোথা কত দূরে,
কি কথা পশে গো কানে কোন্ স্নেহস্বরে।
একবার সাধ যায় সেই ম্লান মুখে
দেখিতে হাসির ছায়া ভাসিতেছে সুখে,
কত দুঃখ কত রোগ সয়েছ ধরায়,
সেথা ত শান্তির মাঝে আছ অমরায়।
ভুলে গেছি সেই মুখ, পড়েনাক মনে,
শুধু ছায়াসম ভাসে স্মৃতির নয়নে।
একে একে সেই তব সুধাময়ী বাণী
এখনো প্রাণের মাঝে ধ্বনিছে জননী!
দুরন্ত সংসারস্রোতে ভাসিতেছি হায়,
কি তীব্র ঝটিকা ঝঞ্ঝা চারি দিকে ধায়!
তখন কাতর দুঃখে সজল নয়ান,
মনে পড়ে তোমার সে স্নেহের বয়ান।

একটু বাজিলে ব্যথা টেনে ল'তে বুকে,
জানি নাই তখন গো তাই কোন দুখে।
এখনো পড়িছে মনে,—রোগযাতনায়,
পড়ে আছি অচেতনে রোগের শয্যায় ;
যখনি মেলেছি আঁখি পেয়েছি দেখিতে,
বসে আছ ম্লানমুখে সজল-আঁখিতে।
যখন তৃষার তরে চাই মুখ পানে,
অমনি জুড়ায় হিয়া কে সে জলদানে।
কত দিন কত কথা বলেছি তোমায়,
একটু কিছু না পেলে অভিমানে হায়।
আজ তুমি মা আমার কোথা কোন দেশে,
একবার দেখে মোরে যাবেনাক এসে ?
শুধু কি জননী ছিলে এ ধরার মাঝে,
আমারে চাহিতে তুমি সব ক্ষুদ্র কাজে।
মনে পড়ে বিদায়ের সেই শেষ দিন,
এখনো স্মৃতির পটে হয়নি বিলীন।
সেই অশ্রুধারা চোকে, সে কাতর বাণী,
কভু কি মানস-পটে মিলাবে জননী ?

সঁপে দিলে হাতে হাতে দুটি কথা বলে,
সে কথা কি এ জনমে যাইব মা ভুলে?
অভিমানী মেয়ে বলে কত না আদরে,
বলিতে সবার কাছে সোহাগের ভরে।
ভুলে যাব সব ব্যথা, ভুলিবার নয়
জননীর স্নেহরাশি কভু এ ধরায়।
এই সুখময় ধরা গৌরবের ধন
কিছু নয় মার সেই স্নেহের মতন।
ভেসেছি প্রণয় সুখে নাহি সেথা হায়
তেমন মধুর শান্তি প্রেমের ছায়ায়।
আমিও জননী হয়ে লইয়াছি বুকে,
কোলের সন্তান মোর কোলে তুলে সুখে।
বুঝেছি মায়ের স্নেহ সোহাগ যতন
কি করে চাহিয়া র'ত তৃষিত নয়ন।
তাই তুমি বলিতে মা, "বুঝিবি তা হ'লে
মায়ের মতন স্নেহ তুইও মা হ'লে"
হারায়েছি মাতৃস্নেহ শৈশবে আমরা,
কি দারুণ দুঃখ ঘাতে হয়েছি মা সারা।

মা হবার সাধ তাও মেটেনি আমার,
চলে গেছে তারা সব ফুল অমরার।
শুষ্ক হৃদি মরু সম হয়েছে ভীষণ,
কে করিবে এর মাঝে বারিবরিষণ?
তাই প্রাণ বার বার শৈশবের পানে
চাহিছে কাতর হৃদে সজলনয়নে।
আনন্দহিল্লোল-ভরা নবীনতাময়
কোথা গেল আমাদের সেই সমুদয়?
চাহি না জননী হ'তে, চাহি না সংসার,
শিশু হয়ে রব শুধু স্নেহকোলে মার।
আনন্দ-বিবশ প্রাণে প্রভাতে গো হায়
গাহিব মধুর গীত বিহঙ্গের প্রায়।
আসিবে কি সেই দিন? দগ্ধ মরু কাছে
যে আসিবে দগ্ধ হবে শুধু তার মাঝে।
রয়েছ যেথায় মাগো পুণ্য অমরায়
দুঃখ ক্লেশ রোগরাশি নাহিক সেথায়।
একদিন(ও) সুখী তোমা দেখিনি জননী,
কি দারুণ দুঃখভার বহিতে না জানি।

যেথায় গিয়েছো মাগো, সেথা গেলে আর
থাকে না অভাব ব্যথা, ম্লান অশ্রুধার।
আমি চাই শুক্লাম্বরে দীপ্ত তারাগুলি,
ধরা পানে চেয়ে আছে যেন আঁখি মেলি।
তুমিও কি ওরি মাঝে ক্ষুদ্র তারা হয়ে,
দেখিতেছ আমাদের মুখপানে চেয়ে।
সে স্নেহ কি পরলোকে কভু ভুলা যায়,
আবার জননী দেখা পাইব তোমায়।
শেষ দিনে মুদি আঁখি মরণের বুকে,
তোমার কোলেতে মাগো যাব আমি সুখে।
দু' দিনের এ বিরহ, চিরদিন নয়,
তাই এ অশান্ত হিয়া তবু স্থির হয়।
জানি মনে,—পরলোকে হইবে মিলন,
তারি বলে সয়ে আছি বিরহ এমন।

পাখা।

থাক্ থাক্, পাখাখানি করিও না দূর।
ওরি মাঝে জাগে কত
বিষাদের সুর।
ক্ষুদ্র এক শিশু মুখ
প্রভাতের ফুল।
সহসা জাগিয়া প্রাণে
করে দেয় ভুল।
দিন দশ হৃদয়ের
দুরন্ত বাসনা,
এখনো উহারি মাঝে
হারায় আপনা।
ওরে হেরে এখনও
সিক্ত হয় আঁখি।
জীবনের কত সাধ
ছিল ওতে বাকি।
মনে পড়ে সেই দিন
অন্তিম শয্যায়।

সুকুমার ফুল সম
কে পড়িয়া হায়।
একটি পালক ওর
জীবন সঞ্চার।
বুঝি সেই মৃত দেহে
করে বার বার।
শুধু ওই পাখাখানি
একমাত্র স্মৃতি।
জাগাইয়া দেয় তারে
এ হৃদয়ে নিতি।
খসিছে পালকগুলি—
যাক্ খসে যাক্।
তবু ছুঁয়োনাক ওরে
ওইখানে থাক।
তাহার কমল মুখে
জাগাইবে প্রাণে,
তাই তারে ভালবেসে
রাখি ওইখানে।

নববর্ষ ।*

আমি শুনিনু স্বপনে,—

"কোল খালি বল কার, কোল খালি বল কার,
স্মৃতির হিন্দোলা পরে শুয়ে আছে অকাতরে
আহা ও যে কোলভরা খোকা সুকুমার!"
আমারিত কোল খালি, কোন কুসুমের ডালি
কে আনিয়া দেবে দাও কোলেতে আমার।
সে দিনো না নববর্ষে জগৎ জাগিল হর্ষে
কত হাসি কত গান বহে চারিধার।
কত না সে ফুলফল শোভা করে ধরাতল,
আমার নয়ন জ্যোতি হইল আবার।

নববর্ষে গাও গান, কিন্তু রে আমার প্রাণ
সহসা যে শক্তিহীন হয়েছে অসাড়।

---

* মাননীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের ১৩০৩ সালে ভারতীতে "নববর্ষের উক্তি" পড়িয়া, এই কবিতা লিখিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১লা বৈশাখ আমার প্রথম সন্তান আমি হারাই।

সেদিনো পূর্ণিমা আলো সকলে বেসেছে ভালো,
আমারি নয়নতলে মরণ আঁধার।
খুলে যায় স্মৃতিদ্বার— খোকা মোর সুকুমার
ছিন্ন কুসুমের মত কোলেতে আমার—
সে নয়ন ঢল ঢল মুদে কেন আসে বল,
রাঙিমা হারাল কেন অধর তাহার?

নয় সে ত বহুদিন, সেদিনের কথা,
সোনালী ঊষার ঘোর আছিল নয়নে মোর,
জগৎ হরষময়, নাহি কোন ব্যথা।
নব বর্ষে নব গীতি, কত হর্ষ, কত প্রীতি,
বহে যেত হৃদয়ের কূলেতে আমার।
যেন লতা ফুলে ফলে ছিল আহা তরুমূলে
সহসা ঝটিকা শোভা হরিল তাহার।

কোল খালি কারে বল শুনি আরবার,
সে কোল ভরাতে পারে, কে আছে সে ধরাপরে?
আমি জানি শক্তি তারা নাহি বিধাতার।

খুলিলে স্মৃতির দ্বার নব বর্ষে আরবার,
আমারি ত কোল খালি হল বারবার।
এমনি সে বর্ষ নব, সেই তিথি সেই সব,
কোথা সেই কোলভরা খোকাটি আমার।

মনে পড়ে খুলিলে সে স্মৃতির দুয়ার,
কচি প্রাণ গেছে চলে আমি ভাসি অশ্রুজলে,
জনপ্রাণিহীন সেই কক্ষের মাঝার।
নিদ্রা বলে হ'ল মনে, শয্যাপরে সযতনে
শোয়াইয়া স্তনদুগ্ধ দিই মুখে তার।
জানি না এ ধরাতলে কারে সবে মৃত্যু বলে,
কি অক্ষয় শান্তি আছে মাঝেতে যাহার।

তার পর কোল খালি হল রে আমার,
বাহুর বন্ধন ছিঁড়ি লয়ে সবে যায় কাড়ি,
কে শোনে ক্রন্দন কবে সেদিন আবার?
তার পর গেল চলে, ক্রমে ক্রমে আঁখিজলে
মুছিলাম, বাঁধিলাম হৃদয় আমার।

একেলা শুইয়া ছাদে সেই পূর্ণিমার রাতে
চমকি লইতে কোলে চাহি বার বার।

খুলে কাজ নাই মোর স্মৃতির দুয়ার!
একবার দুইবার ক্রমে ক্রমে চারিবার
কোল খালি—সেই শূন্য কে ভরাবে আর?
বিস্মৃতির শান্তিজলে ধুয়ে ফেলি মর্ম্মতলে
সাধ যায় নববর্ষে জাগিব আবার,
আহা! তা হবার নয়, শক্তিহীন সমুদয়,
মরণ-তৃষায় ভরা জীবন আমার।

জাগ্রত স্বপ্ন।

স্বপনে নয়ন আজি ভোর,
সমুখেতে দেখি চেয়ে,
তিনটি কুসুম ধেয়ে
ছুটে এসে পড়ে কোলে মোর।
কেহ বা ধরিয়ে গলে
কহে কথা কত ছলে
চুমিতেছে অধর সোহাগে!
গিয়েছিল কত দূরে
কোন্ সেই স্বর্গপুরে
দেখিতে এসেছে ফিরে মাকে।
বরষের শিশু যে রে
পঞ্চ বর্ষে এল ফিরে,
সে রূপে কি মাধুরী বিকাশ,
আরক্ত কপোলতল,
আঁখি দুটি ছল-ছল,
মূর্ত্তিমান অরুণ প্রকাশ।

কিরণে কিরণরাশি
ছাইছে এ বুকে আসি
গলে ধরে চাহিয়া সম্মুখে,
কুঞ্চিত কেশের দলে
স্থাপিয়া ললাটতলে
শত চুমো দিনু চাঁদমুখে।
তার পর শিশু মোর!
দিন সপ্ত মুখ তোর
দেখেছিনু, আসিলি কি কোলে,
তিন বরষের যে সে
কত কথা কয় হেসে
প্রবাসীরে যায়নিক ভুলে,
মার মুখ প্রাণে জাগে
কহে তাই অনুরাগে
আয় বুকে হারান রতন।
তেমনি নলিন—আঁখি
আজি মোর মুখে রাখি,
স্নেহে ভরে হৃদয় কেমন।

এ কে পুন দেখ চেয়ে
বর্ষকার শিশু ধেয়ে
পড়িতেছে হৃদয়ে কেমন।
আমারি কোলের ছেলে,
আয় বুকে নিই তুলে,
চাঁদমুখে দিই রে চুম্বন।
স্বর্গ হ'তে দেবতারা
পাঠায়ে কি দিল তারা
জুড়াবারে এ দগ্ধ হিয়ায়?
কেহ আয় মোর কোলে,
কেহ বা ধরিছে গলে,
কেহ নাহি ছাড়িবে আমায়।
নয়ন ভরিছে লোরে,
চাহিলাম যেন ফিরে,
হায় হায় ভাঙ্গিল স্বপন!
দেবতা নির্দ্দয় হয়ে
কেন নিলে ফিরাইয়ে
শুষ্ক করি জননী-জীবন।

খোকার বিদায়।

খোকা গেছে কে জানে কোথায়,
আমি আছি পথ চেয়ে হায়!
তার সে খেলেনাগুলি, ধূলিতে হয়েছে ধূলি,
কেবা আর তাদের খেলায়।

খোকা গেছে কোথা কোন্ দেশে,
এক বার চাবেনাক এসে,
সাধের কাপড় তার, পড়ে আছে একধার,
সে কি তুলে লবেনাক হেসে?

খোকা গেছে কোথা কত দূরে,
শূন্য শেজ পালঙ্ক উপরে,
এক পাশ শূন্য রাখি, সেথা হ'তে আসি সে কি,
ঘুমোবে না রজনী-মাঝারে?

খোকা গেছে সে দেশ কোথায়,
কার কোলে রহিয়াছে হায়,

তাহার দুধের বাটি,　　　সাধের ঝিনুক এটি,
ক্ষুধা পেলে কে বা তা যোগায়।

খোকা আজি গেল কোন দেশে,
খেলিতেছে কোন নব বেশে,
কোন স্বরগের পুরে　　　একা বেড়াতেছে ঘুরে,
আধ আধ কথা কয় হেসে!

শান্ত সে কি হবে না কখন,
ঘুমে ঢুলে আসে না নয়ন,
তখন আকুল হয়ে,　　　থাকে বুঝি শুধু চেয়ে,
মনে পড়ে মায়ের আনন!

শত পুষ্প ঘেরা পথ-ছায়,
নাহিক কণ্টকরাশি তায়,
মার স্নেহ-ভরা বুকে,　　　ঘুমাতে যেমন সুখে,
তেমনি কি মিলিবে সেথায়?

আয় তবে, আয়, খোকা আয়,
কোথা মোর অরুণ কোথায়?
আঁধার পরাণে মোর কই সে উষার ঘোর?
অন্ধ আঁখি, কোথা গেল হায়!

একটি কথা।

বড় শ্রান্ত এ জীবনে, পারিনেক আর
দুই দিন এক ভাবে কাটাতে সময়,
সেই একি হাসি খেলা ম্লান অশ্রুধার;
ইহাতে কি শান্ত হয় অশান্ত হৃদয়?
একটি কুহকময় ঘুম-আবরণে
ছেয়েছে আঁখির পাত যেন গো আমার,
সহসা কাহার কণ্ঠ পশিল শ্রবণে,
শুনিনু সে সুধামাখা কথাটি কাহার?
শিরায় শোণিতরাশি হয়েছে চঞ্চল,
কি যেন মদিরা পিয়ে সচেতন প্রাণ,
দেখিনু সে ত্রিদিবের মাধুরী সকল,
ঘুমশেষে কি মধুর সেই জাগরণ!
কিছু নয়—কথা এক তাহারি মাঝার,
এত শক্তি আছে যাহা কোথা নেই আর।

বিষাঙ্গুরীয়।

আয়েসা।

জানি সে হবে না মোর, এ দুরন্ত আশা তবু—
পাষাণে অঙ্কিত যাহা, সে কি হায় যায় কভু!
এমন সুন্দর এই বিকশিত শ্যাম ধরা,
নবীন কুসুমরাশি ফুটিছে আপনা-হারা।
এই প্রাসাদের তলে তটিনী বহিয়া যায়,
কেন আর, ছার তনু রাখিয়া কি হবে হায়!
এই নীল অঙ্গুরীটি— এই মোর প্রাণাধার,
একটি চুম্বনে শেষ, কিছুই রবে না আর।
থাম রে বাসনা তুই, মরণ নাহিক মোর,
তোমারি দারুণ বিষে হরষে রহিব ভোর।
যদি যাই, শুনিবে সে, বাজিবে তাহার বুকে ;
অভিশাপ সম আমি র'ব জেগে তার সুখে।
জানে—ভালবাসি তারে, তারি করি উপাসনা,
সেই ভাল, কেন তবে মরিবার এ বাসনা ?
নারীর হৃদয় বিধি শুধু এ পাষাণ সম,
দাও ঘিরে দাও তবে দুরন্ত হৃদয় মম।

বাসনা মিটিবেনাক, পাব না কথন তায়,
প্রেমের মন্দিরে মোর পূজিব ত কল্পনায়।
তাই থাক, আর কিছু চাহিনা'ক হে দেবতা,
দূর হতে পূজিবার দিও শুধু এ ক্ষমতা।
আত্মহত্যা—ছি ছি! আমি চাহি না কথন তায়,
মরিতেছি পলে পলে মরণেরো সাধ যায়।
মরিলে ত রবেনা'ক, একবারে শেষ হবে,
তবে এ যাতনা, বল, কে আর সহিবে ভবে?
দেখি চেয়ে শুক্লাম্বর শোভে চন্দ্র-তারকায়,
আমি ক্ষুদ্র তারা এক কি করে পাইব তায়!
তাহার জ্যোতির মাঝে আমি ক্ষুদ্র জ্যোতিকণা
সব জ্যোতি হরে ল'ব— কেন মোর এ বাসনা।
চাহি না কিছুই তার, জীবন কাটুক সুখে,
একটি অভাবরাশি বাজে না কথন বুকে।
একটি বুদ্বুদকণা ফুটিয়া সরসী-নীরে,
কেহ না দেখিতে হায়, মিলাইয়া যায় ধীরে।
বনপ্রান্তে শুষ্ক শাখে আমি ক্ষুদ্র ফুল, হায়!
রজনীর অবসানে যাব ঝরে তরুছায়!

একটি কিরণ।

নীরব নিথর নিশি শীত কুয়াসায়,
আঁধার করেছে এই তরু, লতা, বন।
সমুখের নদী-বুকে উঠেছে ফুটিয়া
একখানি পুলকিত কনক-কিরণ।
চারি দিকে ঘন ছায়া কঁপিছে সমীরে,
মাঝে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত মধু হাসিরাশি।
সহসা এ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের পরে,
হারান বিস্মৃত স্মৃতি উঠিতেছে ভাসি।
অমনি আঁধার ছিল হৃদয়ে আমার—
সহসা জোছনারাশি, কোমল আনন,
জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার মাঝার;
সেও শুধু একখণ্ড কনককিরণ!
তার পর দু'দণ্ডের খেলা-অবসান,
শুধু এই দুঃখক্লিষ্ট অন্ধকার প্রাণ।

বিলাপ।

(গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণের।)

মহাভারত হইতে।

সে দুরন্ত রণ-অবসানে, শান্ত এবে কুরু-রণস্থল,
শেষ রবি অস্তে গেছে চলে, মিটিয়াছে বিবাদ সকল।
পুরিয়াছে রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা, সহোদর-হৃদয়-শোণিতে,
ধরাতল নিঃক্ষত্র হয়েছে, সবে যেন মিশেছে ধূলিতে।
পঞ্চ ভাই রাজ-অধীশ্বর, সৈন্যগণ কোথায় এখন,
কেবা আজি করে অভিষেক? কাঁদে পড়ে শূন্য সিংহাসন!
বংশে বাতি দিতে নাই কেহ, ছিন্ন-মাথা পড়ে বংশধর,
হায় হায়! কে শুনেছে কবে হেন অভিষেক ধরা'পর?
সসাগরা ধরণীর পতি যুধিষ্ঠির, বুকে কর হানি,
বালকের মত অবিরত কহিছেন বিলাপের বাণী।
চার ভাই ছল-ছল-আঁখি চেয়ে আছে রণক্ষেত্র পানে,
হৃদয়-আনন্দ-ধন-গুলি লুটিতেছে ধূলির শয়ানে।
কি ঝটিকা কুরু-অন্তঃপুরে— দেখিবেন আজি মহারাণী,
রণক্ষেত্র আপন নয়নে, তুলিবেন পুত্রদেহখানি।

রবি শশী হেরে নাই যারে— কুরুকুলবধূ সব তারা,
রণক্ষেত্র পানে সবে ধেয়ে ছুটিতেছে পাগলিনী পারা।
গান্ধারী পাষাণে বাঁধি বুক এসেছেন সমরপ্রাঙ্গণে,
একে একে শত পুত্রমুখ জেগে তাঁর উঠিল নয়নে।
পার্শ্বে তাঁর দেব বনমালী, পীতাম্বরে ঢাকা তনু তাঁর,
নবজলধর-শ্যাম দেহে, জাগিতেছে মহিমা ছটার।
পরদুঃখে অধীর হৃদয় পঞ্চ ভাই কোথায় এখন,—
সান্ত্বনিতে এসেছেন হেথা গান্ধারীর শোকাকুল মন।
মহারাণী তাঁর পানে চেয়ে, ফেলে শত শোক-অশ্রুজল,
কহিলেন কথা ধীরে ধীরে মুহূর্ত্তও ভুলিয়া সকল।
"হে মধুসূদন দীনাশ্রয় ; দয়াময় দেব ভয়হারী,
কারে দোষ দিব বল আর, এ সকল সবি ত তোমারি।
দেখ আজি কুরু-রণস্থল, মুহূর্ত্তও হৃদয় তোমার
কাঁদিয়া কি উঠিবে না দুখে, বুঝিবে না দুঃখ অনাথার ?
হায় দেব ! কি করিলে বল, শত পুত্র নিলে মোর হরে,
বংশে বাতি দিতে নাই আর, পুত্রহীনা করিলে আমারে।
দেখ দেব পুত্রবধূ মোর কক্ষভ্রষ্ট তারকা যেমন
গ্রহে গ্রহে ঘুরিয়া বেড়ায়, বেড়াতেছে তাহারা তেমন।

রবি শশী দেখে নাই যারে, পথ-মাঝে, দেখ, আজি তারা
লুটিতেছে ধরণী-ধূলায়,— কাঙালিনী পতিপুত্রহারা।
দুর্গম বন্ধুর রণক্ষেত্র শবদেহে হয়েছে শ্মশান,
ক্ষত সব কমল-চরণ, অশ্রুজলে ভাসিছে নয়ান।
শুধু কি নাশিলে কুরুকুল? ক্ষত্রকুল করেছ বিনাশ,
দয়াময়! নরের শোণিতে পুরেছে কি হৃদয়ের আশ?
ওই দেখ ভীষ্ম মহামতি শর 'পরে আছেন শয়ান,
দয়াময়! হেরি এ দুর্গতি ব্যথিত কি হয় না পরাণ?
দেখ ওই দ্রোণ-গুরুদেহ ধূলামাঝে মিশিছে ধূলায়,
কর্ণ শল্য কৃপাচার্য্য—তারা পড়ে আছে অগ্নিশিখাপ্রায়।
পাণ্ডবের বংশের দুলাল অভিমন্যু সুকুমারতনু,
ধূলার মাঝারে, হায় হায়! মিশে তার অণু পরমাণু।
দেখ যত বীর-আভরণে বসুন্ধরা শোভিছে সুন্দর,
কাঞ্চন-কবচ-খড়্গরাশি শোভিতেছে কত তার পর।
অঙ্গদ কেয়ূর কণ্ঠহার, পারিঘ সে শর শরাসন,
থরে থরে সাজায়ে যতনে কে যেন রেখেছে আভরণ।
জগতের শ্রেষ্ঠ বীরকুলে ধরণী লয়েছে বুকে তার,
সুপর্ণ ও গৃধিনীর কুল তাহাদের করিছে আহার।

চন্দনচর্চ্চিত দেহগুলি স্থকোমল শয্যায় কাতর,
আজ কি না শোণিতে মাখান হইয়াছে ধূলায় ধূসর!
শৃগালেরা স্পর্শে বীরদেহ আকর্ষিছে হের কণ্ঠহার,
ভয়াকুল শকুনি গৃধিনী পদশব্দে চায় বার বার।
দেখ দেখ! অনাথিনী নারী পাগলিনী উর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
পতিমুখ চিনিয়া আনিয়া যোজিতেছে কার দেহে হায়!
হের দেব উত্তরা হোথায় হাহাকারে ভাসায় ধরণী,
খুঁজিতেছে প্রাণেশে তাহার, দেখা পেলে কি হবে না জানি।
ভগিনী তোমার পুত্রশোকে আসিতেছে পাগলিনী প্রায়,
আজ তুমি বল দেব! মোরে, কি বলিয়া বুঝাবে তাহায়?
দীনবন্ধু তুমিই কেশব, বলে সবে, কাঙালশরণ,
তাই বুঝি পাষাণের মত রহিয়াছ অটল অমন!”
সহসা পথের মাঝে হায়— দুর্য্যোধন শবদেহ হেরি,
আত্মহারা চেতনা হারায়,— মহারাণী পড়ে তার পরি।
বাস্থদেব ধীরে সেথা বসি করিলেন তাঁহার চেতনা,
গর্জ্জিয়া উঠিলা রাণী রোষে হারাইয়া ফেলিলা আপনা।
কহিলেন, “জানি গো কেশব! চিরদিন শত্রু কুরুকুলে,
পাণ্ডু কুরু বংশে ভেদ নহে কেন আজি হবে এই ভুলে?

শত পুত্র নহে কেন যাবে? যুধিষ্ঠির দয়ার আধার,—
ছলনার কূটমন্ত্ররাশি তুমি বিনা কে শিখাবে আর?
হায়! বৎস উঠ দুর্য্যোধন! কেন তুমি ধরণীধূলায়,
সোনার পালঙ্কে সুখে শুয়ে কুসুমেও ব্যথা পেতে হায়!
শত শত কিঙ্কর তোমায় করিত যে চামরব্যজন,
শোণিতে যে আর্দ্র রণস্থল, গন্ধহীন বহে সমীরণ।
মেল বৎস! মেল আঁখি তব, ভীমের ভাঙ্গহ দর্প আজি,
তারা সবে তব সিংহাসনে বসিবেক রাজসাজে সাজি।
দেখ বৎস! বধূমাতা ওই হাহাকারে পড়িছে ধূলিতে,
উঠ উঠ, চল গৃহমাঝে, অভাগীরে লয়ে চল সাথে।
পুত্রহারা পতিহারা আজি, আর তার কি আছে সম্বল?
ভুলে গেছ জনকে তোমার, তুমি জ্যোতি সে আঁখে কেবল।
ভুলে যাও মোরে ক্ষতি নাই, ভুলনাকো তোমার জনকে,
এক মুষ্টি অন্ন তরে আজি সাধিবারে হবে কত লোকে।
উঠ বৎস, ত্যজ ধরাতল, কাজ নাই রত্নসিংহাসন,
জনক-জননী-স্নেহরাশি আছে তোর ধরায় এখন।
দয়াময় করুণানিদান নিদয় হে কেন মোর প্রতি?
পাণ্ডুবংশ শুধু আপনার, মোরে তাই দিলে এ দুর্গতি।

যদি সতী হই, ধর্ম্মে থাকে মতি, অভিশাপ দিতেছি তোমায়,
জানি তুমি জগৎ-ঈশ্বর— তবু তাহা যাবে না বৃথায়।
যেইরূপে কাঁদালে আমায়, রাখিলে না বংশে দিতে বাতি,
সেইরূপে কাঁদিবে হে তুমি, নিভে যাবে যদুবংশ-ভাতি।”
এত বলি ত্বরিতচরণে দূরে চলি গেল মহারাণী,
ভীষণ সে রণক্ষেত্র মাঝে শেষ কথা হ'ল প্রতিধ্বনি।
স্তম্ভিত হইয়া হৃষীকেশ চাহিয়া আছেন শূন্য পানে,
পাগলিনী বালিকা উত্তরা লুটাইয়া পড়িল চরণে।
চমকিত হইয়া কেশব ভাসিলেন শোক-অশ্রুজলে,
ধরিয়া সে ক্ষীণ তনুখানি মুহূর্ত্তও রহিলেন ভুলে।
কহিল সে সকরুণ স্বরে, “হে মাতুল! কোথায় আমার
প্রাণেশের মৃতদেহখানি, দেখাও গো মোরে একবার।
বিদায়ের কালে কহেছিনু আজ ক্ষমা দাও শুধু রণে,
হায় হায়! সপ্তরথী মিলে বধিয়াছে নিষ্ঠুর-পরাণে
সুকুমার কুসুমকোমল সেই দেহে শরাঘাত করে;
দয়াময়! মৃত্যুঞ্জয় তুমি, ফিরাইয়া দাও শুধু তারে।”
দীর্ঘশ্বাস ফেলি বাসুদেব কহিলেন, “জননী আমার,
ক্ষুদ্র নর আমি যে গো হেথা শক্তি মোর নাহি বাঁচাবার।

প্রাণ দিলে যদি ফিরিত গো এনে তারে দিতাম তা হ'লে,
এ সকল ভবিতব্য-কথা ভোগে নর পূর্ব্বকর্ম্মফলে।
যাও বৎসে, ত্যজি শোক ব্যথা, গর্ভে তব পাণ্ডুবংশধর ;—
অকালেতে আশারাশি, বৎসে, নাশিও না তার ধরাপর।"
উত্তরা আকুল-প্রাণে ধীরে চলে যায় আকুল পরাণে,
কোথা প্রাণেশের মৃতদেহ,— খুঁজিতেছে তৃষিতনয়ানে।
হেনকালে ভদ্রা আসি ধীরে ধরিলেন কৃষ্ণকরতল,
চাহিয়া সে স্নেহ-মুখপানে, নয়নে উথলে অশ্রুজল।
"কোথা ভাই হারানিধি মোর ? মোর শিশু হারালে কোথায়,
তোমার করেতে তারে আমি সঁপেছিনু দাও ফিরে তায়,
চাহিনাক রত্ন-সিংহাসন, দাও মোরে সন্তানে আমার,
বিহগের শিশুটির প্রায় লুকাইব হৃদয় মাঝার।
বীর তুমি, বীর ধনঞ্জয়, এই কথা ঘোষিছে ভুবন,
তোমাদের আঁখি-পথে বুঝি জাগে শুধু রত্ন-সিংহাসন।
বংশধর ধূলায় লুটায়, কে করিবে রাজত্ব একেলা,
থাক তাহা, তোমাদেরি থাক, মোরা দোঁহে রহিব নিরালা।
এনে দাও বাছারে আমার, কোথা মোর অভিমন্যু কোথা ?
ডাকিছে যে জননী রে তোর, লুকাইয়া দিওনাক ব্যথা।

বল ভাই কোথা অভিমন্যু, এনে দাও এখনো তাহায়,
তোমারে সঁপিয়াছিনু তারে, কি বলে একেলা এলে হায়!
সপ্তরথী বেড়িয়া মারিল, অজেয় পতি সে মোর রণে,
অন্তর্য্যামী দয়াময় ভাই, জান নাই তবু কি দু'জনে?
প্রতিফল পেনু তার ভাল, হারাইনু শিশু পুত্র, হায়,
ধিক্ এই সংগ্রামলালসা, ধিক্ এই রাজ্যবাসনায়।"
"ছি ছি! বোন, ভুল না আপনা," কহিলেন বাসুদেব ধীরে,
"ছার রাজ্য সংগ্রামবাসনা, প্রাণ দিলে আসিবে কি ফিরে?
দু'দিনের এ সংসার হায়, নিয়তির ঘটনা কেবল,
কর্ম্মফল ভুগিতে হইবে, বিধিলিপি কে খণ্ডাবে বল?
যাও বোন, যাও গৃহে ফিরে, বাঁধ বুক, হোয়ো না আকুল,
আমাদের দিন হের শেষ, পরশিছে মরণের কূল।
যাক্ তারা, মোরা পিছে যাব, দু'দিনের শুধু ব্যবধান,
তার লাগি হোয়ো না কাতর, বাঁধ হৃদি পাষাণ সমান।"

সুভদ্রা গিয়েছে চলে ধীরে, বাসুদেব স্থির দু'নয়নে
চাহিয়া দেখেন রণক্ষেত্রে রাশীকৃত শবদেহ পানে।

"এই সব, এই অবসান, এরি লাগি হ'ল এই রণ ;
চিরদিন সাহিত্য-আকাশে লেখা রবে অক্ষয় লেখন।
ছ'দিনের সংসারে আসিয়া ছ'দিনেই শুধু যাব চলে,
আজিকার কথা তাই শুধু লিখিলাম রণক্ষেত্র-ছলে।
এমনি কাটিবে যুগ কত, একে একে হবে অবসান,
কবে বল হে জগৎপতি! মোর প্রাণ হইবে নির্ব্বাণ?"*

---
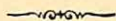
* এই কবিতা দশ বৎসর পূর্ব্বের লেখা ; অনেক বদল করিয়া প্রকাশিত করিলাম। নিতান্ত বাল্যকালের রচনা, খুঁজিতে খুঁজিতে খাতায় প্রাপ্ত হইলাম। বাল্যরচনার প্রতি যে স্বাভাবিক স্নেহ, তাহারই কারণ ইহা প্রকাশিত করিলাম।

চন্দ্রাবলী।

জানি সে মোর নয়, তবুও হায়—
আকুল বাসনার কি সাধ যায়!
তাহারি মুখপানে, চাহিয়া দু'নয়নে,
সারা জনম যেন কাটাতে চায়।
পাইলে এক পল, কি করে তবে বল—
সারা জনম তরে পাইব তায়?
প্রণয় প্রতিদান, চাহে না মোর প্রাণ,
শুধু সঁপিতে নিজে চরণ-ছায়।

ছিলাম আনমনে কিশোর-কূলে,
পরাণে সদা সুখ, ছিল না কোন দুখ,
খেলাই সবে মোরা সখীরা মিলে।
তুলিয়া ফুলরাশি, মালিকা গাঁথি হাসি,
দেয় পরায়ে সবে এলান চুলে।
কোকিল কুহু গায়, তাহারি স্বরে, হায়,
সঙ্গীতে ভুলে রই নিকুঞ্জতলে।

সহসা আঁখি-পথে পথিক কে সে!
ডুবিনু তার সেই রূপেতে শেষে;
সরল হৃদি 'পরে অঙ্কিত হ'ল ধীরে
তাহার মধুহাসি, জানি না কে সে!

ভুলিনু খেলা ধূলা, ভুলিনু হাসি,
নবীন প্রেম-বুকে বেড়াই ভাসি।
নব নীরোদ সম সে রূপ নিরুপম,
আকুল হিয়া-পাতে খেলায় আসি।
আকাশে চেয়ে থাকি, তাহারি দুটি আঁখি,
আমারি পানে চেয়ে ফুটিছে হাসি!

জানি সে মোর নয়, চাহে না, হায়,
সঁপেছে আপনায় প্রেমের ছায়।
সহসা শুনি দূরে, ললিত মধুসুরে,
বাঁশরী ডাকে ওই 'রাধিকা আয়!'

থাকি না বনতলে লুকায়ে একা,
লুকায়ে যমুনায় করিনি দেখা,

দেখেছি একবার, অমনি রূপ তার
পরাণে চিরতরে রয়েছে আঁকা।

দিনের পর দিন আসিয়া যায় ;
সে ত গো পথ ভুলে আসে না হায় !
চাহিয়া চাঁদ পানে আকুল ছ'নয়নে,
সারাটি নিশি মোর অমনি ভায়,
কাননে ফুল ফুটে, পাখীরা গেয়ে উঠে,
লতিকা তরুবুকে সুখে জড়ায়।
আমি যে তরু হ'তে, ঝরে পড়েছি পথে,
আশ্রয় শুধু সেই চরণ-ছায় !
সুবাসহীন ফুল কেই বা চায় !

চলে যাবে।

চলে যাবে জানি তাহা, তবু ত পরাণ চায়
বাঁধিতে বাহুর ডোরে, যেতে নাহি দিব হায়।
জানি—দেখা দু'দিনের, দু'দিনে যাইবে চলে;
তবু কেন সাধ যায়, বাঁধিবারে অশ্রুজলে।
কত দূরে কোথা যাবে, আমি ত গো নাহি জানি,
বলি তবে বিদায়ের আজি হলো শেষ বাণী।
এ কি দু'দিনের শুধু, দু'দিনে কি ভুলা যায়?
তবু তুমি চলে যাবে নিঠুর পাষাণপ্রায়।
তুমি আমি কত দূরে! কত শূন্য মাঝখানে;
মাঝে মাঝে পূর্ব্বস্মৃতি অতৃপ্তি জাগায় প্রাণে।
রহিব একেলা হেথা, নিস্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
দেখিব তটিনী-বক্ষে চঞ্চল লহরীলীলা।
ধীর শান্ত সমীরণে কি কথা আসিবে ভেসে,
জাগাইবে আঁখি কার ওই সন্ধ্যা তারা এসে।
জানি মনে রবেনাক, এমনি অতৃপ্তি ব্যথা,
তবুও সহসা হায় স্মরিব পূর্ব্বের কথা।

শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বৈশাখী ঝটিকাপ্রায়,
বিস্মৃতির বাঁধ টুটি জাগিয়া উঠিবে হায়!
স্মৃতির কোমল বুকে ও মধুর মুখখানি,
ছল ছল দু'নয়নে কি কথা না ছিল জানি!
তখন কি সেই ব্যথা বাজিবে তোমার বুকে?
আমার প্রাণের দুঃখ বুঝিবে নিজের দুখে?
শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে একেলা রহিব বসে,
সহসা অতীতকথা লাগিবে প্রাণেতে এসে।
আমার আবেগ-ভরা আকুল কণ্ঠের বাণী
লইবে তোমার কাছে তাহার বারতাখানি।
চলে যাবে, ভেঙ্গে যাবে দু'দণ্ডের এ স্বপন,
এ কি শুধু ছায়াবাজি? ছলনা কি ও নয়ন?
এই অশ্রুরাশি শুধু ধরণীর ধূলা সার,
দু'দিনে মুছিয়া যাবে কিছুই রবে না আর?
স্বপ্ন নয়, জানি ইহা চিরজীবনের তরে,
এ লতিকা শোভা পাবে পাষাণ হৃদয় পরে।
সহস্র ঝটিকা এসে লুটায়ে গিয়াছে তায়,
তবু সে তেমনি ধারা এক ধারে শোভা পায়।

ভুলিও না, থাক সেথা, নব বরষার জলে
ফুটিবে কুসুম নব পাষাণ হৃদয়তলে।
চলে যাবে—যাও তবে, হৃদি করে হায় হায়,
বিদায়ের বেলা শেষ, রাখিতে পারে না তায়।
জানি না, আসিব কি না ; এই দেখা শেষ দেখা,
জেগে যেন থাকে প্রাণে স্নেহের এ মধু রেখা।
পর জনমের পারে, যাই যদি দু'জনায়,
এ ত আপনার বলি চিনিয়া লইব তায়।

ঘুমন্ত প্রকৃতি।

আসিনু বারেক শুধু গৃহের বাহিরে,
নীরব নিথর নিশি শোভে চন্দ্রকরে ;
গাছ পালা উপবন,
সুরভিত সমীরণ,
সকলি নীরব যেন ঘুমের মাঝারে।

থেমে গেছে নগরের কোলাহলধ্বনি,
কুলায়ে থামিয়া গেছে বিহগের বাণী।
আমাদের গৃহমাঝে
শুধু নিস্তব্ধতা রাজে,
এসেছে ঘুমের দেশে স্বপনের রাণী।

দেখিনু সুনীলাকাশে রজত-কিরণে,
জ্যোৎস্নাস্নাত পুলকিত ক্ষুদ্র তারাগণে।
ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডগুলি
ঘুমেতে পড়িছে ঢুলি,
আলসে ভাসিয়া যায় অলস-চরণে।

দেখিনু সম্মুখে মোর সিক্ত তরু 'পরে
শত রত্ন সম জ্যোৎস্না ঝক্ মক্ করে।
মুক্তা সম বারিধারা
সে শ্যাম পল্লবে সারা
উছলিয়া পড়িতেছে সোহাগের ভরে।

সমুখেতে মহানদী পূর্ণ কূলে কূলে,
নব বরষায় যেন হৃদয় উছলে;
নাহিক তরঙ্গলীলা,
কাঁপিয়া না যায় বেলা,
ঘুমেতে সকলি যেন রহিয়াছে ভুলে।

একখানি ছবি যেন আঁখির উপরে,
শান্ত ধরা সুশোভিত স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে।
যেন বায়ু খেলা-ছলে
দোলে সে তরঙ্গজলে,
তীরতরু-ছায়ারাশি তাহার মাঝারে।

হ'ল প্রাণ স্বপ্নে ভোর কি মদিরা পিয়ে!
আলসে তাহারি পানে রহিনু চাহিয়ে।
দেখিনু ও পর পার
ঢাকিয়াছে কি আঁধার,
মাঝে মাঝে চন্দ্রকর পড়ে উছলিয়ে।

প্রকৃতির এ ঘুমন্ত মাধুরী নবীন,
শুধু এ হিয়ার মাঝে না হয় মলিন।
লিখিতে বলিতে গেলে,
ফোটে না তা কোন কালে,
শুধু পান করি তাই চির নিশিদিন!

আজি।

আজি দেখিতেছি চেয়ে তটিনীজলে
সোনার কিরণধারা কেমন ঝলে!
তীরতরু-ছায়ারাশি,
সলিলে পড়েছে আসি,
লহরী বেড়ায় হাসি
তাহার তলে,
আমি চেয়ে দেখিতেছি তটিনী-জলে।

ঘুমের জগৎ যেন ঘুমেতে ভরা,
আকাশে ঘুমায় চাঁদ, ঘুমায় তারা;
স্বপনের দেশ হ'তে
নামিয়া এ ধরাপথে,
কে ঢালিল এ হিয়াতে
মদিরা-ধারা,
সহসা স্বপনে তাই আপনা-হারা!

কি যেন কি আছে মোর তটিনীজলে,
তাহারে খুঁজিতে যেন যাইব চলে ;
কম্পিত লহরী-ছায়
আজি মোর সাধ যায়,
দেখিব কোথা সে, হায় !
কিসের ছলে
এখনো লুকায়ে আছে তটিনীজলে।

কল্পনা স্বপনময়ী কুহক-ছায়,
ঘিরেছে পরাণ মন, খুঁজিব তায়।
চাই ও সুনীলাকাশে,
তারি মুখ-ছায়া হাসে,
বিমল সলিল ভাসে
সে রূপ-ছায়
কোথা সে লুকায়ে আছে, খুঁজিব তায়।

কিসের অভাবরাশি হৃদয় ’পরে
কার পথ চেয়ে আছি আশার ভরে !

আকুলিত এ হিয়ায়
ফুটাইতে সাধ যায়,
কার সেই রূপ ছায়
হাসির থরে
তারে কি পাবনা কভু বারেক ফিরে!

কবিতা।

সেদিন আছিল, যবে জীবন আমার
আনন্দহিল্লোল-ভরা শৈশব মাঝার,
জানি নাই দুঃখ ব্যথা, বেদনা কখন,
অবিশ্রান্ত হর্ষস্রোতে হৃদয় মগন।
নয়টি বছর সবে গেছে সুখে চলে,
শৈশব—সৈকতে আমি রয়েছি বিভলে,
সরল, চপল, প্রাণ হৃদয় উদার,
সহসা দেখিতে পেনু মুখখানি কার।
সহসা প্রথম যেন নব রবি এসে,
আঁধার হৃদয়ে মোর কি জ্যোতি বিকাশে।
বনের বিহগী-মুখে কি এক কাকলী
সহসা প্রভাতে এক উঠিল উছলি।
নহে আনন্দের ধ্বনি, বিদায়ের গান,
ভরিয়া উঠিল যাহে মোর ক্ষুদ্র প্রাণ।
সেই হ'তে নব জ্যোতি জাগিল নয়ানে,
নব আকাঙ্ক্ষার রাশি পশিল পরাণে।

শৈশবের খেলা ধূলা হাসির মাঝার
একখানি মুখ যেন জেগে উঠে কার।
কার অশরীরী ছায়া সাথে সাথে থাকে,—
কেবল আকুলপ্রাণে খুঁজিতেছি তাকে।
ফুরাল শৈশব-খেলা কৈশোর ছায়ায়,
ভরিয়া উঠিল হৃদি নব বাসনায়;
নবীন্ প্রভাতে হেরি মাধুরী নবীন,
অজানা ভাবের মাঝে হৃদয় বিলীন।
প্রস্ফুটিত কুসুমের আনন-মাঝার,
হেরিতাম অজানিত রূপরাশি কার।
সুবিমল জ্যোৎস্নাধারা, অলস সমীর,
হৃদয় আমার যেন হইত অধীর।
পাপিয়ার কলকণ্ঠে ঝরি সুধাধারা
মিলায়ে মিশায়ে যেত এ হৃদয়ে সারা।
যাহা কিছু শোভাময়ী মাধুরী যাহার,
অজানা কাহার ছায়া মাঝেতে তাহার।
তার পর সুরহীন আকুলিত স্বরে,
ডাকিতাম তোমা সুধু আবেগের ভরে।

হৃদয় ভরিয়া উঠে বিষাদের সুর,
ভরিয়া কি উঠিত না তব হৃদি-পুর ?
তার পর দিলে দেখা, হারানু আপনা,
সকল দেবতা ত্যজি তোমারি সাধনা।
কৈশোরের নবস্ফুট হৃদয়-ছায়ায়,
আসন পাতিয়া দেবি! বসানু তোমায়।
সব শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের কামনা আমার
সাদরেতে সমর্পিনু চরণে তোমার।
সেই নিরালায় মোর হৃদয়মন্দিরে,
প্রাণের রাগিণীগুলি হরষের ভরে
শুনাতেম আনমনে একেলা তোমায়,
তুমি ছাড়া ছিল না ত কেহই সেথায়।
বাজাতে বাজাতে বীণা থেমে যায় সুর,
অমনি তোমার সেই কণ্ঠ সুমধুর
শিখাইয়া দেয় তান, ধরে দেয় ভুল,
আবার ভরিয়া উঠে হৃদয়ের কূল।
তার পর বর্ষ বর্ষ তোমারি সাধনা,—
তোমারি কমল-পদে হারানু আপনা।

তবু কেন তৃষা, দেবি! মিটে না আমার?
কি ঘোর অতৃপ্তিরাশি হের চারি ধার
ঘিরেছে হৃদয় মোর, তার ছায়া কালো
ঢাকিয়া দিতেছে যেন ও মধুর আলো।
জনম-দরিদ্র ছিনু,—সহসা যখন
আসিলে হৃদয়ে মোর, আকাঙ্ক্ষা তখন
হৃদয়ের তলে তলে উঠিল জ্বলিয়া,
আজ দেখ চারি দিক দিতেছে ছাইয়া।
এই পরিপূর্ণ ধরা শোভার ভাণ্ডার,—
শ্যামল শস্যের ক্ষেত্র শোভে হৃদে যার,
গাছ, পালা, উপবন নবীন সরস,
মৃদু সমীরের এই মধুর পরশ,
কল্লোলিনী উছলিছে সাগরগামিনী,
আপন স্রোতের ভরে দিবসযামিনী,
উন্নত শৈলের শ্রেণী পরশে গগন
নীল মেঘ বুকে তার ছায়ার মতন;—
প্রকৃতির শোভাময় যা ছিল যেথায়,
সকলি ত একে একে দিয়েছ আমায়।

কই আর সেথা কিছু নাহি ত নবীন,
একি শোভা চোখে কেন দেখি চিরদিন?
সেই বর্ষা আসে যায়, আঁধার গগনে
বিজলি চমকে, বজ্র গরজে সঘনে।
কভু বিন্দু বিন্দু ধারা, কভু স্রোতে বয়,
সবি পুরাতন যেন এরা সমুদয়।
এ কি হ'ল! দীন ছিনু, একি সাধ যায়,
নবীন জগৎ কোনো আঁখির ছায়ায়
সহসা উঠিবে জেগে, নবীন কল্পনা,
তাহার মাঝারে পুনঃ হারাব আপনা।
তাই অতৃপ্তির গান মর্ম্ম ভেদ করি,
জাগিয়া উঠিছে যেন দিবসশর্ব্বরী।
তাই বাষ্পাকুল চোখে বিদীর্ণহৃদয়ে,
ভাঙ্গা কণ্ঠ থেকে থেকে উঠিতেছে গেয়ে।
ভুলে যদি থাকি সুর, পুনঃ জাগিবে না?
ফিরায়ে দিবে না মোর হারান বাসনা?
এই অন্ধকারে, এই ঝটিকায় ভরা
হৃদয়-গগন মোর, তুমি আত্মহারা

শুধু চেয়ে রবে, মুখে কহিবে না কথা ?
বুঝিবে না প্রাণে প্রাণে দরিদ্রের ব্যথা ?
থাক তবে, আমরণ নিশীথে দিবসে,
হৃদয়শোণিতস্রোত দিব ভালবেসে
তোমার চরণতলে, যত অশ্রুজল
সকলি ঢালিব, তোমা করিব বিকল।
হৃদয়ের মর্ম্ম টুটে যে বিষাদ-গান
দিবানিশি ভরিতেছে মোর ক্ষুদ্র প্রাণ,
সেই তানে আবাহন করিব তোমায়,
কভু কি তা পশিবে না তোমার হিয়ায় ?
আজন্ম দরিদ্র আমি কৃপণের মত
বিন্দু সুখকণা ভোগ করি' অবিরত
কেমন হইয়া গেছে পরাণ আমার,
তীব্র বাসনার স্রোত বহে চারি ধার।
নদী, বন, তরুলতা, ক্ষুদ্র শত ফুলে,
আর সাধ হয়নাক চাহিবারে ভুলে।
নবীন স্বপন-রাজ্য দেখাও আমায়,
রহিব বিভোর আমি তাহার ছায়ায়।

শুন আর নাহি শুন,—মর্ম্মভেদী গান
কভু স্পর্শ করিবে না তোমার ও প্রাণ?
আমি সেই সুরে শুধু করিব ঝঙ্কার
বিষণ্ণ প্রাণের ভাবে জাগায়ে আবার।
সর্ব্বগ্রাসী তৃষা-ভরা আকুল বাসনা,
সেই সুরে যেন ধীরে হারাবে আপনা।
তোমারি চরণ-তলে মাগিবে শরণ,
তুমি কি ফিরিয়া তারে চাবে না কখন?
বিন্দু বারি পাষাণেও ভেঙ্গে ফেলে যায়,
আমার বিষাদ-গীতি গলাবে না হায়
তোমার কোমল হৃদি? চাবে না কখন?
মিটাবে না আমার এ অতৃপ্ত স্বপন?
আমি আমরণ চাহি চির-আশাভরে
কবিতা হৃদয়দেবি! ধরিতে তোমারে,
তুমি লুকাইতে চাও, বাসনার ছায়া
নিশ্বাসে মলিন করে তোমার ও কায়া।
দাও দরিদ্রের আশা বারেক মিটা'য়,
তা হলে আকাঙ্ক্ষাভরে চাবে না তোমায়।

শুধু প্রেম পুণ্য দিয়ে হৃদয়-মাঝার
কবিতা মানসমূর্ত্তি জাগাবে তোমার!
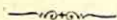
সমীরের প্রতি যূঁথী।

তুমি ত ফুলে ফুলে
সঁপিয়ে প্রাণ,
আপন মনে সখা
গাহিছ গান।
আমি ত বনতলে
পাতার ছায়
ফুটিয়ে উঠে সুখে
ঝরিব হায়!
দিয়েছি মন প্রাণ,
চাহি না তব,
তোমারি থাক ওই
কুসুম নব।
কখনো গোলাপের
মাধুরী হেরি,
বিবশ প্রাণ তব
দিতেছ ধরি।

কখনো নব ফুলে
হাসিয়া চাও,
কাহারো হৃদি মন
কভু কি পাও ?
তোমারি পরশনে
ঝরিবে হায়!
সুখের এ জীবন
স্বপন-প্রায়।
তোমারি তরে ফুটে
বাসিয়া ভাল,
আমার এত জ্যোতি
রূপের আলো,
সাজিয়ে বনতলে
বাসরে একা
তোমারি পথ চেয়ে
রয়েছি সখা !
তোমার পরশন
জাগিলে দেহে,

করিলে আগমন
আমার গেহে,
দিব হে মন প্রাণ
ফুলের মধু
তোমার তরে যাহা
রেখেছি শুধু!
হাসিয়া একবার
ছুঁইলে করে,
তোমারি পদতলে
পড়িব ঝরে।

শকুন্তলা।

(চিত্রদর্শনে।)

কুটীর-সম্মুখে শ্যাম দূর্ব্বাদল
শিহরিছে মৃদু সমীরভরে।
অদূরে মালিনী,—সুনীল তরঙ্গ
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চুমিছে তীরে।

দুটি তরু ঢলে পড়েছে সম্মুখে,
খর-রবি-করে সে মৃদু ছা,
হরিণ হরিণী শাবক সহিত
ঢেলেছে আলসে আপন কা।

দয়েল উপরে ঢালে মধুধারা,
চাতক ডাকিছে ফটিক-জল,
আধফোটা ফুল আরক্তকপোলে
উজলিছে এই ধরণীতল।

দাঁড়াইয়া কণ্ব সম্মুখে তাহার
মলিন গম্ভীর সে মুখ-ছবি,
ধরি শকুন্তলা কর দুটি তাঁর,
বিদায়ের বেলা নীরব সবি।

পাশে সখী দোঁহে আকুলহৃদয়,
আনন ঝাঁপিয়া অঞ্চলতলে;
জননী গৌতমী, স্নেহের পরাণ,
ভাসিছেন আজি নয়নজলে।

ফুলে ফুলে ভরা নবীন তরুটি—
চায় শকুন্তলা কাতর হ'য়ে,
হরিণশিশুটি ধরিয়া অঞ্চল,
নীরব ভাষায় মুখেতে চেয়ে।

চেয়ে চেয়ে চেয়ে ছবির মাঝার
দেখি যেন এই প্রকৃত ছবি,
বিদায়ের বেলা জীবন্তের প্রায়
চিত্রি' চিত্রকর অমর কবি!
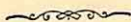
অন্নপূর্ণা।

চিত্রদর্শনে।

দেখেছি সে অন্নপূর্ণা বারাণসীধামে,
যে রূপে ত্রিলোক মুগ্ধ,
নরনারী বিশ্ব শুদ্ধ
আগ্রহে আকুল হয়ে ছুটিছে যে নামে।
তার চেয়ে মনোরমা,
শিয়রে জননীসমা,
কার এই চিত্রখানি রয়েছে চাহিয়া,
দেখিলেই শুষ্ক বুকে
ভক্তির উচ্ছ্বাস সুখে
আপনি লহর তুলে উঠে রে জাগিয়া!
অন্নপূর্ণা ধরা 'পরে
অন্ন-বিতরণ তরে
হের সিংহাসন 'পরে অপূর্ব্ব মূরতি,
স্বর্ণ-হাতা এক করে,
অন্ন শোভে তার 'পরে,
স্নেহবিগলিত মুখে স্বরগের জ্যোতি!

হীরক-মুকুট শিরে,
তনু ঢাকা পট্টাম্বরে,
কনক-কঙ্কণ শোভে সে করযুগলে ;
নয়নে প্রেমের নেশা
যেন রে করেছে বাসা,
আপনা-হারান ভোলা আরো গেছে ভুলে !
কর পাতি' অন্ন মাগি
ভিখারী ভিক্ষার লাগি,
ত্রিশূল অপর করে,—চোখে জল আসে,
বাঘাম্বরে তনু ঢাকি,
সদানন্দে ভস্ম মাখি,
বিশ্বেশ্বর দাঁড়াইয়া ভিখারীর বেশে !
শিরে সেই জটাজালে
সুরধুনী কল-কলে,
অভিমানে উঠিয়াছে যেন রে গর্জ্জিয়া,
শশাঙ্ক ললাট-ছায়,
ভস্মে দীপ্তিহারা-প্রায়
ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়নে আছেন চাহিয়া।

উমার অধর ’পরে
চাপা হাসি খেলা করে,
গৌরবে আছেন বসি রাজরাজেশ্বরী !
যে গো ত্রিভুবনপতি,
তাঁর আজ এই গতি,
ভেঙ্গেছে তাঁহার দর্প হইয়া ভিখারী !
বিশ্বপতি প্রেম তরে
কর যুড়ি ভিক্ষা করে,
বিশ্বমাতা আত্মহারা সে প্রেমে তাঁহার,
কি চিত্র ! পরাণ মোর
কি উচ্ছ্বাসে হয় ভোর,
এই চিত্র জীবনের আরাধ্য আমার !

স্মৃতিচিহ্ন।

একটি কুসুমগুচ্ছ দেছিলে যতনে করে,—
এখনো রয়েছে সেথা যেথা রেখেছিনু তারে;
এখনো শুকানো ফুলে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি,
তেমনি সুবাস-ভরা তেমনি নবীন সে কি?
বৃন্তচ্যুত হয় নাই, শুকায়েছে দল তার,
বিকশিত মুখ তুলে সে কি গো চাবে না আর?
একটি মধুর স্মৃতি তাহার সৌরভ পারা
মিলিয়া মিশিয়া গেছে মোর এ হৃদয়ে সারা।
যখন সহসা প্রাণ আকুল হইয়া উঠে,
স্মৃতির বুকেতে মোর সহসা সে যেন ফুটে।
তেমনি জীবন-ভরা প্রতি ক্ষুদ্র দল তার,
এখনি প্রভাতে যেন ফুটিয়াছে আর বার।
একটি কুসুমগুচ্ছ—স্মৃতিচিহ্নটুকু হায়!—
এখনো স্নেহের ভরে রাখিয়া দিয়েছি তায়।
শুকায়েছে দল তার, বুঝি শেষে যাবে ঝরে,
তবু সে সৌরভ তার জেগে রবে চিরতরে।

একটি শৈশবসঙ্গিনীর প্রতি।

সহসা সে বিস্মৃতির তুলি আবরণ,
মনে পড়ে কেন মোর স্মৃতির স্বপন ?
চারিটি বছর সবে
বয়স, তখন ভবে—
তখনি পড়িল প্রাণে প্রেমের বন্ধন।

একি গৃহে দুটি ফুল, আমরা দু'জনে,
ফুটিয়া উঠিয়াছিনু সোহাগে, যতনে ;—
প্রভাতের একি রবি
জাগাইত কত ছবি
আমাদের সে সরল চপল নয়নে।

এখনো তেমনি সখি! হের চারি ধার,
তোমার প্রণয়লতা ঘিরেছে আমার,
শুষ্ক মরুময় বুকে
তেমনি উছলে সুখে,
শৈশবের কৈশোরের যৌবন মাঝার।

মনে পড়ে খেলা দোঁহে সেই আঙ্গিনায়,
মাটির পুঁতুলরাশি জীবন্তের প্রায়।
কত কথা তার সনে
কহিতাম দুই জনে,
কি হরষ বহে যেত পরাণের ছায়।

মাঝে মাঝে প্রবাসেতে যেতাম চলিয়া,
তুমি সেই পথ পানে রহিতে চাহিয়া।
লিখিতে জানিনে কেহ,
প্রাণের অসীম স্নেহ
নিশিদিন পরাণেতে রহিত জাগিয়া।

বর্ষান্তরে পুনঃ যবে আসিতাম ফিরে,
দেখিতাম হাসিমুখে বসিয়া দুয়ারে।
ধরিয়া আমার গলে,
কত কথা কত ছলে,
কত অশ্রু-বরিষণ স্নিগ্ধ হাসি-থরে।

তার পর সে প্রণয় ক্ষুদ্রলতা প্রায়
বাড়িয়া উঠিছে ধীরে হৃদয়ের ছায়।
না হেরিলে এক পল
আঁখে জাগে অশ্রুজল,
বলিতাম কেহ কভু ছাড়িব না হায়!

তার পর দ্বিপ্রহরে পড়িবার তরে
যেতেম চলিয়া, তুমি রহিতে সে ঘরে।
তার পর ফিরে এসে
পড়াতেম একা বসে,
যাহা কিছু শিখিতাম যতনে আদরে।

জান না মায়ের মুখ, জান না সংসার,
একমাত্র আমি যেন আশ্রয় তোমার।
আমারে দেখিতে পেলে
কি হাসি অধরে খেলে!
আমি কায়া, তুমি ছিলে ছায়াটি আমার।

তার পর কৈশোরের মধু উপকূলে,
তখনো বালিকা তুমি শৈশবের কূলে—
একটি বছর তরে
ছোট বড় ধরা পরে,
সে বুঝি বিধির খেলা করিলেন ভুলে।

আনন্দপ্রতিমা যেন আছিনু সবার,—
মনে আছে, সবে মিলে নিকটে তোমার
কহিল, 'উহার সাথে
কহিও না কোন মতে
দুটি দিন কথা শুধু, কহি বার বার।

আমরা সকলে মিলে রব এক সনে,
দেখিব কি ভাব জাগে উহার পরাণে।'
তুমি যে কহিলে তায়,
য'দি মোর প্রাণ যায়,
তবু এই কাজ মোর হবে না জীবনে।'

সে কথা এখনো জাগে হৃদয়েতে আসি,
অপরাজিতার সেই স্নিগ্ধ রূপরাশি,
যূথীর সুবাস সম
ছেয়েছে হৃদয়ে মম
এলো চুলে ঢাকা মুখে সে মধুর হাসি!

তখনো রহিত ঘোর, প্রভাত তখন
আসিত না ভাঙ্গাবারে উষার স্বপন;
আমাদের ফুলবনে
সাজি-হাতে দুই জনে
তুলিতে পূজার ফুল হরষে মগন।

যাইতাম গঙ্গাতীরে আনিবারে জল,
তুলি বিল্বপত্রগুলি স্বহস্তে সকল,
এক স্থানে এক মনে
পূজিতাম দুই জনে,—
পবিত্র দুইটি হৃদি উদার সরল।

নবীন বর্ষায় যবে পড়ে বারিধারা,
আনন্দে উঠিত কেঁপে এ হৃদয় সারা।
মায়েরে লুকায়ে হায়!
ভিজিতাম বরষায়—
তুলিতে করকাগুলি দোঁহে আত্মহারা।

এখনও মনে হয়,—সে পূর্ণিমা রাতে
বসিতাম গঙ্গাতীরে শুভ্র বালুকাতে;
উপরে গগন 'পরে
চাঁদের কিরণ ঝরে,
গাহিতাম সমস্বরে তোমাতে আমাতে।

তার পর ফুরাইল কিশোর-স্বপন,
যৌবনের মোহময় মদির চরণ
দেখা দিল আসি বুকে,
অন্য প্রণয়ের সুখে
ভরিয়া উঠিল যেন মোদের জীবন।

ফুরাইল হাসিখেলা সরল উদার,
নহে, নহে কণ্টকিত এই পথ আর,
অতৃপ্তি, নিরাশা, ব্যথা,
দিবানিশি তারি কথা,
কোন স্রোতে ভাসিতেছি উদ্দেশে কাহার।

তার পর ছাড়াছাড়ি তোমায় আমায়,—
তুমি গেলে কোন দেশে আমি বা কোথায়!
কোথা শৈশবের গেহ!
কোথা জননীর স্নেহ!
কোথা সব সখী তোরা—কি ভাব হিয়ায়!

তার পরে বসন্তের ফুটন্ত মুকুল
দেখা দিল দু'জনায়, সবি হল ভুল!
দু' দিনে সে ঝরে হায়
কোন দেশে চলে যায়,
মোরা নিরাশার মাঝে—পাথার অকূল।

দুইটি বসন্ত মাঝে বৃন্তভাঙ্গা হায়!
দুটি স্বরগের ফুল আসিল ধরায়,
শৈশবে সঙ্গিনী ছিলে,
কেন এ যৌবনকালে
তুই এসে হ'লি সখী বল এ ব্যথায়?

আজ মোরা দুই জনে কোথা কোন দেশে?
মাঝে মাঝে স্মৃতি-বুকে শুধু আসে ভেসে
তোর সে মধুর মুখ,
তাই নিজ ব্যথা দুখ
জানাতেছি, মনে জেনে, জানি বুঝিবে সে।

মনে রেখো; ভুলি নাই; যাবনাক ভুলে;
তোর স্নিগ্ধ রূপরাশি হৃদি-উপকূলে
এখনো তেমনি ভায়,
কভু ভুলিব না তায়;
চিরসাথী আমি তোর এ সংসার-কূলে।

রাণী।

দু' দিনের তরে এ মর ধরায়
কেন এসেছিলি রাণী?
কুসুমকোমল তোর সে মায়ের
ভাঙ্গিতে হৃদয়খানি।
নিদয় বিধাতা কেন বার বার
নিঠুর ছলনা ক'রে,
আমাদের এই তাপিত হৃদয়
ভেঙ্গে দেন শোকভারে?
এই সবে মোরা বালিকা-বয়সে
পেয়েছি অমূল্য ধন,
আঁখির নিমেষে গেল সে কোথায়,
শূন্য হ'ল প্রাণমন।
আমি ভেবেছিনু, আমি রব শুধু
শিশুহারা কাঙালিনী,
সে যে নিজে শিশু, বর্ষ চতুর্দ্দশ—
তাহারে ছলিলি রাণি!

এমনি তোদের নিঠুর পরাণ,
এত স্নেহ যাস ফেলে ;
শুধু স্বর্গপুরে তোমাদের ধাম,
তাই বুঝি যাও চলে ?
সেই শিশু মেয়ে বুকের উপর
থুয়েছিনু কত বার,
ভাবিনিক মনে— সেও ফাঁকি দেবে,
এ দিন রবে না আর।
ফোটেনিক কথা, জানে না চলিতে,
ছ'-মাসের মেয়ে রাণী,
আদরের ডাকে ডাকিলে, হাসিয়া
সাড়া দেয় চুল টানি।
সেই আমাদের ননীর পুতুল—
যে দেখে থমকি চায়,
সেই কচি দেহে এত রূপরাশি
ধরায় অতুল ভায়।
ছ'-মাসের মেয়ে— একমাথা চুল
পড়েছে ললাট 'পরে,

সেই জোড়া ভুরু, ভাসা দুটি আঁখি,
কত সুধা তায় ঝরে।
শিরীষকোমল সুকুমার তনু,
কচি ঠোঁটে হাসি ভরা,
'হাঁগো ওগো' ব'লে কত কথা সেই,
সে কথা কি ভুলি মোরা!
কেন বল দেখি দু' দিনের তরে
এলি এ মরতে রাণি?
আমিই রাখিনু সোহাগের নাম—
ভাঙ্গিল হৃদয়খানি!
যাও মাগো সেথা, থাক চিরসুখে,
ফুলে ফুলে কর খেলা,
আমাদের অশ্রু, হৃদয়-বেদনা
সাঙ্গ হবে কোনো বেলা।
আমাদের এই জীবনের কূলে,
বড় শ্রান্ত দ্বি-প্রহরে,
সন্ধ্যার কনক- গোধূলি-আলোকে
সাধ যায় ঘুমাবারে।

চেয়ে আছি পথ,   যাবে দিন কেটে
বেয়ে সে তরণীখানি,
আবার তোদের   পাইব হৃদয়ে—
অমর হইব রাণী !

—०—

আকাশকুসুম।*

কেন বা ফুটেছিলি নিশি না হ'তে ভোর
ফুরাল খেলাধূলা, ফুরাল হাসি তোর;
হৃদয়ে সাধরাশি ধূলায় গেল মিশি'
পশিল নব ফুলে নিঠুর কীট চোর।
কত না স্নেহভরে রাখিয়াছিনু তোরে,
কোথায় চলে গেলি পলক-ফেরে মোর?
তোর ও মধু হিয়া রহিল লুকাইয়া,
কেহ ত বুঝিল না অমূল্য হৃদি তোর!
একটু বায়ুভরে প্রথম রবিকরে
হাসিয়া ফুটে উঠে চাহিলি তুই যবে,
কেহ ত জানিত না— পশেছে কীটকণা;
তা হ'লে সহসা কি হারা'ত তোরে সবে?
আমি ত ভুলে ভোর, এখনো মুখ তোর
মানস-পটে মোর ভাসিয়া যায় যেন!
কি করে গেলি চলে, একটি কথা না ব'লে,
শুধু কি অভিমানে মিশালি ছায়া হেন!

---

* স্নেহাস্পদ ভগিনী পঙ্কজকুমারীর প্রতি।

অমিয়া।

থেকে থেকে মনে পড়ে মুখ অমিয়ার।
সেই কাল চুলগুলি,
মুখে আধ-আধ বুলি,
অধরের হাসিটুকু—খেলা চপলার,
ঘন পক্ষ্মজালে ঘেরা
কালো দুটি আঁখিতারা,
যুগ্মভুরু কি চিত্রিত!—নহে বুঝাবার!
সেই ক্ষীণ দেহখানি,
যেন পরীদের রাণী,
লাবণ্য ছড়ায়ে দেছে সে অঙ্গে তাহার।
সবে বলে 'অপয়া' সে,
বাপ মায়ে নিয়ে শেষে
চলিয়া গিয়েছে ভেঙ্গে খেলা ছলনার।
আমি কিন্তু স্থির জানি,
কোনো পরীদের রাণী
এসেছিল দেখাবারে স্বরগের দ্বার।

মোর শুষ্ক হৃদি-তলে,
কত পুষ্প দলে দলে
ফুটেছিল, তারি সাথে ঝরেছে আবার।
ভাঙ্গা এ বিজন ঘরে,
কেন এসে উঁকি মারে,
জানে মনে—ধরা সে ত দেবেনাক আর!

কেন রে।

কেন রে নীরব হ'ল এই মোর বীণা,
এত সাধি তবু কেন বল বাজিল না?
ছিঁড়েছে কি তারগুলি?
দেখিতেছি খুলি খুলি;
মরম-কাহিনী তার বুঝিতে পারি না।

অজানা কি বুকভরা দুঃখে ম্রিয়মাণ,
ছন্দ বন্ধ হয়ে তার আসে না সে গান।
উচ্ছৃঙ্খল আত্মহারা
উন্মাদ সঙ্গীতধারা—
তাও ত আসে না তার, বড় শ্রান্ত প্রাণ।

ফোটেনাক বাণী তার, তাই স্তব্ধ বীণা;
কাজ নাই, থাক তবে, আর বাজিবে না।
কেন ও করুণ সুরে
হৃদয়ের মর্ম্মপুরে
জাগাতেছে আপনার অশান্ত বেদনা।

আমার স্বপ্ন।

অদ্ভুত স্বপন!

দেখিনু যা—ভ্রমে পূর্ণ আমার নয়ন।
কখনো যা ভাবিনিক, করি নাই মনে,
সহসা কি ক'রে তাহা হেরিনু নয়নে।
যে শিশু অরুণ মোর বরষের ছেলে,
এত রূপ তার দেহে কে আজি দেখালে!
স্বপ্ন শুধু ভুলে যাব দিন দুই পরে,—
লিখে রাখি আমার এ অভাগা অক্ষরে!
যা কভু হবে না মোর এ দগ্ধ জীবনে,
দয়াময় তাই বুঝি দেখান স্বপনে।
বসে আছি বাতায়নে, দূরদেশ হ'তে
আসিছে কে এক ওই ছেলে মেয়ে সাথে।
আপনার জন দেখে হৃদয় বিকল,
হাসিয়া চাহিয়া আছে নয়ন চঞ্চল।
দুটি শিশু ছেলে আর দুটি কচি মেয়ে
আসিতেছে মোর কাছে শিশু এক নিয়ে।

শুধানু সবার নাম, জানিনু সবাই
এসেছে বিদেশ হ'তে মোরি বোন, ভাই।
সহসা বলিল জনে, "জান না কে হোথা?
অরুণ এসেছে তোর, ভুলে যাও ব্যথা।"
অরুণ এসেছে মোর, এ যে গো স্বপন!
স্বপনেও স্বপ্ন বলি ভ্রান্ত হ'ল মন।
শুধানু তাহার সেই দুটি হাত ধ'রে,
"কি নাম তোমার বাছা! বল সত্য করে।"
মৃদু হেসে নত করি আরক্ত আনন,
"অরুণ আমার নাম" কহিল তখন।
"কে অরুণ? কার ছেলে? মা কোথা তোমার?"
"এই যে আমার মা" বলিল আবার।
তুলিয়া লইনু বক্ষে, পুলকচঞ্চল
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, খুলিয়া অঞ্চল
স্তনদুগ্ধ দিনু মুখে, চুমি শত বার
অঙ্গের মলিন ধূলা মুছানু বাছার।
সেও চায় হর্ষ-মুখে, আঁখি-ভরা জল,
আমার নয়ন পানে স্থির অচঞ্চল।

কি কম্পিত হর্ষস্রোতে হৃদয় আকুল,
চাহিয়া দেখিনু সুখে, ভেঙ্গে গেল ভুল—
হৃদয়ের রক্তস্রোত থামেনাক আর।
এ কি স্বপ্ন এ কি, বুঝি দণ্ড বিধাতার।
পাব না তাহারে, বিধি! কেন পুনঃ তারে
এনে দাও আমার এ বক্ষের মাঝারে?
এ স্মৃতি মধুর কি গো? কে বলিবে হায়,
হৃদয় জ্বলিয়া গেছে বিষের জ্বালায়।
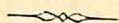
মৃত্যু।

কোন অন্ধকারময় বারিধির নীরে
মগন রয়েছ তুমি আপন আঁধারে!
মাঝে মাঝে তমোময় মেলি ছুটি পাখা,
ধরণীর বুকে এসে দিয়ে যাও দেখা।
সবে হাহাকার করে, জানে না কোথায়
তাদের প্রাণের জনে লয়ে চলে যায়।
জানি ইহা, যাব সবে, কেহ আগে পাছে,
তবু শিহরিত প্রাণ, যদি হেরি কাছে।
তোমার সে কালো ছায়া সুন্দর আননে
পড়ে যবে, কাঁপে হিয়া কেন গো কে জানে!
অমনি নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠে,
তোমারি বাঞ্ছিত কোলে যেতে চায় ছুটে।
সাধ্য কি, তোমারি শুধু শীতল পরশে
অনিচ্ছায় যাবে আত্মা কায়া হতে খ'সে।
সাধ মনে—কোথা সেই তব নিকেতন
দেখি গিয়ে, যেথা যায় নিতি কত জন।

শুধু কি আঁধার দিয়ে ঘেরা পুরী তব ?
নাহি আলো, নাহি সুখ, অন্ধকার সব ?
সেই অন্ধকার সেই গভীর সাগরে,
আত্মাগুলি আত্মহারা আছে গো কি করে ?
না না, এ কি হয় কভু তোমার সে পুরী
চিরসুখময়ী,—সেথা অনন্ত মাধুরী।
দুঃখক্লান্ত, রোগক্লিষ্ট, জীর্ণ দেহভার
আবার নবীন হয় পরশে তোমার।
তেয়াগি এ ছার তনু, অনল-পরশে
অমর তোমার সাথে যায় সে হরষে।
দীন দরিদ্রের দুঃখ, থাকেনাক আর—
দিবানিশি অবিশ্রান্ত চিরহাহাকার।
কেহ নাই ছোট বড়, নাহি ঘৃণা দ্বেষ,
তুচ্ছ ধনরত্ন তরে মনে হিংসালেশ।
রোগে শোকে নাহি তাপ,—মরণ-যন্ত্রণা,
হৃদয় পুণ্যেতে ভরা, থাকে না বাসনা।
মনে হয়—এই ঘন নীলাম্বর-পারে,
তোমার বিশাল পুরী শূন্যের মাঝারে।

মৃদু-আলো-ছায়াময়, স্নিগ্ধ রবিকর,
কত শত বরষিত জ্যোতি তার পর।
কত চন্দ্র কত গ্রহ বেড়ায় ছুটিয়া,
ফুটন্ত নক্ষত্রহার দ্বারেতে ফুটিয়া।
কুসুম-সুবাসে ভরা চারু উপবন,
মন্দাকিনী বহিতেছে গরবে আপন।
সেই স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোভার আধার,
তোমার সুন্দর পুরী মাঝখানে তার।
ক্ষুদ্রশিশু মার কোল তেয়াগি, সেখানে
দেবদূত হ'য়ে গিয়ে ভ্রমিছে কাননে।
তুলিছে কি দুই হাতে মন্দারের ফুল,—
যা হ'তে তাদের মুখ আরও অতুল ?
চিনিবে কি মায়ে তারা, হায় রে যখন
জননীও প্রবেশিবে সে পুণ্য ভবন।
তোমার মধুর কোলে এখন যাহারা
ভ্রমিতেছে যেন সব কক্ষভ্রষ্ট তারা—
তার পর কোথা সেই শান্তিনিকেতন,
দয়াময় অখিলের অনাথশরণ,

কোথা সেই গৃহ তাঁর পুণ্যজ্যোতি-ঘেরা,
যদিও গো দীন হীন মানব আমরা—
তাঁহারি ত হাতে গড়া খেলার পুতুল,
দেখি সেই যাদুকরে, ভেঙ্গে যাক ভুল!
সবে বলে, কায়াহীন ছায়াহীন দেহ,
এ অবধি আঁখি-আগে দেখে নাই কেহ।
মরণের পারে গিয়া দেখা পায় তাঁর,
কোথা সেই জগদীশ, দেখি একবার।
সয়েছি দারুণ জালা; কত সাধ যায়,
ফুটাইতে প্রেম-রূপ এ মরু হিয়ায়।
সবে বলে নাহি রূপ, নাহি সীমা তাঁর,
তবে এত রূপসৃষ্টি কেন গো ধরার!
ফলফুলে বৃক্ষদলে শোভিতা ধরণী,
শ্যামল শস্যের ক্ষেত্র কনকবরণী।
মানবের দেহে কেন এত রূপভার,—
কোথা সেই কায়াহীন ছায়াখানি তাঁর?
যে যা বলে বলুক সে, আমি স্থির জানি,
কায়াময়ী ছায়াময়ী জগৎ-জননী।

দুঃখক্লান্ত অতিশ্রান্ত কাতর সন্তানে
আপনি সস্নেহে আসি কোলে ল'ন টেনে।
তাই যবে আপনার হৃদয়ের ধন
চলে যায় শূন্য করি সুখের ভবন,
বলে সবে, সুখে রবে 'জননীর কোলে';
তাই প্রাণ স্থির হয় সান্ত্বনার বোলে।
মরণ! তুমিও শুধু পুতুল-খেলার;—
যে পথে চালান, চল সেথা অনিবার।
তুমি এসো, দেখি সবে—যে রূপ তোমার,
বিকৃত করিয়া ফেলে তনু সুকুমার।
তব অন্ধকার রূপে কেঁপে উঠে হৃদি,
কেন এসো? শীঘ্র এসো, আসিবে গো যদি।
চাহে না মরণ যারা, তবুও গো কেন,
মায়ার বাঁধন তব জড়াইছ হেন!
কত হৃদি শূন্য হয় পরশে তোমার,
তোমার কি দোষ, তুমি পুতুল-খেলার।
সকলেই বলে শুনি এ শুধু 'নিয়তি',
কিন্তু হায় নিয়তির কে সে অধিপতি?

তাঁরি খেলা, তাঁরি সব, আর কারো নয়,
নিতি ভাঙ্গা নিতি গড়া এই সমুদয়।
মরণ! তোমার এই দারুণ তুষার—
শেষ আর তল বুঝি নাহিক তাহার!
যা কিছু সুন্দর আর যা কিছু শোভন,
সবে জাগে তৃষাতুর তোমার নয়ন।
শোভাময়ী সুখময়ী পুরী সে তোমার;
তা ব'লে সুন্দর সব হ'রো না ধরার।
ছিন্ন করি নারী-হৃদি অতি সুকুমার,
অকালে কুসুম সব হরিলে আমার।
জানি পাব তাহাদের, হ'লে অবসান
দুঃখক্লিষ্ট মোর এই ছার তনুখান।
অনল-পরশে যথা হেম উজলায়,
তেমনি নবীন কান্তি ধরি পুনরায়,
যাব সে অনন্ত গেহে, হারাইনু যারে,
মৃত্যুর মধুর কোলে, জানি, পাব তারে।
তাই এই ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া সকলি
হৃদয় অসীম বলে হয়ে আছে বলী।

চাহি না, ডাকি না কভু তোমায় মরণ;
এসো তুমি—যবে হবে সময় আপন।
আমি দেখি ধরণীর মাধুরী নবীন,
আছি আর এ জগতে এই যত দিন;
ক্ষুদ্র এই বিরহের ক্ষণ অবসান
হবে যবে, হবে সুখী মোর এই প্রাণ।

একাদশী।

[নববিধবার।]

এত ত্বরা বল তুমি কেন আজি দিলে দেখা ?
ছিন্ন লতিকার প্রায় আজিকে বালিকা একা
হারায়ে নয়নমণি বিবশা লুটায় ধরা,
ভাঙ্গিতে তাহার প্রাণ কেন এত এলে ত্বরা ?
কত দিন আসিয়াছ মেঘমুক্ত শুক্লাম্বরে,
—তব আগমন হেতু চাঁদের কিরণ ঝরে।
আজ দেখে হয় ভয়! কেন সে বালিকা-হৃদি
দহিতে আসিলে বল এত ত্বরা এলে যদি।
নাহি শশী, নাহি তারা, গগন আঁধারময়,—
তাহারি প্রাণের ছায়া যেন প্রতিভাত হয়।
সপ্তদশ বর্ষ সবে, তোমার কঠিন করে
অমন নিদয় ভাবে পরশ করো না তারে।
কত অভাগীর হৃদি আজিকে ভাঙ্গিয়া যায়,
কার অভিশাপ তুমি জন্মিয়াছ এ ধরায়।
প্রতি ঘরে অশ্রুজল, প্রতি ঘরে হাহাকার,
অভিশপ্ত জীবনের তুমি কি বেদনা কার ?

অমন বিদীর্ণ হৃদি সুকুমার লতিকায়
বর্ষিতে অনলকণা তুমি এলে এ ধরায়।
দাও দুঃখ, ক্ষতি নাই, লয়ে যাও সাথে তবে,
ধরণীর দুঃখভার কচি প্রাণ নাহি সবে।
লয়ে যাও, সঁপে দিও তাঁর হৃদি-দেবতায়—
বিরাজেন সেইখানে— তাঁহারি চরণ-ছায়।
ভুলিবে সে দুঃখজ্বালা, লয়ে যাও সাথে করে—
যেথানে প্রেমের সুধা ঝরে, সেই স্বর্গপুরে।
নাহি সেথা পাপরাশি, পৃথিবীর ধূলিজাল,
হৃদয়ের পুণ্য প্রেম নাহি করে অন্তরাল।
বিচ্ছেদ মরণ নাহি, নাহি স্বপ্ন-অবসান,
লয়ে যাও সাথে করে তার অবসন্ন প্রাণ।
সঁপি দাও অভাগীরে তার হৃদি-দেবতায়,—
যদি আসিয়াছ তুমি লয়ে তবে যাও তায়।
না হ'লে আসিলে কেন ? ছিন্ন লতিকার পারা
হারায়ে আশ্রয় নিজ রয়েছে আপনা-হারা—
ভাঙ্গা প্রাণ আর কেন ভেঙ্গে কর শতখান,
তা হ'লে জুড়াবে কি গো তোমার বিশাল প্রাণ ?

অমন বিষণ্ণ মুখ দেখে তব হৃদে হায়
একটু করুণাবিন্দু আজিকে নাহিক ভায়!
তুমি কি না ত্বরা করি আসিলে ভাঙ্গিতে প্রাণ—
ভেঙ্গে দাও ভাঙ্গা হৃদি—করে ফেল শতখান।

—•◦•—

বঙ্কিমচন্দ্র।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

গোবিন্দলাল।

সরল জীবনপথ, হৃদয় উদার,
ক্ষুদ্র সে নীলিমময়ী অপরাজিতাটি
ভাবিয়াছে জীবনের কামনা তোমার,
তারি মুখে স্বর্গছবি উঠিতেছে ফুটি।
সহসা যৌবনকুঞ্জে বসন্তের সাথে
ফুটন্ত মালতীগুচ্ছ কে আনিল হায়!
মদিরকুহকময় সে মধুর প্রাতে,
সে সুবাসে হৃদি মন গিয়াছে হারায়।
প্রথমেতে মোহ, শেষে পরশ-বাসনা,
সহসা বিষের জ্বালা হৃদয়-মাঝার।
মুগ্ধ তুমি জাননাক সংসার-ছলনা,
ডুবিলে,—কিনারাহীন অকূল পাথার।
ভাল শোভা ছিল শুধু সেই নীলিমারি,
চাও ক্ষমা, পাবে নাকি? সবি ত তোমারি!

চন্দ্রশেখর।

প্রতাপ।

এখনো সে মনে পড়ে—শৈশবের কূলে
কার ছোট মুখখানি জাগা'ত স্বপন।
সেই মুখ, ধ্রুবতারা তারি মাঝে ভুলে
তুচ্ছ করেছিলে তুমি আপন জীবন।
রাখিল না সে প্রতিজ্ঞা, ভাসায়ে অকূলে,
তীরে সে যে তরুশাখে জড়াল হিয়ায়।
তবু তব প্রাণ আজি কি সংশয়ে দুলে?
রাখিছ তাহার মান সঁপি নিজ কায়।
সহসা পথের মাঝে গর্ব্বিতা ফণিনী
আবার দংশিল বুকে, হৃদয় কাতর,
কোথায় চলিলে আজি? কোথায় না জানি,
বিদায় লভেছ আজ তাই চিরতর।
সে দেশেতে বিষ নাই সাপিনীর মুখে,
মঙ্গল-আশীষে সদা রহিবে গো সুখে।

চন্দ্রশেখর।

জীবন গিয়েছে কেটে জ্ঞানের ধেয়ানে,
সংসারের মায়া মোহ গিয়াছে পাশরি।
সহসা কেন এ মোহ জাগিল পরাণে,
চলিলে গো বাধা পেয়ে উজানেতে ফিরি।
সকলেরি মুগ্ধ আঁখি রূপের ছায়ায়,
জীবন-বসন্ত তব হয়ে এল শেষ।
তবে কেন পড়িলে গো প্রেমের মায়ায়,
বিসর্জ্জিতে জীবনের আকাঙ্ক্ষা অশেষ?
তবু কি উদার ওই হৃদয় তোমার,
কি নীরব কি গভীর প্রণয়ের তল!
ঘৃণাভরে কেহ মুখে চাহেনিক যার,
দেখালে জগতে তারে পবিত্র নির্ম্মল।
শুধু ও দেবত্ব-স্পর্শে হৃদয় তাহার
হয়েছে পবিত্র, পাপ-পঙ্কের মাঝার।

বিষবৃক্ষ।

নগেন্দ্র।

একবার হৃদি মন দিয়েছ সঁপিয়া,
সে ধনেতে অধিকার কোথায় তোমার?
আবার লভেছ তবু তাহাই ছিনিয়া,
একি দ্রব্য প্রত্যর্পণ কর বারবার?
এ জগৎ কবিদের নহেক কল্পনা,
জীবনের পথ শুধু নহে ফুলময়;—
চরণে কণ্টকাঘাতে বাজিবে বেদনা,
নিদাঘের রবিতাপে কুসুম শুকায়।
দু' জনেই বেসেছিল তোমারেই ভাল,
তবু সূর্য্যমুখী শুধু জগতে তোমারি।
পুরুষের দৃঢ়চিত্ত এত কি দুর্ব্বল?
সাধ, রাখ দু'টি ফুল এক বৃন্তে ধরি।
সমীরের ভরে কাঁপে ক্ষুদ্র কুন্দ ফুল,
শুধু সূর্য্যমুখী স'বে ঝটিকা বিপুল।

——o——

দেবেন্দ্র।

ছিল হৃদি, বিকশিত হ'লনাক হায়,
যৌবনেই ও হৃদয় গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
প্রেমের সৌরভ কভু পশেনি হিয়ায়;
অতৃপ্তি যাতনা বুকে গিয়াছে রাখিয়া।
স্বরগেও স্থান নাই, নিরয় গভীরে,
তাই ডুবাইয়া দেছ হৃদি আপনার।
কি সুখ জাগিছে আজি সুরার মাঝারে,
কিন্তু দু' দণ্ডের বেশী থাকেনাক আর।
ও পঙ্কিল হৃদি ল'য়ে এ কি এ বাসনা,
যাইতেছ পরশিতে সে মধু হিয়ায়।
দানবের হৃদে পাপ সুধার কামনা,
দেবতার আঁখিপথে যাহা উজলায়।
যে নিরয়ে ডুবিতেছ—কিনারা কোথায়,
শুভ্র নিরমল করে যে চায় তোমায়?

কপালকুণ্ডলা।

নবকুমার।

সুনীল সে সিন্ধুতটে তুমি আত্মহারা,
দেখিতেছ বনরাজি শ্যামল তমাল।
উচ্ছ্বসিয়ে কূলে পড়ে নীল ঊর্ম্মিধারা,
আর সেই বিকশিত লতিকা রসাল।
প্রকৃতির ধ্যানে মুগ্ধ আপনা পাশরি,
তাই এসেছেন দেবী সমুখে আমার।
কুঞ্চিত অলকজাল মুখখানি ঘেরি,
ছেয়েছে মেঘের মত শোভা পূর্ণিমার।
রূপে মুগ্ধ প্রাণ মন হারালে আপনা,
বনহরিণীরে কেন প্রেমের শিকল ?
সে কি গো মিটাতে পারে প্রেমের বাসনা,
সিন্ধুবারি সম যার হৃদয় চঞ্চল ?
অবিশ্বাস করে তারে এ সন্দেহ হায়,
কলঙ্ক চাঁদের শুধু, নাহিক তাঁহায়।

—◦—

মৃণালিনী।

হেমচন্দ্র।

বীর বলে জানে সবে, কিন্তু সে হৃদয়,
কোমল ব্রততী সম প্রেমতরু-তলে।
আপনার গরিমা সে ফেলেছে হারায়,
আরাধনা করিতেছে নয়নের জলে।
হৃদয়ে জাগিছে কত মহৎ বাসনা,
বীরধর্ম্ম জাগিতেছে সতত আবেগে।
সকলের চেয়ে তবু প্রেম-আরাধনা,
করিতেছে ও হৃদয় প্রেম-অনুরাগে।
গভীর প্রণয়ে তার সন্দেহ সতত,
পরীক্ষা কি করিবে না হৃদয় তাহার?
তোমার বিশাল ওই হৃদয় মহৎ
উপযুক্ত আচরণ এই কি তোমার!
রাজহংস মৃণালিনী বেড়েছে আদরে,
সে বুঝি সন্দেহ শুধু ভুলে যাবে তারে!

পশুপতি।

কি উচ্চ বাসনা জাগে হৃদয়-মাঝার,
কিন্তু সে নীচত্ব শুধু জানায় সংসারে।
ছলিলে যে শত্রু হয়ে প্রভু আপনার,
বিশ্বাসীর এই কাজ জানালে সবারে।
নীচ হৃদি কলুষিত রাজ্যবাসনায়,
তবু কি আলোক ওই জ্বলিছে হৃদয়ে।
শুভ্র সে রমণীমূর্ত্তি দেবীমূর্ত্তিপ্রায়
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় আঁখি রহিয়াছে চেয়ে।
রাজ্যাকাঙ্ক্ষা চেয়ে সে যে আকাঙ্ক্ষা তোমার,
দুটি আশা জ্বলিতেছে যেন বাসনায়।
সেই সুকুমার মুখ জাগে চারি ধার,
শয়নে স্বপনে শুধু আকুল হিয়ায়।
কিন্তু একি সব আশা ভস্ম হয়ে যায়,
হারালে অনল-বুকে দেবীপ্রতিমায়।

আনন্দমঠ।

জীবানন্দ।

কঠিন সে ব্রহ্মচর্য্য নবীন যৌবনে,
ত্যেয়াগিলে সংসারের যতেক বাসনা।
তবু ও নয়ন মুগ্ধ বাসন্তী স্বপনে,
মাঝে মাঝে কার মুখে হারাও আপনা ?
কঠিন বীরের হৃদি নাহি স্নেহ প্রেম,
পাষাণে গলায় কভু কোমল তুষার !
কঠিন সে ব্রহ্মচর্য্য,—নারী আর হেম
হেরিলে ত্যজিতে হবে প্রাণ আপনার।
তবুও প্রেমের ওই মদির কুহকে,
বীর হিয়া আজি তব কেন টলে যায় ?
হৃদয় উছলি কেন উঠিছে পুলকে,
হৃদয়ের দেবতায় কে ভুলে কোথায় ?
জান ত পুরাণ বাণী,—নারীরত্ন বিনা
বীর-পরিচয় কবে কে দিল আপনা !

মহেন্দ্র।

ললিত লতিকা চারু সোহাগের ভরে
তোমার বিশাল হিয়া আছিল জড়ায়।
রাক্ষসী ঝটিকা হায় দলে গেছে তারে,
কোথা কোন পথপ্রান্তে ধূলায় লুটায়।
সহসা পশিল প্রাণে অমৃতের ধারা,
শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ভাসে কি গীতলহরী!
মৃত-সঞ্জীবিত প্রাণ হায় আত্মহারা,
আত্মবলিদান ক'রে কি উৎসাহে মরি!
তাহারি প্রেমের সেই নিঃস্বার্থ বাসনা,
তোমার মহৎ প্রাণে হয়েছে প্রকাশ।
প্রেম-দেবতার পায়ে সঁপিয়া আপনা,
কোন অন্ধকার গেহে করিতেছে বাস
লক্ষ্মীর আবাসস্থল সমুদ্রের নীরে,
আবাহন করি আন হৃদয়-মন্দিরে।

দুর্গেশনন্দিনী।

জগৎ সিংহ।

আঁধার নিশীথে সেই পথহারা পথে,
কোন শুভক্ষণে আজি আসিলে হেথায়?
সরল উদার সেই হৃদয়ের পাতে
সহসা প্রেমের আলো কে দিল জাগায়?
মন্দিরে দেবতা-পার্শ্বে হৃদয়দেবতা,
দেখে লও তৃষিত সে দুটি আঁখি ভরি'।
দেবাদেব দেখাবারে আনিলেন হেথা,
স্বপনের দেশ কোন শুভবিভাবরী।
অমন সুন্দর ওই স্বর্গের কুসুমে,
কেন এ কঠিন বাণী, দেখিলে শুকায়।
কি মদিরা পিয়ে আজি মগ্ন তুমি ঘুমে,
চরণে দেবতা ঠেলি ফেলিলে গো হায়!
খরতাপে শুষ্ক ফুল যায় বুঝি ঝরে,
বাঁচাও এখনো তায় নয়ন-আসারে।

ওসমান।

সকলি বীরের মত, সকলি মহৎ,
ধরার আরাধ্য দ্রব্য আছে সমুদয়।
শত্রু প্রতি কৃপাকথা জানিছে জগৎ
কঠিন হৃদয় তবু কি মমতাময়!
কে এ দুরাশা প্রাণে পাবে না যাহায়,
প্রেম দুই জনে কভু হয় সমর্পণ!
ভগিনীর স্নেহ তার হৃদয়-ছায়ায়;
তবু তুমি কেন চাও হৃদি-সিংহাসন?
নদী সে ত ছুটিতেছে সাগরগামিনী,
ক্ষুদ্র শৈলখণ্ডে সে কি মানে বাধা?
সবলে করিতে চাও রুদ্ধ প্রবাহিণী
কেন শুধু সবে প্রাণে নিরাশার ব্যথা?
যতটুকু স্নেহকণা বিতরে তোমায়,
তাই থাক, দেছ প্রাণ কেন বিনিময়?

——o——

দেবী চৌধুরাণী।

ব্রজেশ্বর।

শৈশবের সে বন্ধন বিবাহের রাতে,
শুধু হাতে হাত সেই, আর কিছু নয়।
তার পর কথা তার মিশা'ল ধূলাতে,
ছুটি রমণীর সাথে প্রেম-অভিনয়।
একটি উচ্ছ্বাসময়ী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,
প্রেমের তরঙ্গ আসি মিলিছে তোমায়।
অপরটি পঙ্কিলা সে ক্রুদ্ধ তরঙ্গিণী
তোলপাড় করে হৃদি কি হিংসা-ছায়ায়।
সহসা সে শান্ত মূর্ত্তি, নলিনী নয়ন,
কি বিপ্লব করিল ও হৃদয়-মাঝার!
ছু'খানি অধর সেই কাঁপিল যখন,
একটি চুম্বনে বাঁধা হৃদি আপনার।
সে অবধি অন্ধ আঁখি এ কোন মায়ায়,
কে এনে জাগা'ল স্বর্গ হৃদয়-ছায়ায়?

—o—

রজনী।

অমরনাথ।

জীবন-বসন্তে তব ভেঙ্গে গেছে ভুল ;
চলিয়াছ সংসারের বন্ধন ছাড়িয়া।
বরষার বারি সম প্রণয়ের কূল
ভরেছিল, নিশ্বাসেতে গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
সহসা এ অন্ধ-নারী তটিনীর তীরে
কি নব আকাঙ্ক্ষা তব জাগাল হিয়ায়!
একি উপাদান তব প্রতিশোধ তরে,
অথবা নবীন প্রেম জাগে পুনরায়?
তবে কেন এ হিল্লোল কম্পিত হৃদয়ে?
আপনার স্বার্থ বলি দিলে কি কারণে?
অথবা মহিমাময়ী সে তোমার চেয়ে,
তাই জয়ী প্রতিবার এ সংসার-রণে।
যাও স্বার্থত্যাগী যোগী! সেই পরলোকে,
এই ছার প্রেম সেথা কিছু নয় চোখে।

শচীন্দ্র।

শুধু খেলা-ছলে হেরি অন্ধ ফুল-নারী,
একি দাগ রেখে গেল হৃদয়-মাঝার।
পরকে ধরাতে গিয়ে আপনারে ধরি,
সঁপিয়া আসিলে সেই চরণেতে তার।
কে বুঝে প্রণয়-লীলা ? কি খেলা তাহার !
তবে তার স্পর্শে যায় খসিয়া শৃঙ্খল।
নহিলে ঘুমের মাঝে স্বপন-মাঝার,
কে দেখা'ত প্রণয়ের বিচিত্র কৌশল ?
সমুখেতে লীলাময়ী ছুটিছে তটিনী,
অন্ধ ফুল-নারী তাহে ডুবিবারে চায় ;—
এই হেরি কি তুফান হৃদয়ে না জানি,
হৃদয়ের গ্রন্থি বুঝি ভেঙ্গে চুরে যায়।
ধীরে গো রজনী ! ধীরে, এস নেমে ধীরে,
শচীন্দ্রের প্রেমভরা হৃদয়ের পুরে।

সীতারাম।

সীতারাম।

কখনো আকাঙ্ক্ষারাশি জাগেনি হিয়ায়,
মনে না জাগিতে সাধ, হাতে এনে ধরে।
বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি, সুখী এ ধরায়,
রমণীর প্রণয়ের অসীম সাগরে।
সেই সুখোশ্বৈর্য্য মাঝে প্রদীপের প্রায়
সহসা কি মৃদু জ্যোতি জাগিল আবার!
কেহ কি অমূল্য দ্রব্য হেলায় হারায়?
রূপশিখা নিভে কি গো অতৃপ্তি-মাঝার?
কখনো টলেনি পদ ছার প্রলোভনে,
আজ এ কি মত্ত নেশা হৃদয়ে তোমার?
সব ধর্ম্ম বলি দিলে একার চরণে,
নিজ আবরণ ফেলি হ'লে ধূলিসার।
অধর্ম্মে ও প্রলোভনে নাহি কভু জয়,
আত্ম ভুলি' সংসারেতে তাই পরাজয়।

বনবাস।

নিবিড় জলদে ঢেকেছে গগন,
চমকিত অতি পথভ্রান্ত মন,
বহিছে প্রবল উন্মত্ত পবন,
তটিনী ছুটিছে কাননে।

একাকিনী হেথা পথহারা পথে
জনকদুহিতা, কেহ নাহি সাথে,
ঝর ঝর অশ্রু ঝরে আঁখিপাতে,
বারিধারা ঝরে গগনে।

বিজলীর আলো উঠিছে জ্বলিয়া,
শ্মশানের বুকে জ্বলিয়া নিভিয়া,
যেন চিতালোক তেমনি করিয়া,
হৃদয় উঠিছে শিহরি।

প্রকৃতির এই মূরতি ভীষণ,
জানকীর তাহে দহিছে কি মন,
হৃদয়ে যে জ্বলে তীব্র হুতাশন,
নিভাবে তাহারে কি করি!

কোথা গৃহ তার, কোথায় স্বজন,
কোথা গেল সেই রাজসিংহাসন,
দূর্ব্বাদল শ্যাম নয়ননন্দন
কোথায় প্রাণেশ তাহার।

কি অসীম বলে হৃদি বলীয়ান,
অন্তর্য্যামী যিনি সর্ব্বশক্তিমান,
তাঁহারি চরণে লীন মন প্রাণ,
হয়েছে সমাধি মাঝার।

—o—
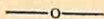
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুন।

গীত।

বল মোরে কমললোচন!
কেন এই জীবহিংসা তরে
করিতেছ এত আয়োজন?
সবি যাবে দু'দিনের পরে।

দয়াময় তুমি ভয়হারী
ও চরণে লয়েছি শরণ,
বল দেব বুঝিতে না পারি,
সৃষ্টি কেন কর বিনাশন।

ভাই ভাই কেন এ লালসা
শোণিতের দুরন্ত প্রবাহে,
মেটে নাকি রাজ্যের পিপাসা,
চিরদিন বনবাসে রহে।

কেবা কার? অণু পরমাণু,
ধূলি সাথে মিশাব ধূলিতে।
চিরমেঘে কেন দীপ্ত ভানু
ঢাকিতেছ এই সংগ্রামেতে।

বীর-ধর্ম্ম অস্ত্র-সঞ্চালন
এই শুধু কঠিন হৃদয়ে।
ক্ষমা সে যে শ্রেষ্ঠ আভরণ,
শত শ্রেষ্ঠ শোণিতের চেয়ে।

রাজ্য চায় লউক তাহারা,
আমরা ও চরণ-কাঙালী।
অই রাজ্য স্বর্গ চায় যারা,
তারাও প্রয়াসী বনমালী।

কি জগৎ সমুখে নেহারি,
ও চরণে কি বৈকুণ্ঠ রাজে।
ছার আশা নিবারি শ্রীহরি,
যেন লীন হই ওর মাঝে।

দয়াময় করেছ সৃজন,
কেন তবে সংহার-মূরতি ?
হৃদয়েতে শান্তির আসন,
বিছাইয়া থাক দিবারাতি।

থেকে থেকে শিহরায় হৃদি—
শত শত পুত্রহীনা নারী
অশ্রুজলে বহাইছে নদী,
পতিহীনা করাঘাত করি।

থাক দেব সংগ্রামলালসা,
হৃদয়েতে জাগাও করুণা।
প্রলয়ের নাহিক পিপাসা,
ও চরণে হারাব আপনা।

পীতাম্বরে ঢাক শ্যাম তনু,
নব-জলধর বেশ ধরি,
এস কাছে, অণু পরমাণু
মিশে যাবে তোমাতে শ্রীহরি!

হৃদয়েতে তোমার আসন,
নয়নেতে তোমার মূরতি ;
মুখে করি সুধানামগান,
কাজ নাই দীপ্ত যশোভাতি।

—০—

যেতে যেতে।

যেতে যেতে ফিরে চায় সজল নয়নে ;
বিদায়ের বেলা যায়,
রাখিতে পারে না তায়,
কি কম্পিত রুদ্ধ স্রোত উছলে পরাণে,
মরিয়া গিয়াছে হাসি অধর-শয়নে।

যায় আর ফিরে চায়, আসে গো আবার,
করতল তুলি মুখে,
চুমিছে আকুল সুখে,
অঙ্কিত করিছে ছবি হৃদে আপনার,
মেটে না দেখার সাধ, চোকে অশ্রুধার।

যায় আর ফিরে চায়, রহে চেয়ে ভুলে,
মলিন মু'খানি তার ঢাকা এলো চুলে।
এক হাতে বুক চাপি,
সেই মুখে দৃষ্টি রাখি,
চেয়ে আছে অশ্রুরাশি, আঁখি-উপকূলে।

একবার প্রাণ ভরে, চাহিল আবার,
শুধু সেই দৃষ্টি হায়—
বুঝি তাহে সাধ যায়,
বাঁধিতে অপর হৃদি হৃদে আপনার,
তাই বুঝি যায় আর চায় বার বার।

যেতে যেতে ফিরে চায় সজল নয়নে,
ঘন সেই তরু-ছায়
আর দেখা নাহি যায়,
শুধু সে কুঞ্চিত কেশ পড়েছে আননে,
শুভ্র সে অঞ্চলখানি উড়ে সমীরণে।

এই বুঝি শেষ দেখা হ'ল সমাপন,
রমণী চাহিয়া ধীরে,
আঁখি পূর্ণ অশ্রুনীরে,
ধরিছে দুইটি করে হৃদয় আপন,
যেতে যেতে মনে পড়ে সজল নয়ন।

—o—

অষ্ট বর্ষ।

আমাদের পরিচয় দু' দিনের নয়,
জন্মজন্মান্তরপারে হবেনাক লয়।
একটু সে লাল সুতা শুভ্র ফুলহারে,
দুইটি হৃদয় বাঁধা চিরজন্ম তরে।
কখন ত জানি নাই বিবাহ কেমন,
পুতুলের বিয়ে দিই মনের মতন।
ছিল না তাহাতে এত সমারোহরাশি,
মুখে মিছা হুলুধ্বনি আর উচ্চ হাসি।
তার পর সেই আমি শৈশববেলায়,
আনন্দে রয়েছি ভোর পুতুলখেলায়।
হ'ল বিয়ে, মনে হয় গোধূলি-আলোকে,
পুরেছে প্রাঙ্গন সেই কত শত লোকে।
সারাদিন উপবাসী, তবুও নয়ন
উঠিছে উজলি, ঝরে হাসির কিরণ।
রাঙ্গা বাসে ঢাকা তনু চারু অলঙ্কারে,
চারি দিকে পুরনারী মঙ্গল আচারে।

সেইখানে কোলাহলে শৈশব-হৃদয়ে,
শুভদৃষ্টি কার সনে দেখিলাম চেয়ে।
বালিকা, তবুও আমি বুঝিলাম তায়,
আকুল-আগ্রহ-ভরা দুটি আঁখি চায়।
সেই হাতে হাত বাঁধা ফুলের মালায়,
তখনো জানি না প্রেম কেমন ধরায়।
সেই সুখময়ী নিশি, মধুর বাসর,
এখনো জাগিয়া আছে এ হৃদয় প'র।
সেই আলোকিত গৃহ দীপের মালায়,
সজ্জিত রমণীকুলে গৃহ শোভা পায়।
প্রথম মায়ের কোল ছাড়ি ধরা'পরে,
সকলে সঁপিয়া দিল সেই কার করে।
মনে পড়ে ফুলশয্যা ফুলের মাঝার,
একটি পাষাণমূর্ত্তি কোন বালিকার?
প্রথম তোমার বাণী শুনিনু শ্রবণে,
সেও সেদিনের কথা যেন হয় মনে।
তার পর দূরে দূরে কাটানু দু' জন,
ভেঙ্গে গেল কার স্পর্শে শৈশবস্বপন?

চঞ্চল চরণ যেন চলেনাক আর,
আর সেই মুক্তগতি নাহি বাসনার।
কার কথা, কার স্নেহ সদা জাগে মনে,
কাহার প্রেমের ছবি জাগিত নয়নে?
ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের খুলে গেল দ্বার,
বসানু তোমারি মূর্ত্তি হৃদয়-মাঝার।
এখনো হতেছে মনে যামিনীর শেষে,
কাঁদিয়া বিদায় নিয়া যেতে অবশেষে।
দিন গুণে' দেখা হ'লে উছলিত হিয়া,
প্রেমের কিরণ আঁখে উঠিত জাগিয়া।
মুখে ফুটিত না কথা নয়নে নয়নে
কাটিত সে দীর্ঘ নিশা আশার স্বপনে।
বিরহের ভয়ে শুধু কাতর পরাণ,
দু' দণ্ডের দেখা সে ত হ'ত অবসান।
তখনো বুঝিনি ভালো, তখনো হৃদয়ে
বালিকার খেলা ধূলা রেখেছিল ছেয়ে।
দেবতার ভালবাসা, আকাশের ফুল,
এই ভেবে চেয়ে থাকি, পাছে ভাঙ্গে ভুল।

তার পর প্রবাসেতে সুদূরে কোথায়,
চলে গেলে একাকিনী করিয়া আমায়।
দিন গুণে' মাস যায়, ক্রমে বর্ষান্তরে,
দেখা শুনা দুই জনে ভাবি চিরতরে।
তখন বুঝিনু তোমা, অভিমানে মন
না হেরিলে একপল অশান্ত এমন।
সব কাজে সব সুখে তোমারে সে চায়,
কি অভাব না হেরিলে হৃদয়-ছায়ায়।
সেই ছলা ধ'রে বৃথা অভিমান ক'রে,
মধুর বিবাদ দোঁহে করি ক্ষণ তরে।
সেই অশ্রুজলরাশি শেষ করে যায়,
মুহূর্ত্তের অভিমান কালো মেঘ-ছায়।
দু'দিনে ফুরাল খেলা, আসিনু চলিয়া,
বিরহের কূলে দোঁহে চলেছি ভাসিয়া।
হ'ল দেখা ছোট সেই প্রণয়ের ফুলে,
তুমি আমি দুই জনে চেয়ে দেখি ভুলে।
সমস্ত জীবন হ'ল সুন্দর মধুর,
এই ধরা হ'ল যেন নব সুরপুর।

চাহি না ধরার সুখ, ঐশ্বর্য্য রতন,
চিরদিন কাছে কাছে থাকি তিন জন।
তাও গেল, সে সুখ ত দু' দিনে সহসা
শূন্য মরু সম প্রাণে ছাইল তমসা।
সহস্র অভাবে হৃদি হতেছে অধীর,
শত শত ঝঞ্ঝাবাতে কেহ নহে স্থির।
দু' জনেই পশিলাম সংসারমায়ায়,
স্বপন-নেশার ঘোর জাগে না হিয়ায়।
বিধাতার হাতে গড়া এ প্রেম কেবল,
দারুণ আঁধারে শুধু রয়েছে উজল।
এরি মুখ চেয়ে সহি সহস্র বেদনা,
ইহারি পানেতে চেয়ে বেঁধেছি আপনা।
এইরূপে অষ্ট বর্ষ হয়েছে বিগত;
এরি মাঝে চিত্রাঙ্কিত কথা কত শত।
এই মান, অভিমান, বিরাগ, বেদনা,
কত সুখ, কত স্বর্গ হারায়ে আপনা।
কত অশ্রুজল, কত পুণ্য, প্রীতি, হাসি,
চিরাঙ্কিত অষ্টবর্ষে হ'ল রাশি রাশি।

মনে রেখো, যদি যাই, শেষ হয় দিন,
এরি মাঝে তারি কথা রহিবে বিলীন।
শৈশবে সে বালিকার সরল কাহিনী,
কিশোরে দুরন্ত সেই হৃদয়-বাহিনী,
যৌবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা
স্থাপিয়া পূজেছি চিত্তে, এই সব কথা
মনে রেখো, এক এক স্মৃতি মধুময়
করিয়াছে পূর্ণ যেন সারা এ হৃদয়।
আজ এই অষ্টবর্ষ মিলনের দিনে,
ছাড়াছাড়ি কত দূরে কোথা দুই জনে।
প্রাণ যেন দেহ ছাড়ি উদ্দেশে কোথায়
চলে গেছে দেখিবারে তার দেবতায়।
আশীর্ব্বাদ যাচিতেছি ঈশ্বর-চরণে
শত শত অষ্টবর্ষ মধুর মিলনে,
এমনি কাটুক সুখে; জীবনে মরণে
বাঁধিয়া এ চির-ডোরে দোঁহায় দু'জনে।
আমি শুধু এই চাই; অন্য বাসনার
কামনা নাহিক এই হৃদয়ে আমার।

পরিত্যক্তা।

অর্দ্ধবাসে একাকিনী নিবিড় কাননে,
ঘুমেতে মগনা বালা তরুর ছায়ায় ;
বরষিছে জ্যোৎস্নাধারা রজতকিরণে,
কুঞ্চিত কুন্তলরাশি ভূমেতে লুটায়—
ললিত বাহুর পরে শির হেলাইয়া,
চারু তনু আবরিত আধেক বসনে ;
সহসা ঘুমের ঘোরে দেখিল চাহিয়া—
একা সেথা, সাথীহারা বিজন গহনে।
সহসা প্রাণের তন্ত্রী থেমে গেল হায়!
অসহায় একা সেই উন্মাদিনীবেশে—
নেহারিয়া বনপ্রান্ত ঊর্দ্ধপানে চায় ;
কে তারে যোগাবে বল এ কাননে এসে?
আধ ঘুমে শ্রান্ত আঁখি, আধ জাগরণ,
চাহিয়া চিত্রের প্রায় মেলিয়া নয়ন।

গ্রাম্যপথ।

গিয়েছিনু গ্রাম্যপথে ভ্রমণের তরে,
কি সুন্দর দৃশ্য জাগে নয়নের পরে!
প্রকৃতি হেথায় আসি
মোহিনী রূপের রাশি
সাজাইয়া রাখিয়াছে যেন থরে থরে।

সমুখে শস্যের ক্ষেত্র শ্যামলবরণ,
আদরে দোলায়ে যায় সান্ধ্যসমীরণ,
পর্ব্বতের তল দিয়ে
সলিল আসিছে বয়ে
ধান্যক্ষেত্র স্নেহ-সিক্ত হইছে কেমন!

কোলের রমণী দূরে কুটীরের ছায়,
সন্তান বুকেতে বাঁধা, অনিমেষ চায়!
আধো-আলো আধো-ছায়া,
এ যেন কাহার মায়া,
কোন যাদুকর আজি এ খেলা খেলায়?

অৰ্দ্ধ পথ ছায়াময় সন্ধ্যার আঁধারে,
ও ধারে শোভে কি দৃশ্য অস্তরবিকরে!
সোণালী গগন-বুকে
কি শোভা ফুটেছে সুখে,
কি শোভা সোণালী ওই গিরি-শির-প'রে।

কি শোভা তরুর শিরে রত্নসম জ্বলে,
কুটীর মিশিয়া যায় সোণালী অনলে;
অৰ্দ্ধ শস্যক্ষেত্র-বুকে
রবিকর খেলে সুখে,
যেন শুধু স্বর্ণক্ষেত্র দেখাইছে ছলে।

কি নীলিমা বিকশিত হয়েছে এ ধারে,
পুলক-কম্পিত সেই শ্যাম-শস্য-থরে।
সুনীল গগনতল,
শ্যাম পল্লবের দল,
ঘন নীল শোভিতেছে উৰ্দ্ধে গিরিশিরে।

চেয়ে চেয়ে ভরে আসে যেন এ নয়ন,
সে জাগ্রত ভাব যেন ঘুমন্ত এখন;
সে দৃশ্য মিশাল দূরে,
ঘন অন্ধকার-পুরে
বিশ্ব যেন মিশে গেল ছবির মতন।

—o—
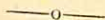
দ্বিপ্রহরে।

বাতায়নে।

কি সাজেতে মায়াবিনী সেজেছে প্রকৃতি,
কোথায় লুকা'ল তার স্নিগ্ধ মধু হাসি।
সমীরণে ভাসে কা'র শোকময় জ্যোতি,
তরঙ্গে তরঙ্গে নদী উঠিছে উচ্ছ্বসি।
মহানিম বৃক্ষগুলি ছুলিছে সমীরে,
এখনি ভাঙ্গিয়া গৃহ পড়ে শির ছায়।
গগনে আঁধার মেঘে অশ্রুবারি ঝরে,
উত্তপ্ত ধরণীতল সিক্ত করে তায়।
কেন এই শোক-বেশে সেজেছে প্রকৃতি ?
ছিঁড়িছে কুন্তল হতে ফুল-অলঙ্কার,
দুরন্ত হৃদয়-লীলা সুতীক্ষ্ণ অতি,
ঝটিকা দাপটি' শুধু করে হাহাকার !
চাহিয়া রয়েছি এই প্রলয়ের পানে,
হৃদয় ভরিয়া উঠে কিসের তুফানে।

সন্ধ্যায়।

নদীতীরে।

দুরন্ত শিশুর মত খেলা-অবসানে,
ঘুমায়ে পড়েছে যেন বিশাল তটিনী,
শোভিছে গগনে মেঘ রঞ্জিত বরণে,
বিহগ ফিরিছে নীড়ে; স্তব্ধ কলধ্বনি,
আর্দ্র বাহু অলসেতে বহিছে সুধীরে,
শ্যাম সিক্ত বৃক্ষ হ'তে ঝরে বারিকণা;
সপ্তমীর অর্দ্ধ চাঁদ আকাশ-উপরে
একটি তারকা ফুটে হারায় আপনা।
পরপারে সন্ধ্যালোক আসিছে ঘনায়ে,
শ্যাম-তরু-শিরে স্পর্শে নীল মেঘরাশি।
মহানদী কিছু দূরে গিয়াছে মিলায়ে,
তটিনী গগনে যেন দোঁহে মেশামিশি।
একাকী দাঁড়ায়ে কূলে ভিজে আঁখি-কূল
হৃদয়েতে জাগে কত মোহময় ভুল।

—o—

পথের পথিক।

একাকী পথিক আমি সংসার বিদেশে;
একাকী আপন মনে, বেড়াতেছি কত স্থানে,
নবীন পরাণে কত যাইতেছি ভেসে।
নবীন বসন্ত সুখে শোভে শ্যাম ধরা বুকে,
গুঞ্জরি ভ্রমর গায় কি রাগিণী এসে।
স্নিগ্ধ জ্যোছনার ধারা, আমার পরাণে সারা
কোন স্বর্গপুর হ'তে যাইতেছে মিশে।

আজ আসিয়াছি যেন কোন মায়াপুরে;
কোন স্বপ্নময়ী-বেশে, কে দেখা দিবে রে এসে
সহসা মিলিবে হৃদি তারি মধুস্বরে।
পর জনমের হায়! যেন কে গো পথ চায়,
আমারি পথের পানে কত ভাবভরে।
যেন কোন সুধা-পুরে পারিজাত শোভা করে,
কোন হৃদি মগ্ন যেন, সে সুবাস-ঘোরে।

সহসা পথের মাঝে চকিত দু'জন,
আঁখির ত দেখা নয়, কল্পনার পরিচয়,
কোন জন্মান্তর পরে আত্মার মিলন।
অদৃশ্য শৃঙ্খলে আজি পরাণের কাছাকাছি
মধুর প্রেমের ডোরে পড়িল বন্ধন।
দেখা শোনা কিছু নয়, কবে কার পরিচয়?
তবু যেন আজন্মের আপনার জন।

এ কি নিমেষের স্বপ্ন ফুরাবে নিমেষে?
কে জানে জীবন-পথে, মিলিব কি যেতে যেতে,
এমনি সহসা দেখা দেখিব কি এসে?
দেখি আর নাই দেখি, হিয়াতে অঙ্কিত রাখি,
চলেছি পথিক আমি সংসার বিদেশে।
সহসা ঘটনা বলে যদি কভু দেখা মেলে,
চিনিব কি দু'জনায় দোঁহে অবশেষে।

—o—

পারুলের প্রতি।

শুভাশীর্ব্বাদ।

এখনো মুকুল শুধু, উঠেনিক ফুটে,
এখনো সরল হাসি ভাসে রাঙা ঠোঁটে।
এখনো পারুল ফুল শিশিরের বুকে,
আদরে সোহাগে সদা রহিয়াছে সুখে।
সংসারে লুকায়ে আছে মায়ের অাঁচলে,
আজ তোরে সঁপে সবে ভাসি অাঁখিজলে!
পতি সাথে চিরসুখী পুলকিতমনে
কাটাইও এ জীবন মিলিয়া দু'জনে।
তারি সুখ দুঃখ সেই তোমারি ত হবে,
সূর্য্যমুখী সম নিজ রবি পানে চাবে।
সতী দময়ন্তী নাম, সাবিত্রীর কথা,
দুঃখিনী সীতার গীতি রেখো মনে গাঁথা।
সতী সে গান্ধারী নিজ অন্ধ পতি তরে,
রেখেছিল নিজ অাঁখি চিরাবৃত করে।

এই করি আশীর্ব্বাদ,—ও রাঙা অধরে,
হাসি যেন চিরদিন সুখে বাস করে!
আমাদের ছিলে তুমি, হলে আজ পর,
লক্ষ্মীর সমান কর উজ্জ্বল সে ঘর।
যাহাতে ও পুণ্য ছায়া পড়িবে তাহায়
সব যেন হাসিমাখা হয়ে উজলায়।
হাতে নোয়া ক্ষয় যায় অক্ষয় সিন্দূরে।
সীমন্তে বাড়ায় শোভা যেন চিরতরে।
মা আমার হাসিরাশি আনন্দ-মূরতি,
জাগে হৃদে চিরদিন ও মধুর ভাতি।
সেই ছ'মাসের মেয়ে মোমের পুতুল
আজি যেন বিকশিত সুরভি মুকুল।
হেসে, সুখে চিরকাল থাক গো ফুটিয়া,
রূপের প্রভায় গৃহ উজ্জ্বল করিয়া।
রমণী-ভূষণ শুধু নয় অলঙ্কার,
গুণরাশি রূপপ্রভা বাড়ায় তাহার।
লক্ষ্মীর সমান হও, ইহাই বাসনা,
তুলিলে অঙ্গার করে হয় যেন সোনা।

মা আমার এই ক'টি স্নেহছত্র তোরে
দিতেছি প্রবাস হ'তে কত না আদরে।
তোর অশ্রুজলে ভরা নলিনী-নয়ন
মনে পড়ে, কোথা তুই আছিস এখন ?
মনে কি করিস বাছা কখনও মোরে ?
—একেলা বিদেশে আছি দূরদূরান্তরে।
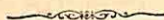
বিদেশী কবিতা।

P. B. Shelly

The cloud.

আমি সুশীতল বারিধারা, নির্ম্মল স্ফটিক পারা,
ফেলি এনে কুসুমের তৃষিত অধরে।
আমি মৃদু ছায়া করে থাকি, পল্লবের দলে ঢাকি,
মধ্যাহ্নে ঘুমের মাঝে স্বপনের ঘরে।
আমার কোমল পাখা, আর্দ্র শিশিরেতে মাখা,
জাগাইয়া তোলে প্রতি কুঁড়িটি সুন্দর।
যখন গাছের কোলে, সুখ-হিন্দোলায় দোলে,
নেচে উঠে পাতাগুলি পেয়ে রবিকর।
সুতীব্র করকাপাতে, ছেয়ে ফেলি পথে পথে,
শ্যামল প্রান্তর শোভে কি শুভ্র বরণে!
পুন বরষার বারি-ধারে গলে আমি যাই ধীরে,
হাসিয়া মিশিয়া যাই চপলার সনে।

শুভ্র তুষারের থরে, ছেয়ে ফেলি শিরে শিরে,
উচ্চ বৃক্ষশাখা করে করুণ ক্রন্দন।

আমার নিরালা ঘরে, শুভ্র সেই শেজ পরে,
শুয়ে থাকি ঝটিকারে করি আলিঙ্গন।
বিজলী প্রহরী মম, যেন কর্ণধার সম,
জেগে থাকে আকাশের কুঞ্জের দুয়ারে।
দূরে কোন গুহাতলে বজ্রেরে বাঁধিয়া বলে
রেখে দেছি—আস্ফালন করে চারিধারে।
সাগরে ধরার পরে, কর মোর ধরি করে
সুধীরে বিজলী পথ দেখাইয়া যায়।
সুনীল সাগরতলে, কোনো এক পরী ছলে
বাঁধিয়া প্রেমের ডোর ল'তেছে ভুলায়।
নদ, নদী, উপবন, উচ্চ-শির শৈলগণ,
সকলেরি মাঝে যেন রয়েছে লুকায়।
আমি সে সুনীলাকাশে, হেসে দেখি একা বসে
বৃষ্টির মাঝারে সে ত মিশাইয়া যায়।

আমি কনক-কিরণ-পথে, বসায়ে অরুণ-রথে,
ডেকে আনি জ্যোতির্ম্ময় তরুণ তপনে।

যখন সে সুখতারা, জ্যোতি তার হয়ে হারা
ডুবে যায় ধীরে ধীরে প্রভাত-গগনে,—
উন্নত শৈলের সম, গগনেতে ছায়া মম,
উপরে হিল্লোলে ভাসে কনক বরণ।
সুবর্ণ-বিহগ হেন রবি শোভা পায় যেন,
সে জ্যোতিতে পুলকিত মোহিত ভুবন।
রবি যায় অস্তাচলে, যেন সাগরের জলে,
মিশিয়া যেতেছে শ্বাস, বিদায়ের বেলা।
সেই রক্তবর্ণ দেখি, বাতাসের ঘরে থাকি,
যেন ভীত বিহঙ্গম নীড়েতে একেলা।

শুভ্র বাসে তনু ঢাকি, সুস্নিগ্ধ আলোক মাখি,
ধীরে ধীরে আসে শশী গগন-প্রাঙ্গণে।
অদৃশ্য সে পদতলে, কি সুন্দর সূক্ষ্ম জালে,
গাঁথা গৃহ ছিঁড়ে যায় কখন কে জানে।
সেই বাতায়ন দিয়ে, কত শত তারা মেয়ে,
উঁকি মেরে দেখে তার সৌন্দর্য্য শোভায়।
আমি হাসি দেখি তায়, স্বর্ণমক্ষিকার প্রায়,

যবে তারা হেসে হেসে সাঁতারিয়া যায়।
মৃদু সমীরের ভরে, আমার শিবির ধীরে
ছিঁড়ে ফেলি, ভেসে যাই আপনার মনে।
সাগরে, নদীর বুকে, প্রতিবিম্ব ভাসে সুখে,
বাগানের ছায়ারাশি জ্যোছনা-কিরণে।

আমি সাজাই অরুণ-রথ, দিয়ে রত্নরাশি কত,
চাঁদের ললাটে দিই মুকুতার হার।
হেসে তারা ফুটে উঠে ঘূর্ণীবায়ু বেগে ছুটে,
কম্পিত সাগর-বুকে তরঙ্গ তাহার।
অচল রবির করে, থাকি আমি গর্ব্ব-ভরে,
আকাশ দাঁড়ায়ে যেন প্রাচীরের প্রায়।
আজি জয়ধ্বনি করি, হেথা হোথা ঘুরি ফিরি,
বারিধারা চপলা ও লয়ে ঝটিকায়।
আবার কুহকজালে, পবনেরে বাঁধি বলে,
নির্ম্মল পবনে ফুটে ইন্দ্রধনু-হাসি।
নানা রঙে শোভা পায়, দেখে আঁখি মুগ্ধপ্রায়,
আর্দ্র ধরা হেসে চায় সুখালসে ভাসি।

আমি ধরা ও জলের মেয়ে, আকাশের কোলে রয়ে,
আমার সুখের দিন হেসে কেটে যায়।
সমুদ্রের তল দিয়ে, কত নদ নদী বেয়ে,
চলে যাই, মৃত্যু কভু হয় না তাহায়।
কত রূপ আমি ধরি, কত না সে বেশ করি,
জীবন-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিয়ে বেড়াই।
থামিলে বৃষ্টির ধারা, সুনীল আকাশ সারা,
নব রূপ নব ভাবে তাহারে জাগাই।
জ্যোতিষ্কমণ্ডল করে, রতি জাগে গর্ব্বভরে,
ভাঙ্গি সে গরব তার বাতাসের ঘায়।
যেন ক্ষুদ্র শিশু মার কোলে, প্রেতাত্মা সমাধিতলে,
সেইরূপে উঠে আমি ভাঙ্গি সে খেলায়।

—o—

P. B. Shelly.

On a dead Violet.

ফুলের সুবাসটুকু গিয়াছে মরিয়া,
তোমার চুম্বন সম অধরপাতায়।
কুসুমের হেমপ্রভা গিয়াছে নিভিয়া,
তোমার বরণ-ভাতি হেরেছি যাহায়।

প্রাণ-হীন শুষ্ক এই শূন্য দেহখানি
লতায়ে পড়িয়া আছে হৃদয়ে আমার।
আমার উত্তপ্ত হৃদি, কি রহস্য বাণী
উপহাসি হিমতনু কহে বার বার।

অশ্রুজলে ভাসি, কিন্তু আসে না জীবন,
ফেলি শ্বাস, শ্বাস তার বহে না তাহায়।
বাক্যহীন, বলে নাক কোনই বচন,
আমারি অদৃষ্ট যেন নীরবে জানায়।

ট. Moor.

The light of other days.

রজনী গভীর হ'লে, নয়নে আমার,
না পড়িতে ঘুমের ও কুহকের ছায়া,
খুলে যায় আলো-ভরা স্মৃতির দুয়ার,
পুরাতন দিনে হয় মুগ্ধ এই হিয়া!

সেই হাসি সুধাময়, সেই আঁখি-জল,
শৈশবে আছিল যার মধুর বন্ধন,
সে চির-প্রফুল্ল দু'টি নয়নকমল
নিভে গেছে কোথা আর সে জ্যোতি এখন!

চিরপ্রফুল্লিত চিত নিরাশা-মগন,
এমনি রজনী হ'লে, ঘুম না আসিয়া,
বিস্মৃতির রুদ্ধ-দ্বার করি উন্মোচন,
স্মৃতির আলোক এনে কে দেয় জ্বালিয়া!

তখন মনেতে জাগে একে একে সবে
শৈশবের সখা সব ছিলাম কেমন।
দেখিলাম কে কোথায় পড়ে গেল কবে
দুরন্ত শীতের মাঝে পল্লব যেমন।

আর আমি একা যেন উৎসবের ঘরে—
জনহীন শূন্য ঘর রয়েছে পড়িয়া,
শোভে না ক দীপশিখা আলো বুকে করে,
ছিন্ন মালা ভূমিতলে গিয়াছে মরিয়া।

শূন্য ঘরে শুধু কেহ ভ্রমিতেছে একা,
সেইরূপ আমি এই রজনী মাঝারে।
অতীতের কথা দেয় স্মৃতি-বুকে দেখা,
বিস্মৃতির অন্ধকার নাশি ক্ষন তরে।

—০—

Longfellow.

The rainy day.

হয়েছে দিবস স্তব্ধ, শীতল আঁধার,
পড়ে বারিধারা, বায়ু বহে অনুক্ষণ।
দুলিতেছে গাছ পালা, পড়ে চারিধার
শ্যামল পল্লব, দিবা আঁধারে মগন।

আমার জীবন এই দিনের মতন
অতি স্তব্ধ, বারি ঝরে, সমীরের ভরে
যেন চিন্তারাশি করে অতীতে স্মরণ,
যৌবনের আশা যেন গেছে সব ঝরে।

শান্ত হও হে হৃদয়, থাক দুঃখ-গান,
মেঘ-অন্তরালে যদি রবি দেয় দেখা।
সবারি জীবনে হয় বৃষ্টি-বরিষণ,
তুমি শুধু সহিবারে আস নাই একা।

T. Hood.

The death-bed.

আমরা বসিয়া ছিনু, রজনী গভীর,
শ্বাস তার ধীরে ধীরে বয়।
জীবন-তরঙ্গ বুকে কম্পিত অধীর
হেথা হোথা উদ্বেলিত হয়।

ফোটে না মোদের কথা অধরসীমায়,
সচকিতে চাই পার্শ্ব ফিরে।
নিজের শোণিত দিয়ে যেন সাধ যায়
বাঁচাইয়া রাখিবারে তারে।

কখনো ভয়ের মাঝে আশার সঞ্চার,
কভু ছিন্ন আশার মুকুল।
ঘুমালে,—গিয়াছে ভাবি মরণের পার,
মরণেরে নিদ্রা বলে ভুল।

অশোকা

আসিল প্রভাত ম্লান কুয়াসা-ছায়ায়,
বৃষ্টিধারে হৃদি কেঁপে উঠে।
স্থির আঁখিপাতা তার মুদে গেল হায়!
অন্য প্রাতে উঠিবে সে ফুটে।

—o—

C. Lamb
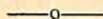
The old Familiar Faces.

কোথা সে শৈশবকাল! গিয়াছে কোথায়,
কোথা সখী, সখা মোর অতীতের হায়!
স্থখের শৈশব-দিনে
খেলিতাম ফুল্ল-মনে,
পুরাতন পরিচিত সে মুখ কোথায়?

হাসিতাম খেলিতাম মনের হরষে,
প্রাণের সখার সাথে থাকিতাম বসে।
কোথায় এখন তারা?
খুঁজে এ জীবন সারা
দেখিলে কি, সেই মুখ হেরিব পারশে?

ভালবাসিতাম তারে, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ফুলে,
আমারি হৃদয়-বৃন্তে ফুটেছিল ভুলে।
কোথা সে এখন হায়!
কভু না পাইব তায়,
দেখিব না সেই মুখ এ জীবন-কূলে।

ছিল জীবনের চেয়ে আপনার জন,
অন্ধ আমি চিনি নাই অমূল্য রতন।
প্রাণের সখার লাগি
হ'তে পারি সর্ব্বত্যাগী,
সে মুখ না নেহারিবে কভু এ নয়ন।

শৈশবের ভাঙ্গা-ঘরে প্রেতের মতন,
বেড়াতেছি ঘুরে ঘুরে অশান্ত এমন।
এ জগৎ চোখে যেন
শূন্য মরু-ভূমি হেন,
কোথা পুরাতন সেই পরিচিত জন।

যদি শৈশবের সখা চিরদিন তরে
আমার প্রাণের ভাই হ'ত এই ঘরে।
তবে মোরা দুই জনে
বসি বিষাদিতমনে
জাগাতাম অতীতেরে স্মৃতির মাঝারে।

কাহারা মরণ-কোলে লভেছে আশ্রয়,
কেহ চলে গেছে দূরে কে জানে কোথায়!
সকলেই দূরে দূরে,
এ ঘোর সংসার-পুরে
আর সেই মুখগুলি দেখিব না হায়!

Heine.
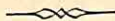
বিষে ভরা এ আমার গান,
তাহা বই কি হইবে আর ?
জীবন্ত যৌবন-ভরা প্রাণে
ঢালিতেছ বিষ অনিবার।

বিষে ভরা আমার এ গান,
বিষ ছাড়া কি হইবে আর ?
হৃদে জাগে সহস্র নাগিনী,
তুমি প্রিয়ে মাঝেতে তাহার।

—o—

Heine.

বহিছে উন্মত্ত বায়ু, ঝরে বারিধারা,
বারি সনে খেলিছে সমীর।
সে আমার একাকিনী ঘুরিছে কোথায়,
আমা-হারা একান্ত অধীর।

বুঝি তার ক্ষুদ্র কক্ষে বাতায়নে সেই
মগ্নপ্রায় বিষাদ-স্বপনে।
সম্মুখে আঁধার দৃশ্য রয়েছে চাহিয়া,
অশ্রুজল উজলে নয়নে।

—o—

Burns.

প্রিয়তম প্রাণাধিক হৃদয়-রতন,
প্রথমে হেরিনু যবে তোমার আনন—
কাকপক্ষ কেশদলে
ছাইত ললাটতলে,
দেখা'ত ললাট তব প্রশান্ত কেমন।

নাহি প্রিয়তম! আজি সেই দিন হায়,
প্রশান্ত ললাটে কেশ শোভা নাহি পায়।
শুভ্র তুষারের মত,
শোভে কেশ হেথা কত,
দেবতার আশীর্ব্বাদ যেন আছে তায়।

প্রাণাধিক প্রিয়তম হৃদয়-রতন,
উচ্চ শৈলে উঠেছিনু আমরা দু' জন,
কত দিবা কত রাতি,
সুখে দুঃখে দোঁহে সাথী,
হাতে হাত বাঁধা যেন জন্মের মতন।

আজ যাই শৈল-তলে, শক্তি নাহি আর,
প্রস্তর-আঘাতে পদ সরে বার বার।
হাতে হাত দুই জনে
যাব মোরা ফুল্লমনে,
এক সাথে ঘুমাইব উঠিব না আর।

Goethe.

In absence.

পাব নাকি ফিরিয়া তোমায় ?
কোথা গেলে হৃদয়ের রাণী ?
শ্রবণেতে বাজে দিবা-নিশি,
প্রতি তব সুধাময় বাণী।

উষালোক উদাস সমীর,
পথহারা খুঁজিয়া বেড়ায় ;
চাতক বিফল গান গেয়ে
নীলাকাশে কাহারে সে চায় ?

তাই প্রিয়! কাননে প্রান্তরে
ম্লান আঁখি তোমারেই চায়।
তোমাতেই মিলাইছে গান,
এস প্রিয়! ফিরিয়া হেথায়।

Byron.

I saw the thee weep.

দেখেছি ফেলিতে তোমা নয়নের জল,
অশ্রুজল নীল দুটি নলিনীনয়নে ;
ভেবেছি তখনি মনে, ঝরিল সহসা
পুষ্প হতে শিশিরাশ্রু যেন ফুলবনে।

দেখেছি হাসির খেলা ও রাঙ্গা অধরে,
মণি মুকুতার জ্যোতি পড়িল নিভিয়া।
সব জ্যোতি আভা যেন করিয়া মলিন
তোমার নয়নজ্যোতি উঠিল জ্বলিয়া।

রবির কিরণে শোভে তরল গগন,
সুরঞ্জিত মেঘরাশি কনকের আভা।
মুছে যাবে সন্ধ্যাকালে সেই আবরণ,
অন্ধকারে ফুরাবে সে বিমোহন শোভা।

দুঃখেতে মলিন হোক,—তবু ওই হাসি
কি পবিত্র হর্ষটুকু প্রাণে দিয়ে যায়।
হাসির কিরণ যেন চিরজ্যোতি-ভরা,
আলোকের ধারা শুধু হৃদয়ে ছড়ায়।

—০—
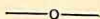
Frances Ridley Havergal

Trust.

অবসাদে নত ফুলগুলি,
বৃষ্টিকণা জাগে তার পর।
কিছু বাদে মুছায়ে সে বারি,
হাসিয়া খেলিবে রবিকর।
বিহগেরা কুলায়ে নীরব,
সারা এই আঁধার রজনী।
ঊষা আলো জ্বালিলে পূরবে,
করিবে মধুর কলধ্বনি।

যখন সহসা দুঃখভারে
আসে যেন মেঘ অন্ধকার।
বিশ্বাস রাখিও জগদীশে,
সুখ দিন আসিবে আবার।
আশাভরে স্থাপিয়া বিশ্বাস
অপেক্ষা করিও ক্ষণ-তরে।
প্রদোষের অশ্রুজল গিয়ে
প্রভাত হইবে হাসিথরে।

Frances Ridley Havergal

এনেছি তোমার কাছে মোর পাপরাশি,
যাহা কভু গণিতে পারি না।
তোমার পবিত্র স্পর্শে দাও তারে নাশি,
ধৌত হোক পেয়ে ও করুণা।
এনেছি হে জগদীশ! নিকটে তোমার
দারুণ পাপের বোঝা বহিব না আর।

এনেছি নিকটে তব আমার হৃদয়,
বুঝিতে পারি না ভাষা যার;—
অবিশ্বাসী, সবেতেই পথ ভুলে যায়,
মন্দ হৃদি, ভুল নেই তার।
এনেছি হে জগদীশ! নিকটে তোমার
বিশ্বাসেতে পূর্ণ কর হৃদয় আমার।

এনেছি তোমার কাছে স্নেহ, প্রেমভার,
কোথা আর দেব তা' ফেলিয়া।
কেবলি লইলে অংশ হবে না তা আর
মোর লাগি রহিও সহিয়া।

প্রেমময় জগদীশ! নিকটে তোমার
এনেছি এ প্রেমরাশি, কারে দিব আর?

এনেছি তোমার কাছে মোর দুঃখরাশি,
যত দুঃখ বলিতে পারি না।
কথা কোন নাহি যাহা কহিব প্রকাশি,
জান সবি, নাহিক ছলনা।
দয়াময় জগদীশ! নিকটে তোমার—
কারে দিব—আনিয়াছি মোর দুঃখভার।

আমার আনন্দরাশি এনেছি নিকটে,
তোমার প্রেমের বলে হরষে পাইয়া।
প্রতি সুখ যেন তার শত পক্ষপুটে
স্বর্গের নিকটে মোরে লইছে তুলিয়া।
এনেছি হে জগদীশ! সেই সুখভার,
তুমি ত দিয়েছ সবি তোমার দয়ার।

আমার জীবন প্রভু! তোমারি লাগিয়া,
আমি আর নহি ত আমার।

জগদীশ! রাখ মোরে তোমার করিয়া,
তোমারি নিজস্ব শুধু,—কারো নই আর।
এনেছি হে জগদীশ! নিকটে তোমার,—
ধর প্রভু! মন প্রাণ সকলি আমার।

—o—

A. L. Barbauld.

কি যে তুমি তাহা কভু জানি না জীবন,
জানি ইহা দু'দিনের ক্ষণিক মিলন।
মনে নাই—কোন দিন অথবা কোথায়
মিলেছিনু, ঢাকা ইহা কুহকছায়ায়।
বহু দিন, হে জীবন! রয়েছি দু'জনে
সুখবসন্তের মাঝে, দুঃখ-ভরা দিনে।
নহে একি ক্লেশকর বন্ধুর বিরহ,
দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল, সহজে দুঃসহ।
তাই বলি, যেও চলি, কেন জানাজানি,
আপন সময়ে যেও আপন বাহিনী।
বোলো না বিদায়গীতি, সেই পরলোকে
এসে বোলো সুপ্রভাত হাসিমাখা মুখে।

—o—

P. B. Shelly.

A dream of the Unknown.

দেখিনু স্বপন যেন বেড়াই ভ্রমিয়া,
দুরন্ত হিমানী-বুকে, বসন্ত জাগিল সুখে,
মধুর সৌরভে মুগ্ধ, যেতেছি চলিয়া।
তটিনীর মর-মর, মধুর সঙ্গীতস্বর
শ্রবণেতে আসে যেন সমীরে ভাসিয়া।
তরু এক তীরে হেলে, ছায়া ভাসে নদীকূলে,
শ্যামল শাখাটি আছে তরঙ্গে পড়িয়া।
তরঙ্গ শ্যামল তীরে চুমিয়া পলায় ধীরে,
স্বপনে চুম্বন যেন, তেমনি করিয়া।

ওই হোথা গাছে গাছে ফুটিয়াছে ফুল,
নীল 'ভায়োলেট'-মুখে কত আভা খেলে সুখে,
ডেজীর সে রাঙা মুখ সুন্দর অতুল!
কেহ ঘন নীল মুখে, বিকাশি উঠিছে সুখে,
কেহ উদাসিনী-বেশে কোন স্বপ্নে ভুল।

ওই মুকুতার মত, ফুল ফুটে কত শত,
কেহ লাল, কেহ পীত, কেহ বা মুকুল।
ওই এক ফুল-মেয়ে, ফেলে অশ্রু মাকে চেয়ে,
বহে যবে গান গেয়ে সমীর মৃদুল।

ঐ হোথা কুঞ্জবনে কে ফুটিয়া হাসি
সবুজ গাছের পরে, জ্যোছনা-কিরণ ঝরে,
'মে' ফুল ফুটিয়া আছে ওই রাশি রাশি।
'চেরি' কুসুমের শোভা, ওই শুভ্র ফুল-আভা,
বুকে যার নীহারিকা মুক্তা সম ভাসি।
বন-গোলাপের দল, আইভির সুশ্যামল
পাতাগুলি কি শোভায় উঠেছে বিকাশি।
কেহ কালো, কেহ লাল, কারো বা সোণালী জাল,
শুধু স্বপনেতে শোভে সেই রূপরাশি।

ওই হোথা নদীতীরে ঝোপের ছায়ায়,
ফুল-গুচ্ছ ফুটে আছে, শুভ্র ঘন নীল মাঝে
শুভ্র কুসুমের কুঁড়ি তারকার প্রায়।

জল-পদ্ম জলবুকে, দুলিছে কেমন সুখে,

তাহাদের বুকে সুখে জ্যোছনা ঘুমায়।

শ্যামল পল্লবদলে, তরু ছায়া করে জলে,

ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না-আলো কেমন খেলায়।

সবুজ পাতার তলে, রাঙ্গা মুখগুলি তুলে

ফুটে আছে, দেখে আঁখি ঝলসিয়া যায়।

এই ভাবিলাম মনে, এই সব ফুলে

গাঁথিলাম মালা গাছি, একে একে বাছি বাছি,

যেমন আছিল সব শাখা পরে দুলে।

প্রতি রঙ থরে থরে, সাজালেম পরে পরে,

নীল, পীত, শুভ্র, রাঙা ফুল ও মুকুলে।

কল্পনার জাল দিয়া, বাঁধিলাম সেথা গিয়া

একে একে সময়ের শিশু মেয়ে ছেলে।

তার পর, হর্ষে হারা, ছুটিনু সেথায় ত্বরা,

এসেছিনু যেথা হোতে এই মোহ ভুলে,

দিতে এ সাধের মালা কার হাতে তুলে ?

শকুন্তলা।

একেলা কুটীরদ্বারে করতলে মাথা রাখি,
বালিকা চাহিয়া আছে, দৃষ্টিহারা স্থির-আঁখি।
সমাধি-মগন যেন বিকচ ললিত তনু,
কোন দেবতার পায় মিশে অণু পরমাণু।
সমুখেতে উপবন ফুলে ফুলে গেছে ভরে,
সখী দোঁহে আনমনে জল দেয় ঝারি-করে।
পালিত হরিণশিশু খেলা করে ছুটে ছুটে,
বিহগের কলকণ্ঠে কি মাধুরী উঠে ফুটে!
সুস্নিগ্ধ প্রভাত সেই, অতি শুভ্র নীলাম্বর,
প্রভাতের শিশু রবি বরষিছে মৃদু কর।
নিশির শিশিরে ভেজা শ্যামল পল্লবদলে
সমুজ্জ্বল রত্নপ্রায় রবির কিরণ জ্বলে।
অদূরে মালিনী নদী কূলে কূলে বহে যায়,
কম্পিত তরঙ্গ-বুকে রবির কিরণ ভায়।
স্নিগ্ধ শান্ত তপোবন, তাপসতনয় দূরে,—
শুনা যায়,—বেদগান করিতেছে সমস্বরে।

প্রকৃতির নীরবতা ভেদ করি উঠে গান,
যেন ভেদি নীলাম্বর স্বরগে উঠে সে তান।
সমীরে ভাসিয়া আসে, বহু দূর শুনা যায়,
সমস্ত অরণ্য হৃদি কাঁপিয়া উঠিছে তায় ;—
বালিকা আপনাহারা, নিশ্বাস পড়ে না যেন,
রয়েছে অচলময়ী পাষাণপ্রতিমা হেন।
শুভ্র তুষারের মত ক্ষুদ্র সুকোমল করে
হেলাইয়া তনুলতা, মাথা রাখি তার পরে,
চেয়ে আছে একদৃষ্টে দুটি সে নলিন-আঁখি,
দেখাতেছে প্রাণে তার যেন কি স্বপন আঁকি!
কোথা কোন দূর দেশে, কোন সমুদ্রের পারে,
উড়িয়া গিয়াছে প্রাণ, চেতনা লয়েছে হ'রে।
কোথা কোন সিংহাসনে, কোন প্রাসাদের তলে
হৃদয়দেবতা তার কেমনে আছেন ভুলে!
ভুলে গেছে, মনে নাই, হৃদয় পরাণ তার
মিশে সে চরণতলে, চিহ্নমাত্র নাহি আর।
শুক্লাম্বরে দীপ্ত রবি আপন জ্যোতিতে ভরা,
সূর্য্যমুখী তারি পানে চাহিয়া আপনাহারা!

তেমনি বিভুল আঁখি, প্রাণহীন তনুলতা,
চাহিছে উদ্দেশে কার ভুলিয়া জগৎ-কথা।
আপনি আপনাহারা বালিকা বিরহভরে।—
দ্রুতপদে মুনি যান, অদূরে গম্ভীর স্বরে—
বজ্রসম অভিশাপি'—"যার ভাবে হলি ভোর,
মোর শাপে সেও যেন না হেরে আনন তোর।
অবহেলা করি মোরে রহিলি পাষাণ হেন,
এ গরব যার লাগি, সে ফিরে না চাহে যেন।
দেবতার অপমান প্রেম-উপাসনা লাগি ?
সে করিবে হেয়-জ্ঞান, যার লাগি সর্ব্বত্যাগী।"
'অভিশাপি' মুনিবর চলে যান ক্রোধভরে,
সখীরা মিনতি করি ফিরাইতে চাহে তাঁরে।
কি মৃদু অস্ফুট কথা কহি যান দু'জনায়,
বিষণ্ন মলিনকান্তি ফিরে আসে দোঁহে হায়!
দেখে তারা,—দ্বারে বসি পাষাণপ্রতিমাখানি
রয়েছে অচলভাবে, প্রাণ আছে কি না জানি!
উঠা'ল তুলিয়া দোঁহে কোমল নলিনী-লতা,
চাহিল দোঁহার পানে মেলিয়া নয়নপাতা।

তেমনি স্নিগধ শান্তি বিকশিত উপবন,
তেমনি মধুরে বহে প্রভাতের সমীরণ,
অদূরে মালিনী নদী কল্লোলে বহিয়া যায়,
সমুখের কুঞ্জবনে মধুর সুরভি ভায়।
সরায়ে অলকজাল, বিস্ময়েতে আঁখি ভরা,
স্বপ্নময়ী-বেশে যেন চাহিছে আপনাহারা!
হৃদয়ের পাতে পাতে আকুল বিস্ময়রাশি,
একটি স্বপনকথা অলখিতে যায় ভাসি।
বুঝিতে পারে না, হায়! স্বপ্ন সে কি জাগরণ?
যদি স্বপ্ন, তবে কেন ফুরাইল সে স্বপন?

—o—
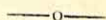
আঁখি।

আমার প্রাণের মাঝে উঠিছে ফুটিয়ে,
কোন দূর হ'তে কার সেই ছুটি আঁখি,
রহিয়াছে যেন হায় অনিমিখ চেয়ে।
শুধু দেখিতেছি চেয়ে সে ছুটি নয়ন,—
হাসিটুকু ভাসে তায় হারায়ে আপনা,
সঁপিছে সাদরে যেন আপন জীবন,
জানায় প্রাণের যত অতৃপ্ত বাসনা।
শুধু দেখিতেছি সেই অশ্রুজল-ভরা
সজল বিমল সেই আঁখি ছুটি কার!
বিদায়ের বেলা যায়, হায়, আত্মহারা—
যেন সে করুণদৃষ্টে বাঁধে সাধ তার;
সহসা সে আঁখি যেন পাইয়া জীবন,
সঁপিয়া যেতেছে ধীরে মধুর চুম্বন।

পূর্ব্বস্মৃতি।

কয়েকটি অক্ষর।

ওরে চেয়ে হেসো না অমন,
প্রত্যেক আখরে তার, হৃদয়শোণিতধার
ঢালিয়াছি করিয়া যতন ;
ওরে চেয়ে হেসো না অমন।

জানি যায় ফুরাইয়া সবি ;
আজ যাহা আছে, হায়, কাল তাহা কোথা যায়,
প্রতিদিন আসে নব রবি।
মুছে যায় পুরাতন ছবি।

বিস্মৃতির আবরণতলে,
সে কথা থাকে গো হায়, ভস্মাবৃত অগ্নিপ্রায়,
স্মৃতি-বুকে মাঝে মাঝে জ্বলে ;
মুছেনাক তাহা কোনো কালে।

আজ তুমি হেসো না অমন ;
নয়নে আসিছে জল,   কাঁপে হৃদি দুরবল,
মনে পড়ে বিস্মৃত স্বপন,
সেই দিন আছিল কেমন !

রক্তবর্ণ ওই রেখা প্রায়,
হৃদয়-শোণিত-রাশি   ঢালিয়াছি ভালবাসি,
আজি তাহা লুটায় কোথায় !
তাই দেখে সবে হেসে যায়।

——:o:——

একটি শিশুর প্রতি।

বিকশিত তরু-শাখে অফুটন্ত ফুল,
মা বাপের সুখময় দিনে,
নিশীথে দিবসে কভু হয় না'ক ভুল,
উভয়ে চাহিয়া মুখ পানে।

খেলাতেছ দিবানিশি আপনার মনে,
গাহিতেছ সুরহীন গান।
চলিতেছ টল-মল কমল-চরণে,
অজানা হরষে মগ্ন প্রাণ।

জান না ছলনা বালা, জান না চাতুরী,
শেখ নাই সংসারের ভাষা ;
উদার সরল প্রাণ, বেড়াতেছে ফিরি,
মার মুখে শুধু তব আশা।

ক্ষুদ্র বিহঙ্গের পারা আনন্দে আলসে
মার স্বরে মিলাইছ সুর।
জননীর মুগ্ধপ্রায় হৃদয় হরষে
রচিতেছে কোন স্বর্গপুর!

খেলাশ্রান্ত সন্ধ্যাবেলা বিহগ যেমন
ক্লান্তদেহে নীড়ে ফিরে যায়,
তেমনি সন্ধ্যায় মুদে আসিছে নয়ন,
মার সেই কোলটুকু চায়।

এ খেলা ফুরাবে হায়, নবীন জীবনে
দেখো বালা চেয়ে এ লেখায়;
ফুটিয়া উঠিবে হাসি নলিন-নয়নে,
হেরিয়া আপন বালিকায়।

রাজর্ষি জনক সীতার প্রতি।

মরি কি লাবণ্যময়ী কনকপ্রতিমা,
ধরণী সুন্দরী বুঝি বসিয়া বিরলে
গড়িলে মানস-বালা—নাহিক উপমা,
কি যে নব স্নেহ আজি হৃদয়ে উথলে।
কি স্নিগ্ধ পরশ আহা! যেন গো আমার
চিরজনমের বালা স্নেহের রতন।
প্রথম ঊষার রাগ গগন মাঝার
মূর্ত্তিমতী হয়ে যেন মোহিছে ভুবন।
এস মা জানকী! এই জনকের বুকে,
প্রথম স্নেহের স্বপ্ন, সুখের আভাষ,
সুধাংশুর অংশু যেন খেলে মন-সুখে
আঁধার কাননে চির জোছনাবিকাশ।
পুলককম্পিত হৃদি, ধরণী সুন্দরী
আমারে কি দিলে তব মানসকুমারী?

—০—
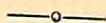
সন্তোষ।

কেন রে পরের ছেলে ঘিরিয়া আমায়,
এসোনাক, যাও সরে,—
জান না ছুঁলে এ করে,
গাছের ফুটন্ত ফুল ঝরে পড়ে যায়।
কেন বাছা কাছে এসে
চাহিছ এমন হেসে,
কেন ও অমৃত ঢাল এ মরু হিয়ায় ?
ওই সুধা আধো বোলে
সাধ যায় নিতে কোলে,
কবেকার কথা মনে পড়ে পুনরায়।
কেন রে অধরে হেসে
চুম্বন দিইলি এসে,
সপ্তস্বর্গ দ্বার আজি বুঝি খুলে যায়।
কচি মুখে মিষ্ট হাসি
স্বর্গের অমৃতরাশি,
দেবতাদুর্লভ ও যে মিলে তপস্যায়।

ও নয় আমার তরে,
এ মরু হৃদয় 'পরে
ফোটে না শিশুর মুখ, হাসি না ছড়ায়।
তবে এই করি আশীর্ব্বাদ,
মা বাপের মন-সাধ
পুরাও, সুখেতে থেকো "সন্তোষ" ধরায়।
সংসারের অসন্তোষ,
রাগ কিম্বা ক্রূর দ্বেষ,
পরশে না ও পবিত্র হৃদয় ছায়ায়।

—:o:—

নিদাঘ-মধ্যাহ্ন।

স্তব্ধ শান্ত নিদাঘের মধ্যাহ্ন ভীষণ,
অনলের কণা যেন হয় বরিষণ।
উত্তপ্ত রবির করে
অনলের কণা ঝরে
লইয়া অনল-কণা বহে সমীরণ।

এ ধরণী একখানি মানব-হৃদয়,
অতৃপ্তি পিয়াসা তার হৃদি সমুদয়।
আছে তৃষা, নাহি বারি,
স্বধু মাঝখানে তারি
এ অনল জাগিতেছে ঘোর নিরাশার।

আমি দেখিতেছি চেয়ে সমুখের শাখে,
তৃষিত কাতর কণ্ঠে বায়সেরা ডাকে।
ঘন কোন তরু-ছায়
ঘুঘু ডাকে হায় হায়,
তৃষিত ফটিক-জল বারিধারা যাচে।

এখন আমার প্রাণে দারুণ নিরাশা,
মেটে না অনল সম অতৃপ্তি তিয়াষা।
শুধু ধু ধু মরু সম
জাগিছে হৃদয়ে মম
নির্ঝরের বারিপানে জুড়াবার আশা।

মাধবীকঙ্কণ।

উজল পূর্ণিমানিশি, রজত জ্যোছানাধারা
পড়েছে শয়নকক্ষে, পালঙ্কে, গবাক্ষে সারা।
ছল ছল দু'নয়নে দু'জনে চাহিয়া আছে,
কি তীব্র ঝটিকারাশি দোঁহার হৃদয় মাঝে।
রজনীর মধুময় স্নিগ্ধ সেই সমীরণে,
কুসুমকানন হ'তে সৌরভ বহিয়া আনে।
একটীও শেষ কথা ফোটে না দোঁহার মুখে,
শুধু সেই শেষ দৃষ্টি জানায় প্রাণের দুখে।
শৈশবের খেলাঘরে সযতনে দু'জনায়,
বাঁচায়ে রেখেছে আজো মাধবীলতিকা হায়!
তুলিয়া সে ক্ষুদ্র লতা করেছে কঙ্কণ দুটি,
তারি মাঝে যত স্নেহ আজিকে উঠেছে ফুটি।
তুলিয়া দু'খানি কর বিদায়ের শেষ দিনে,
অশ্রুজলে পরাইল শেষ সেই সযতনে।
মুখেতে সরে না কথা, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি,
জানাল প্রাণের ব্যাথা শুধু মুখে চেয়ে থাকি।

তার পর বিদায়ের বেলা হ'ল অবসান
একেলা বালক যায় অভাগা ভগন-প্রাণ।
বালিকা কাতরহৃদে বসে আছে জানালায়,
কি ভীম তুফান আজি হৃদয়েতে বহে যায়।
চোখে সেই অশ্রুজল, যাতনার চিহ্নরাশি,
শুধু নিরাশার স্রোতে হৃদয় চলেছে ভাসি।
সম্মুখে জাহ্নবী-ঢেউ উন্মত্ত বহিয়া যায়,
তাহার নয়নতারা তাহাতে হারাল হায়!
নাহি শক্তি তুলিবার—শুধু সেই দৃষ্টিখানি,
প্রাণের মাঝারে তার জাগাবে ডাকিয়া আনি।

—:o:—

ভুলা যায়।

ভুলিতে বল মোরে কভু কি ভুলা যায়,
শুধু ও মুখ-ছবি পরাণে সদা ভায়।
না হেরে একপল কি করে থাকি বল,
অমনি জেগে উঠে নয়নে অশ্রুজল।
তবুও বুঝিবে না,— তবুও বল হায়
বুঝি বা হৃদিনের স্বপন ভেঙ্গে যায়!
বুঝালে বুঝিবে কি? জানিবে ব্যথা মোর,—
কিসের ভাবে শুধু হইয়া আছি ভোর?
বোলো না আর বার— ভুলিয়ে যাবে মোরে,
ভেঙ্গো না স্বপন মোর, রয়েছি ঘুমঘোরে।
নিজেরে যাব ভুলে— তবু ও মুখ হায়
নিমেষতরে বল কভু কি ভুলা যায়?

—)o(—

মতিঝরণ।

আমরা ভ্রমণতরে সোণালী সন্ধ্যায়,
মতিঝরণের কোলে যাই ক' জনায়।
ঝিকি মিকি রবিকর
পড়েছে বৃক্ষের পর,
অযুত রত্নের রাশি যেন শোভা পায়।

পড়িয়া প্রশস্ত পথ সুন্দর সরল,
জনাকীর্ণ নগরের নাহি কোলাহল।
আম্রবৃক্ষ দুই ধারে
পথিকের শ্রান্তি হরে,
জাম আমলকী বৃক্ষ রয়েছে বিরল।

দূরে ওই দেখা যায়—ক্ষুদ্র গ্রাম সব,
খড়ে ঢাকা কুঁড়েগুলি কোলের বিভব।
সবে শ্রমক্লান্ত-দেহে
ফিরিয়া আসিছে গেহে,
তাদেরো আননে কত মহত্ত্ব গরব।

দূরে এক কূপপার্শ্বে কত নর নারী
নিদাঘের তৃষাতুর লয়ে যায় বাড়ী,
সরসীতে নাহি জল,
বর্ষে রবি কি অনল!
সেই কূপে প্রাণ যেন রয়েছে সবারি।

দূর গগনের তলে শোভে শৈলশির
নীল মেঘখণ্ড যেন তারি পাশে স্থির।
উপরে সুনীলাকাশে
শুভ্র মেঘখণ্ড ভাসে,
কেমন অশান্ত যেন সুধীর সমীর।

সহসা আঁধার যেন আসিছে ঘনায়,
দ্রুতবেগে বিহঙ্গম পশিছে কুলায়।
বিদারি আকাশতল,
সহসা ফটিকজল
কি করুণ কণ্ঠে তার বেদনা জানায়।

মিশিল রবির সেই অন্তিম কিরণ;
বহিল প্রচণ্ড বেগে দুরন্ত পবন।
গাছ পালা উপবন
কেঁপে উঠে ঘন ঘন,
দ্রুতবেগে ধায় গৃহে নরনারীগণ।

মুহর্মুহু আকাশেতে চঞ্চলা চপলা
আপনার রূপগর্ব্বে করিতেছে খেলা।
মোর মনে ইহা হয়,—
এ কেবল খেলা নয়
দেবতার রোষানল জানায় চঞ্চলা।

কোথায় ভ্রমণ-সুখ সোণালী সন্ধ্যায়!
সহসা ভিজিয়া গেনু আসার-ধারায়।
বিন্দু বিন্দু কভু ঝরে,
কভু বা অজস্রধারে
বজ্রের নির্ঘোষে হৃদি যেন চমকায়।

এই সন্ধ্যাকালে মতিঝরণের তলে
কত মুক্তারাশি তুলি ডুবিয়া অতলে।
সবে দেখে শৈলশোভা
মোর আঁখে অন্য আভা
জ্বলিয়া উঠিছে সদা কল্পনার বলে।

—:o:—

মাধবীলতা।

সম্মুখে প্রাচীর-গায়ে জড়ায়ে সাদরে,
ললিত লতিকা চারু দুলিছে সমীরে।
শ্যামল পল্লবদলে
নবীন শাখার তলে
সুকুমার ফুলদল ফুটিয়াছে হাসি;
বরষার স্নেহধারা,
সিক্ত করি দেহ সারা,
সিঞ্চিছে সোহাগে সদা কি অমিয়রাশি।
জীবন্ত ছবির সম
জাগিলে নয়নে মম
দু' দণ্ড চাহিয়া আছি—বিস্ময়ে মগন,
অমনি যৌবন ভরা
আছিল হৃদয় সারা
অমনি ফুটন্ত ফুল—স্বরগ-স্বপন।
অমনি যে ছিল সবি,
জলদে ঢেকেছে রবি,

স্থতীব্র ঝটিকা-ঘায় ঝরিয়াছে ফুল,
মরণের ছায়া কালো
ঢেকেছে জ্যোছনা-আলো,
ভাঙ্গিল স্বপন, তাই সিক্ত আঁখি-কূল।

—o—
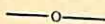
ভুলোনা আমায়।

(Forget me notএর গল্প অনুকরণে)

এখনো শুনি সে তার, 'ভুলো না আমায়'।
অন্তিম নিশ্বাস তার পশিছে হিয়ায়।
তেমনি কুসুম করে
চেয়ে আছে স্নেহভরে,
বলিতেছে বার বার ভুলো না আমায়।

কি ভুলিব বল দেখি—কি যাইব ভুলে?
এখনো দেখি সে যেন সরসীর জলে,
ঘন পল্লবের ছায়
ফুল দুটি হেসে চায়,
হাসিয়া গেল সে চলে আনিবারে তুলে।

কি ভুলিব? কোন কথা? মোর এলো কেশে—
সাধ—ফুল দুটি এনে পরাইবে হেসে।
সহসা আবর্ত্তে যেন
চরণ পড়িল হেন,
শ্রান্তপ্রায় কূল নাহি পায় অবশেষে।

তখনো শিথিল কর পড়েছে এলায়ে,
আর্দ্র কেশ পড়িয়াছে ললাটের ছায়ে।
অধরে সে ফুল দুটি
হরষে রয়েছে ফুটি,
ফুলে যেন ফুলদল গিয়াছে মিলায়ে।

আসিলে যখন তীরে—সে কি ভুলা যায়,
তনু-লতা অবসন্ন সলিলেতে হায়।
মুদিয়া আসিছে আঁখি
তবু মোর মুখে রাখি,
বলিল,—কাতরস্বরে 'ভুলো না আমায়'।

অধরের ফুল দুটি সহসা কেমনে,
সাদরে আমার করে সঁপিলে যতনে,
মোর বুকে মাথা রাখি
আধ সলিলেতে থাকি
ঘুমায়ে পড়িলে তুমি মরণ-শয়নে।

অশোকা

আমি শুনিতেছি সেই 'ভুলো না আমায়',
সেই নয়নের দৃষ্টি মোর পানে চায়।
কম্পিত সুরের মত—
মোর প্রাণে অবিরত
বাজিতেছে একি কথা 'ভুলো না আমায়।'

—o—

নদীতীরে।

একেলা রয়েছি বসে   নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নবেলা,
দেখিতেছি চেয়ে শুধু   নীরব উর্ম্মির খেলা।
একটি নশ্বর তরু   হেলিয়া রয়েছে তীরে,
ঘন পল্লবের দল   দেছে যেন ছায়া ঘিরে।
বরষার অশ্রুজলে   আর্দ্র শ্যাম শষ্পরাশি,
উজল রবির কর   তার পরে খেলে আসি।
বরষার বারিকণা   শ্যামল পল্লবদলে
তাহাতে রবির কর   রত্নের মতন জ্বলে।
সুধীর মন্থরগতি   মেদুর বাতাস বয়,
নদী বন তরুলতা   শিহরিছে সমুদয়।
দূরে হোথা নদী-বুকে   তরীটি বহিয়া যায়,
আকুল উচ্ছ্বাসভরা   নাবিক কি গান গায়।
পর পারে গিরিশিরে   ঘন নীল মেঘরাশি,
চিত্রিত ছবির মত   ধীরে ধীরে ছায় আসি।
নিবিড় তরুর ছায়   ঝকমকে রবিকর,
সবি যেন ছবি শুধু   জাগিছে নয়ন 'পর।

অশোকা

কি যেন ভাবের ঘোরে অবশ হয়েছে প্রাণ,
কোন দূর হ'তে পশে কাহার আহ্বান-গান।
একবার চাহিলাম উপরে সুনীলাকাশে,
শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি চলেছে কোথায় ভেসে!
মাঝে মাঝে পাপিয়ার আকুল কণ্ঠের স্বর
কাঁপিয়া উঠিছে যেন আমার হৃদয় 'পর।
কোন তরুশাখে বসি কোকিল মধুর গায়,
সমীরের বুকে তার সে স্বর ভাসিয়া যায়।
কেমন হইল প্রাণ, কিসের মায়ায় মোর
নয়নে আসিছে যেন স্বপনের ছায়া ঘোর।
চাহিলাম ধীরে ধীরে, পরিপূর্ণ বরষায়,
তটিনী উছলি বহি' দু' কূল ভাসায়ে যায়।
বিমল সলিল 'পরে পড়েছে রবির আলো,
পড়েছে পারশে তার ঘন তরুছায়া কালো।
সেই তটিনীর বুকে মায়াপুরী আছে কি সে,
উপনীত হব ধীরে আমি সে প্রাসাদে শেষে?
এই মাণিকের মত রবির কিরণ জ্বলে,
যেন তার অন্বেষণে যাব চলে নদীতলে।

দেখিব পাষাণে ঘেরা বিচিত্র সুন্দর পুরী
রতনে খচিত যেন শোভে তার কি মাধুরী!
আমারে দেখিয়া তার খুলে যাবে যেন দ্বার,
দেখে ল'ব এই কি সে সুন্দর প্রাসাদ তার?
দেখিব তেমনি সে কি স্বপনে রয়েছে ভোর
সোনার পালঙ্ক 'পরে নয়নে: ঘুমের ঘোর!
এলানো কুঞ্চিত কেশ আলসে ললাট পরে
নেতিয়ে পড়েছে যেন কি এক ভাবের ভরে।
মুদ্রিত রয়েছে তার আয়ত নলিন-আঁখি,
কোমল একটি কর অযতনে বুকে রাখি।
যেন সে সুষমারাশি মোর স্থির দৃষ্টি রাখি
পান করি লবে এই তৃষিত আকুল আঁখি।
সহসা এ করে কর,— পরাশব দেহলতা,
চমকি চাহিবে যেন মেলিয়া নয়নপাতা।
ঘুমে ভরা শ্রান্ত আঁখি মেলিতে পারে না যেন,
সরায়ে অলকগুচ্ছ বিস্ময়ে আকুল হেন।
সেই দৃষ্টি সেইখানে বাঁধিবে এ হিয়া মোর,
সে যেন সে দৃষ্টি দিয়ে বাঁধিবে প্রণয়-ডোর!

সজল বিমল সেই   ছল ছল দু' নয়নে
জানাব প্রেমের বাণী   দোঁহে দোঁহাকার প্রাণে।
সহসা ভাঙ্গিল ঘোর   কোথা সে সলিল পরে
বিচিত্র প্রাসাদ কোথা! নাহি শোভে রবিকরে!
আমি বসে ঘন সেই   শ্যামল পল্লবতলে
দেখিতেছি চেয়ে শুধু   বিমল তটিনীজলে।
কল্পনা স্বপনময়ী   মেলিয়া স্বপন-পাখা
সাথে তার লয়ে যায়   কোন স্বপ্নরাজ্যে একা।
এমনি মধ্যাহ্নে কত   এ নিখিল যাই ভুলে,
কোন ছায়ারাজ্য যেন   জেগে উঠে আঁখিকূলে!

—০—
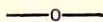
বিস্মৃত স্বপ্ন।

(কমলা)

কেমন হয়েছে প্রাণ স্বপনঘোরে,
কে যেন সতত হায় ডাকিছে মোরে।
নীলাকাশে চেয়ে থাকি,
কার যেন দুটি আঁখি
মোর এই মুখে রাখি
আশার ভরে।
ডাকিছে সতত মোরে আকুল স্বরে।

সমুখেতে নদীজলে তরীটি ভাসে,
রত্নধারা সম তায় জ্যোছনা হাসে।
দাঁড় টানি তরী বাহি
কে ওই চলেছে গাহি,
যেন কার পথ চাহি
কত না আশে!
শেষে কি আমারি কূলে ভিড়িবে এসে?

গান গেয়ে তরী বেয়ে গেল সে দূরে,
হৃদয় ভরিছে মোর তাহারি সুরে।
যেমন নদীর বুকে
তারাগুলি কাঁপে সুখে,
তেমনি গেল সে রেখে
আকুল স্বরে,
কাঁপিয়া উঠিছে মোর হৃদয় 'পরে।

ও যেন আমারি মত অভাগা একা,
জন্ম জন্ম খুঁজিতেছে পায় না দেখা!
কেবল বিস্মৃতিরাশি,
ছেয়েছে এ বুকে আসি,
এ ঘোর তমসা নাশি
স্মৃতির রেখা,
কখনো জীবন-কূলে দিবে না দেখা?

মনে করি মনে আনি কেমন কে সে,
যাহার মধুর রূপ পরাণে ভাসে!

নীলাকাশে নীলবারি,
যেন মাঝখানে তারি,
দাঁড় টানি বাহি তরী
কাহার আশে
একেলা বেড়ায় শুধু, জানি না কে সে!

মাঝে মাঝে সুরে তার হয় যে ভুল,
সহসা ভিজিয়া আসে আঁখির কূল।
তাহার আহ্বান-গান
পরশে আমার প্রাণ,
যেন হবে অবসান
এ সব ভুল,
দিকহারা ফিরে যেন পাইব কূল।

—:o:—

ভালবাসা।

ভালবাসি তাই ভাল, কেন চাই প্রতিদান,—
কেন আপনার ভাবে জুড়ায় না স্বধু প্রাণ?
তুমি সখি থাক দূরে, চেও না এ মুখ পানে,
থাক, কি হইবে দেখে উছলিত দু'নয়নে।
ক্ষুদ্র প্রাণ, থাকি দূরে, তার কেন এত আশা,
কি করে পাইবে বল তোমার ও ভালবাসা।
তোমার স্নেহের ধন আছে কত আশে পাশে,
কারো হাতে তুলে দাও, কেহ ফিরে যায় এসে।
সে কি সখি! তোর দোষ? তা ত কখনই নয়,
সরল মাধুরী ঘেরা নিরমল ও হৃদয়।
আপনার পুণ্যজ্যোতি তারি মাঝে শোভে যেন,
ক্ষুদ্র স্বকুমার মুখ চাঁদের স্বষমা হেন।
আমি শুধু দুর হ'তে পান করিবারে চাই,
কেন সখি! এইটুকু অদেয় নাহিক পাই?
চাহিনাক প্রতিদান, কাজ নাই ভালবাসা,
শুধু পূজিবারে চাই,—মিটাইও এই আশা।

তাই এ মানসপুরে রচেছি প্রতিমা তোর,
তাহারি মধুর রূপে দিবানিশি আছি ভোর।

—o—

গান শোনা।

যখনি শোনাতে চাই গান,
অমনি তোমার মুখে ধীরে
আঁধার মেঘের প্রায় কি ঝটিকা উঠে হায়!
অসন্তোষ জাগে আঁখি ’পরে।

আমার এ বিষাদের সুর
জানি সখা! লাগেনাক ভালো,
আমার দুঃখের গান, তোমার নবীন প্রাণ,—
জাগে তাহে চির আশা-আলো।

মাঝে মাঝে হয়ে যায় ভুল,
প্রাণ যেন সাথী চায় তার।
তাই কাছে যাই ছুটে, প্রাণে যে রাগিণী ফুটে
তোমারে গো সাধ শুনাবার।

তুমি শুধু চাও—হাসিরাশি,
খেলাইবে অধর-মাঝারে।

পাশে পাশে সাথে তব   কেবলি নীরবে রব,
চেয়ে রব হরষের ভরে।

যখন হইবে সাধ তব,
কাছে ডেকে লইবে তখন।
তোমার শতেক কাজ,   রহিয়াছে ধরামাঝ,
এ সংসার নহে ত স্বপন!

আমার সদাই দুঃখগীতি
উঠিতেছে হৃদয়-মাঝার,
উত্তপ্ত নিদাঘে হায়!   শুষ্ক লতিকার প্রায়
চাহিতেছি বরষা আবার।

নাহি মোর নবীন মাধুরী,
শুষ্ক ছিন্ন পল্লবের দল,
বসন্ত আসিলে, হায়,   একটি যে ফুল তায়
ফোটেনাক, মরু যে সকল।

তাই এই ভাঙ্গা প্রাণ লয়ে
শুনাবারে চাই মোর গান,
ভাল সখা! থাক দূরে, আমার আঁধার পুরে
একেলা মগন রবে প্রাণ।

পারিনেক হরষ ঢালিতে,
ফুটাতে পারিনে কভু হাসি,
শুধু বিষাদের তান, তোমার নবীন প্রাণ
তারে কেন চাবে ভালবাসি?

মাঝে মাঝে সাধ যায় প্রাণে
প্রভাতের আনন্দের প্রায়,
শুধু মুহূর্ত্তের তরে তোমার প্রাণের পরে
জাগাইতে নবীন উষায়।
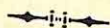
আমি ও তুমি।

তুমি ঊর্দ্ধে গৌরবের মহান আসনে,
কি করিয়া পাইব তোমায় ?
আমি দীন আকাঙ্ক্ষার ধূলির শয়নে,
তুমি কি গো আসিবে সেথায়!
যত কাছে যাই—তবু মাঝে অন্তরাল,
মহত্ব কি স্পর্শে দুরবল!
স্বর্গের সুবাস সনে, মর্ত্ত্যের জঞ্জাল
মিলিবে কি, চোখে আসে জল!

মিলিবে না কখনও তোমায় আমায়,
রহিবেই চির ব্যবধান।
দু'জনা মিলিয়া গেছি যেন দু'জনায়,
শূন্য তবু হের মাঝখান।
কার দোষ তা জানিনে, জানি শুধু হায়!
তুমি ঊর্দ্ধে পুণ্য প্রেমে ভরা,
তাই বুঝি বিকাইয়া ফেলি আপনায়
কিছুতেই পাইনিক ধরা।

প্রশ্ন।

তুমি কি আমার?
কতবার সুধায়েছি, কতবার শুনিয়াছি,
বল আরবার!
শুনি ও মধুর গান, আকুল মুগধ প্রাণ
ভুলে যায় সবি,
অবশ নয়নে তার জেগে উঠে আরবার
প্রভাতের রবি।

তুমি কি আমার?
বিশাল বিশ্বের মাঝে, কোন দেব-বীণা বাজে
যেন বার বার।
আকুল বিস্ময়ে সারা হইয়া আপনাহারা
চেয়ে দেখি ভুলে।
তুমি স্থির হু'নয়নে, চেয়ে আছ মোর পানে
সংসারের কূলে।

অশোকা

কেহ নাহি আর,

আপনার স্রোতে ভেসে সময় চলেছে হেসে—

ফেরে না আবার।

মন্ত্রমুগ্ধ স্তব্ধ হয়ে, রয়েছি ও মুখে চেয়ে;

বল আরবার,

এ হৃদয় কারো নয়, তোমারি এ সমুদয়,

আমিও তোমার।

কালরাত্রি।

সেই রাত্রি, কালরাত্রি হতেছে স্মরণ
সহসা চোকের পরে জীবন্ত যেমন।
শরতের জ্যোৎস্না রাত্রি প্রশান্ত নির্ম্মল,
দোলাতেছে বৃক্ষ পত্র বায়ু সুশীতল।
কলিকাতা আজি যেন জনশূন্য প্রায়,
উপরের ঘরে বসে আছি কজনায়।
রোগ-শয্যা পার্শ্বে, রোগী অশোকা আমার
শিয়রেতে অভাগিনী জননী তাহার।
কখনো দেখিছে চেয়ে ভিষকের পানে
কখনো শিহরি দেখে আপনার জনে।
মুহূর্ত্তের পরে সবে ঘর ছেড়ে যায়
বুঝিরে সোণার মেয়ে পলকে মিলায়।
সেই জনশূন্য ঘরে মরণের কোলে
আপন সর্ব্বস্ব ধনে কে দেয়রে তুলে।
কে বুঝিবে পাষাণীর হৃদয় বেদনা,
স্বর্গের দেবতা বুঝি এ দুঃখ বোঝে না।

না হলেরে প্রাণ নিয়ে প্রাণ বিনিময়ে
দয়া করে ছাড়িত না ওইটুকু মেয়ে।
পিতা তার দূর দেশে একাকী আসিয়া
সোণার বাছারে দিনু মরণে সঁপিয়া।
ঔষধে কি প্রাণ দেয়, ভিষকে কি করে
আত্মীয়ের স্নেহ দয়া অথবা আদরে!
মার প্রাণ ভরা এই স্নেহ ভালবাসা,
মৃতে কি জীবন দেয়, হায় কি দুরাশা!
দশটি মাসের মেয়ে বুঝিছে কি হায়,
কোন বুক থেকে আজি তারে নিয়ে যায়!
হিমে শীতে গ্রীষ্ম বর্ষা কত দুঃখ করে
লুকাইয়া রেখেছিনু বুকের ভিতরে।
মাটিতে বসিলে পাছে ব্যথা বাজে গায়,
কোলে কোলে রেখেছিনু সোণার লতায়।
চলে গেল শেষ হ'ল, প্রাণ হীন কায়া
বুকে নিয়ে পড়ে আছি, হায় একি মায়া!
এখনো হতেছে মনে মোর প্রাণ গিয়ে
হৃদয় রতনে মোর তুলিবে বাঁচায়ে।

কত সাধ তখনও যদি বেঁচে উঠে
কায়াবৃন্তে যদি তার প্রাণটুকু ফুটে।
সব গেল, নিয়ে গেল, শূন্য বক্ষ করি
যাপিলাম একাকিনী সেই বিভাবরী
তাহারি বিছানা, সেই বসন তাহার
এখনো ছড়ায়ে পড়ে আছে চারিধার।
প্রতি দ্রব্যে তারি কথা সে নেই কেবল,—
কে বলে নারীর হিয়া কোমল দুর্ব্বল!
সবি সয় মানবের পাষাণ পরাণে,
তাই আজ কোন কথা জাগিতেছে মনে।
কেন সব? কেন এই স্নেহ প্রেম রাশি,
মায়ার শৃঙ্খল প্রাণে পরাইছে হাসি।
আজ গেলে রবেনাক সবি হবে শেষ,
ক্রমে ক্রমে সয়ে যায় সবি দুঃখ ক্লেশ।
কেন তবে জীবনেতে এত আয়োজন,
ভালবাসাবাসি আর মায়ার বন্ধন?
খুলে নাও মায়াধর শৃঙ্খল মায়ার,
মুক্ত কর নয়নের অজ্ঞান আঁধার।

সবি মিথ্যা, সবি ছাই, বৃথা এ জগৎ,
একমাত্র ধ্রুব সত্য মৃত্যুর এ পথ।
ছোট বড় ভাল মন্দ সবি যাবে চলে
পরিণাম সকলের ছাই শেষকালে।
একটি বিশ্বাস দাও জ্বালাইয়া বুকে,
তারি বলে সব দুঃখ, সব হাসি মুখে।
তোমাতেই শেষে যেন সবি লয় হয়
সুন্দর সরল কিছু যাহা শোভাময়।
সুন্দর শিশু যে তারা পাপ তাপ হীন,
স্বরগের রাজ্যে তারা স্থায়ী চিরদিন।
পাপ শূন্য করে দাও সুন্দর সরল,
বিশ্বাসের পূর্ণালোকে পাই নব বল।
জীবনের দিন মোর শেষ হোক চাই,
আমিও ধূলির সনে হয়ে যাব ছাই।
তার পর যাব সেথা যেথানে আমার
'অরুণ' 'অশোকা' দুটি শিশু সুকুমার।
বাড়াইয়া দুটি হাত আসিবে এ বুকে
যেথানে জননী মোর কোলে নিবে সুখে।

তাই চাই কোথা তুমি নিখিল দেবতা,
একবার চেয়ে দেখ বুঝ মর্ম্ম ব্যথা।
নেই সাধ, নেই আশা, নেই কিছু আর,
করে দাও শুদ্ধ শান্ত হৃদয় আমার;
তা'হলে হইবে আশা পাইব আবার,
তাপিত ব্যথিত বুকে অশোকা আমার।

—:o:—

বুলু* ।

ননীর পুঁতুল বুলু মা আমার
কি করে বা ফেলে গেলি ।
ভাল বাসিতাম বলে কিরে তাই,
এমন নিদয় হলি ?
ক্ষণেকের তরে নয়নের আড়ে
গেলে কেঁদে হতি সারা ।
আজ এই ব্যথা বুঝিবি কি তুই
আমার নয়ন-তারা ।
বুলু মোর প্রাণ বুলু মোর জ্ঞান
বুলু নয়নের মণি ।
তারে হারা হয়ে হারানু স্বরগ,
আমি আজ কাঙ্গালিনী ।
প্রাণ সম ধন, হৃদয় রতন,
বুকের শোণিত মোর ।

---

* প্রাণাধিকা অশোকার ডাকনাম বুলু ছিল ।

সব ছেড়ে তোরে অমূল্য মাণিক
নিল কেড়ে কোন চোর!
এত ডাকি তোরে বুলু বুলু করে
কোথা মা কোথায় তুই!
মোর ডাক শুনে এখনো নীরব
কেন রে পাষাণময়ি!
মনে কি পড়ে না গিয়াছ যেথায়
আমার আকুল স্নেহ!
সেথা কি তোমারে এমনি করিয়া
ভালবাসে আর কেহ?
বুলু মা আমার নয়নের তারা
আয় মোর বুকে আয়।
কি বলেছি তাই অভিমান করে
সাড়াও না দিস্ হায়!
ভুলেছিস মোরে তাহে ক্ষতি নাই
আরো আছে একজন।
পিতার সে স্নেহ কি করে ভুলিলি
ব্যাকুল হয় না মন!

মনে কি পড়েনা সে আদররাশি
স্বরগে অতুল যাহা।
কে এমন কোরে ভুলাইল তোরে
একবার বল্ তাহা।
নিশীথে দিবসে স্বপনে ভুলে না
তোরি নাম সদা মুখে,
কি করে ভুলিয়ে গেলি সেই স্নেহ
ব্যথা কি বাজে না বুকে।
বুলু মা আমার আয় কোলে আয়
নয় মোরে ডাক্ কাছে।
এত ব্যবধান কে আনিয়া দিল
তোমার আমার মাঝে!
জীবনেতে শুধু বেড়ে যায় পথ,
সুদীর্ঘ মরণ রেখা।
কি করিয়া আমি হই পার বল
কি করে পাইব দেখা!
মরণের কূলে একেলা যে তুই
আমি এ জীবন কূলে।

পাঠায়ে তরণী পারে লয়ে যাও
আমারে থেক না ভুলে।
কচি দুটি ছোট কোমল চরণ
চলিতে পাইবে ব্যথা।
কোলেতে থাকিতে যাইয়া আবার
কোলেতে রাখিব সদা।
বুলু বুলু বলে শত শত বার
চুমিব কমল মুখ।
বুলু মোর ধ্যান বুলু মোর প্রাণ,
বুলু মোর স্বর্গ সুখ!

পিতৃস্নেহ।

এ মরু সংসার মাঝে অমৃতের ধারা,
পিতৃস্নেহ সুধারাশি অমূল্য ধরায়।
আমার হৃদয়বৃন্ত সিক্ত করি সারা,
বহিছে সে নির্ঝরিণী সদা স্নেহ ছায়।
শৈশবে অজ্ঞানে বদ্ধ ছিল এ নয়ন
তবু ও ভুলিনি কভু এই স্নেহরাশি।
এ নহে মায়ার খেলা অথবা স্বপন,
চির দীপ্ত জ্যোৎস্না সম বেড়াইছে ভাসি।
মোর জীবনের পটে প্রত্যেক অধ্যায়,
এ স্নেহ লহরী লীলা যায় উচ্ছ্বসিয়া।
আমার মানস মুগ্ধ পবিত্র ধারায়,
ভক্তিভাবে চিরনত এই দীন হিয়া।
এ নহে মোহের স্বপ্ন নহে ইহা ভুল
পিতৃস্নেহ সুধারাশি অমূল্য অতুল।

—:o:—

কেন।

শূন্য মরুভূমি প্রাণে
কেন দুদিনের তরে,
ফুটিয়া কুসুম তুই
দুদিনেই গেলি ঝরে।

আঁধার নীশিথ মাঝে
কেন তুই শুক তারা,
দেখা দিয়ে ডুবে গেলি
আঁধার করি এ ধরা।

আঁধার নয়ন তলে
উষার আলোক এসে,
ছড়ায়ে মুহূর্ত্ত জ্যোতি,
মিশালি আবার শেষে।

পড়িয়া সুধার কণা
কোন স্বর্গপথ হতে,
বাসনার রাশি মোর
দলে গেলি অকালেতে।

তোরে পেয়ে সপ্ত স্বর্গ
কি ছিলি আমার তুই,
আজি প্রাণ কিছু নয়
শূন্য মরুভূমি বই।

—৹—

আঁধার।

যে ঘরে নাহিক শিশু সে ঘর আঁধার,
যে ঘরে সকাল বেলা,
শিশুতে না করে খেলা
সেথা না আলোক ফুটে সোনালী ঊষার।
যেথা শিশু মা মা বোলে
আসে নাক মার কোলে,
সে ঘরে পড়ে না ছায়া কভু জ্যোছনার।
যে ঘরে দুরন্ত ছেলে
এটা ওটা টেনে ফেলে,
হাসে না মধুর হাসি স্বরগ সুধার।
সে ঘর আঁধার ভরা,
সংসারের শুকতারা
শিশু হেসে জাগে নাক প্রভাত মাঝার।
শুভ্র কুসুমের দল,
অকলঙ্ক নিরমল,
যে ঘরে নাহিক শিশু সে ঘর আঁধার।

প্রভাতে দ্বারেতে এসে
উষা সে দাঁড়াত হেসে,
জ্যোছনা পড়িত লুটি কক্ষের মাঝার।
শিশু সে করিত খেলা,
ফুটন্ত ফুলের মেলা,
বিহঙ্গ গাহিত গীতি তরল ঝঙ্কার।
আজ নেই গেছে চলে,
আমি আছি শূন্য কোলে,
আমার স্বরগ স্বপ্ন ভেঙ্গেছে আবার!
কভু কি এ জ্বালা যায়,
এ যে অসহন হায়,
দাও শক্তি সয়ে রব শুধু বলে যার।
গিয়েছে তোমার কোলে,
আমার এ কোল ফেলে।
সুখে রেখ এই শুধু মিনতি আমার।

—o—
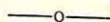
আমার খুকি।

সবারি ত খুকিগুলি খেলিয়া বেড়ায়,
কেহ খেলে, কেহ ছুটে, কারো বা অধর পুটে
খেলা করে হাসিরাশি জড়িত সুধায়।
কেহ পরে রাঙা সাড়ী, কারো হাতে নীল চুড়ি
কারো বা জননী সবে গরবে দেখায়।
আমিও খেলায় মিশে দাঁড়াতে পারিনে হেসে
সরমে মরম মম মরে যেতে চায়।

জননীরে ঘিরে সবে শিশুরা দাঁড়ায়,
কেহ ডাকে 'মা' 'মা' বোলে, কে চায় উঠিতে কোলে,
কেহবা আদর ভরে ধরিছে গলায়।
দেখি সে স্বরগ দৃশ্য মোর চোকে শূন্য বিশ্ব
স্বপন সমান যেন চোকে ধরা ভায়।
শিশুহারা কাঙ্গালিনী জানেন অন্তরযামী
কোন দোষে হেন ভাগ্য লভিনু ধরায়।

অমঙ্গলময়ী যেন এসেছি হেথায়
ছোট ওই শিশুফুলে, শোভেনা এ কোল ভুলে,
মোর নখে বিষমাখা ছুঁলে ঝরে যায়।
আমারোত সোনামুখী ছিল আদরিণী খুকি
সঁপিয়া এসেছি তারে জ্বলন্ত চিতায়।
এক এক দিন করে বর্ষ কেটে গেল ওরে,
পড়েনি একটি দাগ পাষাণ হিয়ায়।

আমার সে সোণামুখী খুকিটি কোথায়,
রঞ্জিত বসন পরে, রূপে ঘর আলো করে
খেলিত সে সারাদিন আঁখির তলায়।
যার মুখ হেরে মোরা, ভুলিতাম দীন ধরা,
আকাঙ্খা অভাব এই হৃদয় ছায়ায়।
তেয়াগি এ মার স্নেহে, কোথা কোন পুণ্য গেহে
চলে গেছে সোনামুখী সে দেশ কোথায়?

——:o:——

শূন্য প্রাণ।

কে ভরাবে এ শূন্য হৃদয়
দুঃখীর নয়ন নীরে
কে কবে চাহেরে ফিরে,
যেথা নিতি সুখ হাসিময়।
সবে বলে এই ধরা
নিতি নব সুখ ভরা,
মোর চোকে কেন বা তা নয়।
আমি কি ওদেরি প্রায়
বিমল প্রভাতে হায়
হেরি নাই হর্ষে সমুদয়?

মোর চোকে সবি দুঃখ ভরা
ওই যে কুলু লু তানে
নদী বহে আনমনে,
ওরো বুকে দুঃখের পশরা।

নিঝুম মধ্যাহ্ন হলে
ওই আম্র শাখা তলে
কোকিলের ঘন কুহুধ্বনি,
ঘুঘুর করুণ তান
বিদ্ধ করে ফেলে প্রাণ,
কত দুঃখ ওর মাঝে শুনি।

কে ভরাবে এই শূন্য প্রাণ,
কে সে ধ্রুবতারা সম
আঁখি পরে রবে মম
কে সুধা সান্তনা করে দান।
সুতীক্ষ্ণ বেদনা জ্বলে
সদা এ মরম তলে,
কে সে এসে সরাবে তাহায়,
মোর এই শূন্য প্রাণ
কে জীবন করে দান
সে কি কভু আসিবে না হায়?

—o—

তুমিই শিখালে।

তুমিই শিখালে মোরে এত অবিশ্বাস,
শৈশবের শিশুবুকে
জেগে ছিলে যেই রূপে
সেই রূপে চিরদিন হলে না প্রকাশ,
তাই এই জগতেরে এত অবিশ্বাস।

তোমারি হাতের গড়া এ প্রেম মধুর
সেই শুভ্র জোছনায়
ঘিরে দিলে মেঘছায়,
ভেঙ্গে দিলে কল্পনার নব সুরপুর,
কাছে থেকে তবু দেব করে দিলে দূর।

তোমারি প্রেমের বলে হয়ে বলীয়ান,
নেমেছি জগৎ পথে
কত বাধা দেখ তাতে
পাইতেছি পায়ে পায়ে, জীবন শ্মশান
করে দেছ, প্রাণ মোর ভেঙ্গে শতখান।

খেলার পুঁতুল লয়ে খেলিবার ঘরে
খেলা করি ছেলেবেলা,
ভেঙ্গে দিলে সেই খেলা
হাতের পুঁতুল ভেঙ্গে পড়ে ধূলি পরে,
তখনি ভরিত আঁখি নব অশ্রু থরে।

যার পানে চেয়ে থাকি সেই চলে যায়
আমার আঁখির দৃষ্টি সবেনাক হায়।
কুসুম তুলিতে গেলে,
কাঁটা শুধু হাতে মেলে,
ফুলটি ঝরিয়া পড়ে ধীরে তরু ছায়।

তাই এত অবিশ্বাস কাতর ক্রন্দন,
এ মোহ করিয়া দূর,
করে দাও ভরপুর,
তোমার মধুর রূপে এ মোর জীবন,
বিশ্বাসের নব বলে করি আকর্ষণ।

অশোকা

থেমে যাক দুঃখ গীতি, আর অবিশ্রাম
এ দারুণ দুঃখভার
বহিতে পারি না আর,
দাও দেব ধৈর্য্য বুকে, আনন্দ, আরাম,
চিরদিন দয়াময় করি তব নাম।

সমাপ্ত।